চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 135 Sunday, 16 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৩৫ সংখ্যা ❋ ২ বৈশাখ, ১৪৩০, রবিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পঞ্চায়েত ভোট মে মাসে হচ্ছে না, পিছিয়ে যাচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত ভোটে জাতিগত সমীক্ষার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুই আদালতই তাঁর মামলা খারিজ করে দেওয়ার পর পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণায় এখন আর কোনও বাধা নেই। রাজ্য নির্বাচন কমিশন চাইলেই ভোট ঘোষণা করে দিতে পারে। কিন্তু সরকার ও শাসক দলের শীর্ষ সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত ভোটের ঘোষণা এ মাসে হবে না। অর্থাৎ মে মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন নাও হতে পারে। তা পিছিয়ে হতে পারে জুন মাসে। অর্থাৎ ভোটের ঘোষণা মে মাসে হলেও ভোট গ্রহণ হবে জুন মাসে। এ ব্যাপারে সরকার ও শাসক দলের মধ্যে ভিন্ন দুই ধারণা রয়েছে। পঞ্চায়েত দফতরের একাংশ অফিসারের মতে, জুনে ভোট হলেও তা গোড়ার দিকে হবে। সরকারি ভাবে ৮ জুন থেকে বাংলায় বর্ষা আসার কথা। তাই বর্ষা পড়ে যাওয়ার আগেই ভোট গ্রহণ হবে। কিন্তু তৃণমূল সূত্রে খবর, পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণ হতে পারে জুন মাসের শেষে বা জুলাই মাসের

গোড়ায়। তৃণমূলের এক নেতার কথায়, ''ওভাবে আবহাওয়া দেখে ভোট করতে হল তো অনেকদূর পর্যন্ত ভাবতে হবে। এপ্রিলেই যা গরম পড়েছে, তাতে মে মাসে ভোট করালে তো সান স্ট্রোক হতে পারে অনেকের। আবার এখন বৃষ্টির ঠিক-ঠিকানা নেই। হয়তো মে মাসে ভোটের দিন স্থির হল, আর সেই সেদিনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল!'' এখন কৌতূহলের বিষয় হল, পঞ্চায়েত ভোট কেন পিছিয়ে যেতে পারে? তৃণমূলের এক রাজ্য নেতার কথায়, ''পঞ্চায়েত নিয়ে সাঁড়াশি সমস্যায় রয়েছে দল। আগাইলে রামের বাণ পিছাইলে রাবণ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন, পঞ্চায়েত ভোটে যেন কোনও হিংসা না হয়।'' কিন্তু তা করতে গেলে বেশ কিছু জায়গায় আসন হারাতে পারে দল। আবার নিচুতলাকে ভোট নিয়ে খোলা ছুট দিলে হিংসার ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে লোকসভা ভোটে। তা ছাড়া নিচুতলায় তৃণমূলের মধ্যে টিকিট নিয়ে অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বুথ স্তরের কর্মীদের ইতিমধ্যে হোম টাস্ক দিয়েছেন অভিষেক। একশ দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় কেন্দ্র যে বরাদ্দ আটকে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সই সংগ্রহ করবেন বুথ স্তরের কর্মীরা। শুধু তা নয়, নিচুতলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বিরোধ মীমাংসারও কাজ চলবে সমান্তরালে। তা ছাড়া এই এক মাস সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি জেলা সফরেও যেতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্ভবত এই সব কারণেই আরেকটু সময় নিতে চাইছে শাসক দল। এবং তাই মে মাসে পঞ্চায়েত ভোট না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তা এক মাস পিছিয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষাতেও হবে সেনা নিয়োগ পরীক্ষা! নববর্ষের দিনে বড় ঘোষণা শাহের মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ নববর্ষের দিনে বাংলার জন্য উপহার দিল কেন্দ্র সরকার। সেনা বাহিনী নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জানিয়ে দেওয়া হল, এবার বাংলা সহ মোট ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হবে। শনিবার অমিত শাহের মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে সেনা বাহিনী নিয়োগ পরীক্ষার নতুন নিয়ম জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এতদিন এই পরীক্ষা শুধু হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় হত। এবার থেকে এই দুই ভাষার পাশাপাশি আরও ১৩টি ভাষাতে নেওয়া হবে। স্থানীয় যুবদের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করাতে এমন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলা, অসমিয়া, গুজরাটি, মারাঠি, মালায়ালাম, কন্নড়, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, উর্দু, পঞ্জাবি, মণিপুরী এবং কোঙ্কানি-এই মোট ১৩ ভাষায় প্রশ্নপত্র থাকবে। প্রার্থীরা এইসব ভাষাতে উত্তর দিতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি

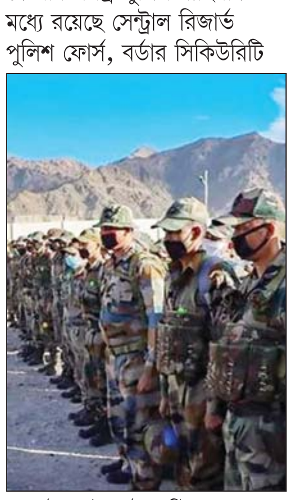

ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন কয়েকদিন আগেই অমিত শাহকে চিঠি লিখে সিআরপিএফ নিয়োগ পরীক্ষায় তামিল ভাষা যুক্ত করার দাবি জানান। এমনকী তেলেঙ্গানার মন্ত্রী কেটি রামা রাও একই দাবি জানান। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'স্থানীয় যুবদের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করাতে এবং আঞ্চলিক ভাষার প্রচার করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। অর্থাৎ এই সমস্ত বাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষাতেই বাংলা সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হবে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সিআরপিএফ-র জন্য কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পরীক্ষায় হিন্দি, ইংরেজি সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন।'

বেলুড় মঠের ঘাট থেকে গঙ্গাজল গেল কোচিতে, ছিলেন রাজ্যপাল

সৌরভ দত্ত, হাওড়া, ১৫ এপ্রিলঃ রামকৃষ্ণ মিশন কোচি কেন্দ্রের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বেলুড় মঠের মায়ের ঘাট থেকে নেওয়া গঙ্গাজল পাঠানো হল কোচিতে। কোচি শাখার পক্ষে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তা গ্রহণ করেন। সকালেই বেলুড় মঠে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে পৌঁছান কোচি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভুবনাত্মানন্দ ও আশ্রমের ট্রাস্টি সদস্যদের কয়েকজন। সেই পুণ্য কলসটি কোচি আশ্রমের রামকৃষ্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহে রক্ষিত হবে। বেলুড় মঠের ১২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রামকৃষ্ণ মিশন বলরাম মন্দিরে উপস্থিত থাকতে পারেন বলেও মঠ সূত্রে খবর। ১ মে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় রামকৃষ্ণ মিশনের ২৬৭টি শাখায় এই দিনটি পালিত হচ্ছে। কোচিতে এ বছর ৭৫তম বছর পালন করা হচ্ছে। বেলুড় মঠের পুণ্যতোয়া গঙ্গার জল যাচ্ছে কোচিতে।

সংক্রান্তিতে মায়ের ঘাটের সেই জল নিয়ে কোচির পথে রওনা হন সেখানকার সদস্যরা। এদিন রাজ্যপালের মুখে বারবার শোনা গিয়েছে, আধ্যাত্মিকতা, মানবতার কথা। শান্তি, সৌহার্দ্যের হাত ধরে যে মানবতার কথা বলে গিয়েছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ বলেন, ''সারাদিন ঠাসা কর্মসূচি রাজ্যপালের। তার মধ্যে থেকেও আধঘণ্টা বের করে উনি এসেছেন। আমাদের কেরলের কোচি কেন্দ্রটির ৭৫ বছর পূর্তি। একইসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছর। কোচির স্বামীজী ও কিছু ভক্ত এসেছেন। ওনারা বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছিলেন। কেরলে ১২৫ বছর পূর্তির যে অনুষ্ঠান শুরু হবে, সেটি বেলুড় মঠের গঙ্গার জল দিয়ে শুরু করবেন। আজ মায়ের ঘাট থেকে জল নিয়ে রাজ্যপালের হাতে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল আবার তা তুলে দিয়েছেন আমাদের কোচি কেন্দ্রের প্রধানকে। তিনি সেই জল নিয়ে যাবেন কেরলে। সেই পূর্ণকুম্ভকে সামনে রেখে তাঁদের ৭৫ বছর পূর্তিও উদযাপিত হবে। একইসঙ্গে ১২৫ বছরের অনুষ্ঠানও হবে।''

বিধায়কের বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে উদ্ধার ব্যাগভর্তি নথি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সেই সূত্র ধরেই মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা অভিযান চালাচ্ছে সিবিআই। গতকাল থেকে শুরু হওয়া এই সিবিআই তল্লাশির শুরু থেকেই চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্ত। গোয়েন্দাদের চোখের আড়ালে পাঁচিলে টপকানোর চেষ্টা করেন তিনি। অভিযোগ উঠছে, একটি মোবাইল ফোন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন পুকুরে। আর সেই ফেলে দেওয়া মোবাইল খুঁজে বের করতে কালঘাম ছুটছে তদন্তকারী আধিকারিকদের। পুকুর থেকে পাম্প করে জল বের করার কাজ শুরু করেছেন গোয়েন্দারা। আর এরই মধ্যে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে গোয়েন্দা সূত্র মারফত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তল্লাশি অভিযানে কী কী পাওয়া গেল? সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বিধায়কের বাড়ির পাশেই একটি জঙ্গলের থেকে ছ'টি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। এর পাশাপাশি পুকুরে ফেলে দেওয়া ওই মোবাইলের খোঁজেও তল্লাশি চলছে বলে সূত্রের খবর। বর্তমানে তিনটি পাম্প ব্যবহার করে জল বের করার চেষ্টা করা হয়েছে পুকুর থেকে। এর পাশাপাশি বাড়ির ভিতর থেকে দুটি ল্যাপটপ ও বেশ কিছু ডিজিটাল নথি পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এদিকে বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে যে ছ'টি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে, সেখানেও বেশ কিছু নথি থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। জীবনকৃষ্ণ

সাহার বাড়ি থেকে যে ব্যাগগুলি পাওয়া গিয়েছে, সেখানে টাকা দেওয়া প্রার্থীদের ছবি আছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। যারা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছে বলে অভিযোগ, তাদের নথির উপর ছবি সাঁটা আছে। কয়েক কোটি টাকার ঘুষ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি সিবিআইয়ের। উল্লেখ্য, গতকাল থেকে শাসক বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। গতকাল থেকে শুরু হওয়া তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। এরই মধ্যে জীবন কৃষ্ণ সাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সেই জিজ্ঞাসাবাদের সময়েও বাড়ির পিছনের জঙ্গলে ওই ছটি ব্যাগের বিষয়ে তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও পুকুরে ফেলে দেওয়া মোবাইল ফোনটির সন্ধান এখনও মেলেনি। শনিবার ভোররাত থেকে পুকুরে পাম্প লাগিয়ে জল বের করার প্রক্রিয়া চলছে। মোবাইল কতদূর ছুড়ে ফেলা হয়েছিল, তা বুঝতে ঘটনার পুনর্নির্মাণও করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

একতরফা শুনানি যেন না হয়, কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় 'সুপ্রিম দুয়ারে' দাখিল ক্যাভিয়েট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে চাপ তৈরির অভিযোগ তুলেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার কুন্তল ঘোষ। আলিপুর আদালতের বিচারকের কাছে এই নিয়ে চিঠিও লিখেছেন তিনি। সেই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল প্রাইমারি টেটে রমেশ মালিক বনাম রাজ্য মামলার মামলাকারী পক্ষ। যদি অপর পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে যায়, সেক্ষেত্রে মামলার শুনানি যাতে একতরফাভাবে না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল মামলাকারী রমেশ মালিক পক্ষ। অর্থাৎ, এই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে কোনও শুনানি হলে, মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। যদি এই মামলায় অপর কোনও পক্ষ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়, সেক্ষেত্রে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবীরা তাঁদের বক্তব্য শোনার জন্য আদালতের কাছে জানাতে পারবে। উল্লেখ্য, কুন্তল ঘোষের চিঠি সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের তরফে যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, সেখানে বেশ কিছু অংশ নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বার বার সেই পর্যবেক্ষণের বিরোধিতা করেছেন ইতিমধ্যেই। এমন অবস্থায় যদি ওই মামলায় কোনও পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে যায়, সেক্ষেত্রে আগাম ব্যবস্থা হিসেবে মামলাকারী রমেশ মালিক পক্ষ শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রাখল। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষ গ্রেফতারির পর থেকেই একের পর তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে। এদিকে কুন্তলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই, তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করেছে তৃণমূল। এমন এক পরিস্থিতির মধ্যেই কুন্তল ঘোষ অভিযোগ তুলেছেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁর উপর চাপ তৈরি করছে, জোর করে রাজনৈতিক নেতাদের নাম বলানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। সেই নিয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আবার প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন, ''এত শারীরিক হেনস্থার পরও কীভাবে হেসে হেসে বয়ান দেন?'' এমন এক আবহেই এবার সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল মামলাকারী পক্ষ।

বিভাসের ডেরায় নিয়োগ সংক্রান্ত প্রচুর নথি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ শনিবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তে মোট ৬ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই অভিযানে ছয়টি জায়গার মধ্যে চারটি জায়গাই রয়েছে বিভাস অধিকারী সংক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর ও কলকাতার ঠিকানা। এই জায়গাগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রচুর নথি মিলেছে বলে দাবি সিবিআই সূত্রের। এই সব নথি ২০১৬ সালের প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। ঘুষ নিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে বলে দাবি সিবিআই সূত্রের। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে এইসব নিয়োগ সংক্রান্ত নথি আসার ফলে বিভাস অধিকারীর প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত থাকার তত্ত্ব আরও জোরালো হল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। উল্লেখ্য, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিভাস অধিকারীর যোগের তত্ত্ব এর আগেও উঠে এসেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে ডেকেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

পাহাড়ে ফের নয়া সমীকরণ! গুরুংয়ের বিশেষ বৈঠক রবিবার, থাকবে বিজেপি-সহ বিরোধীরাও

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং ও কালিম্পং, ১৫ এপ্রিলঃ ফের পাহাড়ের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে উত্তাপ বাড়ছে শৈলশহরের রাজনীতিতে। অনীত থাপাকে হারাতে মরিয়া বিরোধীরা। হাতে হাত মেলাবেন কি এডওয়ার্ড ও মন ঘিসিং? বিমল এবং দেওয়ানেরা? তা ঘিরে জল্পনা বাড়ছে। আর এই জল্পনা আরও বাড়িয়েছেন গুরুং নিজেই। রবিবার দার্জিলিংয়ে অনীত বিরোধীদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিয়েছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। জিডিএনএস হলে ওই বৈঠকে থাকবেন অজয় এডওয়ার্ড, ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ, বিজেপি, সিপিআরএম। সূত্রের খবর, আসন্ন পঞ্চায়েতে অনীত থাপা এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে পারে পাহাড়ের বিরোধীরা। দার্জিলিং পুরসভা এবং জিটিএ হাতছাড়া হওয়ার পর অনীতকে ফাঁকা মাঠে একা ছেড়ে দিতে নারাজ তাঁরা। আগে থেকেই বিমল গুরুং, অজয় এডওয়ার্ড, বিনয় তামাংরা জোট বেঁধেছেন। এবারে বিরোধী ভোট যাতে ভাগাভাগি না হয়, সেজন্যে বিজেপি এবং জিএনএলএফকেও পাশে পেতে মরিয়া গুরুং। যদিও বিরোধী জোট নিয়ে চিন্তিত নয় অনীত থাপা। ঘনিষ্ঠ মহলে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। অনীতের সাফ কথা, পাহাড়বাসী তাঁদের সঙ্গেই আছে। পাহাড়ে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। তার নিরিখেই পঞ্চায়েতেও সহজ জয় আসবে। এদিকে পাহাড়ে দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে নড়েচড়ে বসল পদ্ম শিবির। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত করতে হবে। নইলে পথে নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল বিজেপি। আজ তারাই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল, দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়বে বিজেপি। নিজেদের প্রতীকেই লড়বে। দলের পার্বত্য শাখার সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান জানান, পঞ্চায়েতে বিজিপিএম এবং তৃণমূলকে ময়দান ছেড়ে দেওয়া হবে না। পাহাড়ের মানুষের স্বার্থে নির্বাচনী ময়দানে নামবে তারা।

পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই না! শাহি বৈঠকের পরই কেন ভোলবদল বিজেপি-র?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশ্নে হঠাৎই সুর বদল কেন বিজেপির? নাকি এটা কোনও কৌশল? শুক্রবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দলের কোর কমিটির বৈঠকে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কোনও দাবিই জানাল না বঙ্গ বিজেপি। পঞ্চায়েত ভোটে আসন সংরক্ষনে গরমিল ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি নিয়ে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সংরক্ষণের নিয়ম নীতি নিয়ে বিরোধী দলনেতার তোলা প্রশ্ন কমিশনকে বিবেচনা করে দেখার কথা বললেও, শুভেন্দুর দাবি মেনে পঞ্চায়েত ভোটে স্থগিতাদেশ দিতে চায়নি হাইকোর্ট। আর, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিষয়টি নিয়ে আলাদা করে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও পঞ্চায়েত ভোটে স্থগিতাদেশ আদায় করতে ব্যর্থ হন শুভেন্দু। সুপ্রিম-রায় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের রায়কেই মান্যতা দিয়েছে। তবে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি আদায় করতে আমি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করবো।'' যদিও, এখনও সেই মামলা করেননি শুভেন্দু বা রাজ্য বিজেপি। আর, গতকালের পর মামলা তো দূরস্ত, কমিশনের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানানোও বিজেপির কাছে কঠিন হবে বলে মনে করছে দলেরই একাংশ। রাজ্যে দু' দিনের সফরে এসে, শুক্রবার বীরভূমে অনুব্রত গড়ে সভা করে কলকাতায় ফেরেন অমিত। গরু পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার পর, অনুব্রত গড়ে সভা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও নরেন্দ্র মোদির বিশ্বস্ত সেনাপতি অমিত শাহ। সভার শেষে বিজেপির বীরভূম জেলার এক নেতা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ''বীরভূমে অমিত শাহের সভাকে ঘিরে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, সিউড়ির সভা থেকে কেষ্টকে কেন এখনও জেলার সাংগঠনিক দায়িত্বে রাখা হয়েছে তা নিয়ে তৃণমূলকে একটু খোঁচা দেওয়া ছাড়া বিশেষ তোড়ফোড় করলেন না শাহ। সভায় আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশ্নে বিজেপি কর্মীদের দাবি নিয়ে কোন রা-কাটতে শোনা গেল না। রাজ্যের নেতারা নিশ্চয়ই এর অর্থ বুঝে ভবিষ্যতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেবেন, এটাই আশা করব।'' এরপর, রাতে এয়ারপোর্টের কাছে, একটি পাঁচতারা হোটেলে সুকান্ত,

শুভেন্দুকে দু পাশে রেখে রাজ্যের পঞ্চায়েত পূর্ব পরিস্থিতি নিয়ে দলের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত। বৈঠকের শেষে, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারে। পঞ্চায়েত ভোট সুষ্ঠু ও অবাধ করতে আদালত কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুমতি দেবে কি না, সেটা তাদের বিষয়ে। এ বিষয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই।'' সাংসদ এবং রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের লক্ষ্যে গড়া বিশেষ কমিটির আহ্বায়ক, দেবশ্রী চৌধুরী বলেন, ''কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আমাদের দলের নিজস্ব বাহিনী তৃণমূলের সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।'' বিধায়ক এবং রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল জানান, তাঁরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে আলাদা করে কোন দাবি জানাননি। পঞ্চায়েতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি নিয়ে সওয়াল করেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য নির্বাচন কমিশন তাদের দাবি মেনে না নিলে, আদালতে গিয়ে সেই দাবি আদায় করবেন বলেও জানিয়েছিলেন সুকান্ত, শুভেন্দুরা। কিন্তু গতকাল, শাহের সঙ্গে বৈঠকের পরেই আচমকা ভোলবদল বিজেপির। কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশ্নে, দলের এই অবস্থান বদল, রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকরা। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এই অবস্থান বদল বিজেপির একটি সুচিন্তিত কৌশল হতেই পারে। ওই পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিন না কেন, নিচুতলায় তা ১০০ শতাংশ বাস্তবায়িত করা খুবই কঠিন। ফলে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি ও রক্তপাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিকে আদলত মান্যতা দিলে, শাসক দল হয়তো রাজনৈতিকভাবে মেনে না নিলেও, তা নিয়ে বিশেষ কোন জোরাজুরির রাস্তায় নাও যেতে পারত। সেক্ষেত্রে নির্বাচনকে ঘিরে অশান্তি ও গন্ডগোলের দায় সহজেই কেন্দ্রীয় বাহিনী উপর চাপিয়ে রাজনৈতিক ভাবে কেন্দ্রকে নিশানা করতে পারত তৃণমূল। অন্যদিকে, নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে, ভোটের অশান্তির জন্য রাজ্য প্রশাসন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলতে পারবে বিজেপি সহ বিরোধীরা। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড়সড় কোন অশান্তি হলে ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক ভাবে তার ফায়দা নিতে পারবে বিজেপি সহ বিরোধীরা। গতকাল অমিত শাহের সভা ও রাজ্যে দু দিনের সফরকে কেন্দ্র করে যে চিত্র উঠে এসেছে তাতে অনেকেই মনে করছেন, বিজেপির আসল লক্ষ্য ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। পঞ্চায়েত নয়। তাই, শাহরা মনে করছেন, দুর্বল সংগঠন নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অযথা তৃণমূলের সঙ্গে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে দলের শক্তিক্ষয় করা ঠিক হবে না। বরং, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে বাইরে থেকে উস্কে দিয়ে রাজনৈতিক লাভ ওঠানোই শ্রেয়। হতে পারে, সে কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি নিয়ে, রাজ্য নেতৃত্বকে সেভাবে সক্রিয় হতে নিষেধ করেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। ২৪ এর নির্বাচনে বাংলাকে পাখির চোখ করে ৩৫ আসনের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন অমিত শাহ। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভায় ওই লক্ষ্য ছুঁতে গেলে, পঞ্চায়েত ভোটেই তৃণমূলকে কার্যত 'দুরমুশ' করতে হবে বিজেপিকে। ২০১১-র বিধানসভায় সিপিএমকে পর্যুদস্ত করার আগে ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিন ২৪ পরগণার জেলা পরিষদ দখল করেছিল তৃণমূল। পুরভোটেও একাধিক পুরসভা বামেদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তৃণমূল। ফলে, ২৪-এর লোকসভায় সফল হতে গেলে বিজেপিকে আসন্ন পঞ্চায়েতে ধস নামাতে হবে শাসক দলে। তা না করে, ৩৫ আসনের স্বপ্ন দেখা নিরর্থক। সেক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতে বিরোধীদের ভোট দেওয়া নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুরুত্ব যথেষ্টই। তাকে উপেক্ষা করলে আদপে ভুল বার্তা যাবেনা তো?

টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে খাদে পড়ল বাস, ভোররাতে দ্রুতগতির বলি কমপক্ষে ১৩, আহত ২৫

মুম্বই, ১৫ এপ্রিলঃ সপ্তাহের শেষদিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভোররাতে খাদে পড়ে গেল বাস। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও কমপক্ষে ২৫ জন। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে। খাদ থেকে বাসটিকে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুণে ও রায়গড়ের সীমানার কাছে শনিবার ভোরে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে যাত্রীবাহী বাস। একটি এগিয়েই তা খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার সময়ে বাসে কমপক্ষে ৪১ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের পুণে থেকে গোরেগাঁও যাচ্ছিল বাসটি। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ, পুণে-রায়গড় সীমানার কাছে খোপালি এলাকায় দুর্ঘটনার মুখে পড়ে বাসটি। রাস্তা থেকে হঠাৎ ছিটকে খাদে পড়ে যায় বাসটি। কীভাবে দুর্ঘটনা

ঘটল, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য জানা না গেলেও, প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান, ভোররাতে বাসটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। গতি বেশি থাকায় টাল সামলাতে না পেরে খাদে পড়ে যায় বাসটি। বাসের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কি না, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময়ে বাসে কমপক্ষে ৪১ জন যাত্রী ছিলেন। এখনও অবধি ১৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত অবস্থায় আরও ২৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আহত যাত্রীদের আর্তচিৎকার শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও।

নববর্ষের শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

Mamata Banerjee @Mamat... · 3h
On the occasion of Poila Boishakh, I extend my heartfelt greetings to all fellow residents.

I wish the dawn of New Year brings an abundance of hope, happiness, & health in your lives.

Today, let's commit to the inclusive welfare & development of society.

Shubho Nobo Borsho!

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ বঙ্গাব্দ ১৪৩০-এ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সকল সহবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। নববর্ষ আপনার জীবনে আশা, সুখ এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য নিয়ে আসুক- আমি এই কামনা করি। আসুন সমাজের অন্তর্ভুক্তিমূলক কল্যাণ ও উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। শুভ নববর্ষ!

বিজেপি থেকে আরও অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দেবেনঃডি কে শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল ঃ কর্ণাটকের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাভাদি শুক্রবার কংগ্রেস দলে যোগদানের পর তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়ে.কংগ্রেসের কর্ণাটকের প্রধান ডি কে শিবকুমার দাবি করেছেন, ক্ষমতাসীন বিজেপির আরও বেশ কয়েকজন নেতা আগামীদিনে কংগ্রেস শিবিরে যোগ দেবেন।সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় .শিবকুমার বলেন, লক্ষ্মণ সাভাদি একজন সিনিয়র নেতা। তিনি কোনো শর্ত ছাড়াই দলে যোগ দিচ্ছেন এবং আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে উঠছেন। তাঁর মতো নেতাদের ক্ষমতায়ন করা আমাদের দায়িত্ব যাতে তারা আমাদের দলে যোগ দেন এবং তা নিশ্চিত করা যায়। তাঁরা আমাদের নেতৃত্ব এবং আদর্শের সাথে একত্রিত হয়েছেন।তিনি আরও বলেন, আজ দলের সকল নেতা লক্ষ্মণ সাভাদির সাথে আলোচনা করেছেন। দলের সকল সদস্য তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন।কংগ্রেসের রাজ্য প্রধান আরও বলেন, লক্ষ্মণ সাভাদির পাশাপাশি, আরও অনেক বিজেপি নেতা কংগ্রেস দলে যোগ দেবেন। আমরা সর্বসম্মতভাবে সবাইকে দলে স্বাগত জানাই। তিনি আজ বিকেলে বিধান পরিষদের চেযারম্যানের সাথে দেখা করে পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন।

পুলিশের কাছে কুন্তলের অভিযোগ নিয়ে তোপ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা ১৫এপ্রিলঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে নালিশ করেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ।তবে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করতে পারবে না পুলিশ। নিম্ন আদালতও এই বিষয়ে কিছু করতে পারবে না। গত বুধবার একটি অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশে এমনই নির্দেশ দেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়।ইডির বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি

ফের হামলার শিকার জাপানের প্রধানমন্ত্রী! শিনজোর পর কিশিদা, বক্তৃতার সময় বিস্ফোরণ

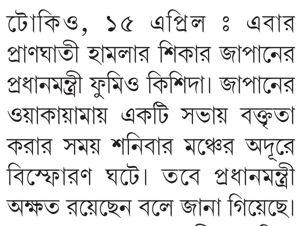

টোকিও, ১৫ এপ্রিল ঃ এবার প্রাণঘাতী হামলার শিকার জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। জাপানের ওয়াকায়ামায় একটি সভায় বক্তৃতা করার সময় শনিবার মঞ্চের অদূরে বিস্ফোরণ ঘটে। তবে প্রধানমন্ত্রী অক্ষত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঘটনাস্থলে বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা গিয়েছে।শনিবার ওয়াকায়ামা শহরে বক্তৃতার সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার কাছে একটি পাইপের মতো বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ঘটনাস্থলে বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিশিদাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রী লোহার পাইপের টুকরোর মতো একটি বস্তুর ভিতরে বিস্ফোরক রাখা ছিল। ঘটনার পরেই দ্রুত কিশিদাকে সরিয়ে নিয়ে যান তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। আটক করা হয় এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে।

কনফারেন্স টেবিল থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াই সম্ভব নয়, ডিনার টেবিল থেকে শুরু করতে হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ কনফারেন্স টেবিল থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াই সম্ভব নয়, এ জন্য প্রতিটি বাড়ির ডিনার টেবিল থেকে শুরু করতে হবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ভার্চুয়ালি বিশ্বব্যাঙ্কের 'মেকিং ইট পার্সোনালঃ হাউ বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ ক্যান ট্যাকল ক্লাইমেট চেঞ্জ' অনুষ্ঠানে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, চিন্তাভাবনা যখন আলোচনার টেবিল থেকে ডিনার টেবিল পর্যন্ত যায়, তখন এটি একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, মিশন লাইফের অধীনে আমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন সেক্টরে ছড়িয়ে পড়েছে, যেমন স্থানীয় সংস্থাগুলিকে পরিবেশ বান্ধব করা, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ, প্রাকৃতিক চাষ প্রভৃতি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গণ আন্দোলন এবং আচরণগত পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে... ভারত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার পথ দেখায়। মিশন লাইফ হোক, এলইডি বাল্বের ব্যবহার, মাইক্রো সেচ, প্রাকৃতিক চাষ অথবা বাজরার প্রচার।

আবগারি দুর্নীতির অন্যতম প্রধান মাথা অরবিন্দ কেজরিওয়ালঃগৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তলব করেছে সিবিআই। সিবিআই-এর এই সমনের প্রেক্ষিতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দাগল বিজেপি। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, আবগারি দুর্নীতির অন্যতম প্রধান মাথা হলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গৌরব আরও বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি, আপনি যদি কিছুতেই ভয় না পান...তাহলে যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছে সেগুলির উত্তর দিন...পলিগ্রাফ পরীক্ষা করান...লাই ডিটেক্টর পরীক্ষা করান... সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।গৌরব আরও বলেছেন, কিন্তু আপনি এমনটা করবেন না, কারণ আপনি ভিতরে ভিতরে ভয় পাচ্ছেন, নার্ভাস আছেন। গৌরব বলেছেন, মনীশ সিসোদিয়া ততটা স নন, যতটা বলা হচ্ছে। তাঁর কাছে চারটি মোবাইল ফোন ছিল, তদন্ত আধিকারিকরা তদন্তের জন্য ফোন চাইলে তিনি একটি দেন এবং বাকি তিনটি নষ্ট করেন। কেন? জনগণের এ সবের জবাব দিতে হবে। কেজরিওয়াল এখন ভয় পাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন গৌরব, তাঁর কথায়, যে মুহূর্তে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে, স্পষ্টতই, তিনি ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছেন। এটা পরিষ্কার যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আবগারি দুর্নীতির অন্যতম প্রধান মাথা।

মেহুল চোক্সীকে ভারতে প্রত্যর্পণ নয়, রায় অ্যান্টিগা এবং বারবুডা হাই কোর্টের

অ্যান্টিগা, ১৫ এপ্রিল ঃ অ্যান্টিগা এবং বারবুডা হাই কোর্টের রায়ে স্বস্তি পেলেন পিএনবি কেলেঙ্কারিতে অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোক্সি। দক্ষিণ আমেরিকার ওই দ্বীপরাষ্ট্রের হাই কোর্ট শুক্রবার মেহুলের আবেদনে সায় দিয়ে জানিয়েছে, তাঁকে অ্যান্টিগা ও বারবুডা থেকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না।মার্চ মাসে মেহুলের উপর থেকে ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিস সরিয়ে নেওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাঁর প্রত্যর্পণের জন্য ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের আবেদন খারিজ হতে পারে। শুক্রবার সেই আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত করে অ্যান্টিগার অ্যাটর্নি জেনারেল এবং পুলিশ প্রধানের রিপোর্টের ভিত্তিতে সে দেশের হাই কোর্ট জানিয়েছে, অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার বা অমানবিক শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে তাঁকে প্রত্যর্পণ করা যাবে না।পিএনপি কাণ্ডে অভিযুক্ত মেহুল ২০১৭ সালে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অ্যান্টিগা ও বারবুডার নাগরিকত্ব নেন। ২০১৮ সালে ইডি এবং সিবিআইয়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইন্টারপোল মেহুলের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি করেছিল। ওই নোটিসের অর্থ হল, মেহুলের অন্য দেশে যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা। তা উঠে যাওয়ায় মেহুল এখন স্বাধীন ভাবে যে কোনও দেশে যাওয়ার অধিকারী। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ভাগবত করাড সংসদে লিখিত পরিসংখ্যান পেশ করে জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণখেলাপির তালিকার শীর্ষে রয়েছে, ভারত ছেড়ে পালিয়ে ব্রিটেনে গিয়ে ধৃত মেহুলের সংস্থা গীতাঞ্জলি জেম্‌স। ওই সংস্থার কাছে ব্যাঙ্কগুলির মোট বকেয়া ৭,৮৪৮ কোটি টাকা!বিদ্যুতে ভর্তুকি আর নয় দিল্লিতে, কেজরীওয়াল সরকারের ব্যাখ্যায় ক্ষোভ লেফটেন্যান্ট গভর্নরের২০২১ সালের ২৩ মে অ্যান্টিগা থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার পিএনবি (পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক) দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মেহুল। বিশেষ কারও সঙ্গে নৈশভোজে বেরিয়ে তার পর আর ফেরেননি বলে জানা যায় সেই সময়। পরে রাস্তা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর গাড়ি। তিনি কিউবায় পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন বলে সেই সময় জল্পনা শুরু হয়। যদিও কয়েক দিন পর ডমিনিকায় গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। সে সময় সিবিআই এবং ইডির দল ডমিনিকায় গিয়ে সে দেশের আদালতে মেহুলের প্রত্যর্পণের আর্জি জানালেও তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ায় আছড়ে পড়ল মহাশক্তিশালী সাইক্লোন ইলসা, তছনছ উপকূলবর্তী এলাকা

সিডনি, ১৫ এপ্রিল ঃ অস্ট্রেলিয়ায় আছড়ে পড়ল দশকের সবচেয়ে শক্তিশালী সাইক্লোন ইলসা। শুক্রবার মধ্যরাতে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে সর্বশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়েছে এই মহা শক্তিশালী সাইক্লোনটি। ঘূর্ণিঝড়ে কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে উপকূলবর্তী এলাকাগুলি।এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানির ঘটনা তেমন না ঘটলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ।পাঁচটি সাইক্লোনের মিলিত রূপ এই ঘূর্ণিঝড় ' দেশের আবহাওয়া ব্যুরো জানাচ্ছে, সাইক্লোনটি ক্যাটাগরি-৫ এ রূপ নিয়েছে, যা সাইক্লোনের শক্তি পরিমাপের সর্বোচ্চ ধাপ। আবহাওয়া ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, সাইক্লোন ইলসা শুক্রবার মধ্যরাতে পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট হেডলেন্ড এবং ওয়ালাল ডাউনসের মধ্যবর্তী স্থান পিলবারা উপকূলে আছড়ে পড়েছে। ঘণ্টায় এর গতিবেগ ছিল ২৮৮ কিলোমিটার। ২১৩ কিলোমিটার বেগে ১৩৫ মাইল পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে। যা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, এমন শক্তিশালী বাতাস বিপজ্জনকভাবে গাছ উপ।ে ফেলা, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং ঘরবাড়ির ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই নয়, খোলা অবস্থায় থাকা বড় নৌকা, ট্রলার এবং ক্যারাভানকেও উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলেছে। কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে উপকূলবর্তী এলাকাগুলি। অবশ্য যে অঞ্চলটিতে মহাশক্তিশালী এ সাইক্লোনটি আছড়ে পড়েছে সেখানে জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে। এই সামুদ্রিক ঝড়টির মূল কেন্দ্রে ছিল পোর্ট হেডলেন্ড নামের একটি শহর। যেখানে মাত্র ১৬ হাজার মানুষ বসবাস করেন। এছাড়া এখানে আদিবাসী সম্প্রদায়, খামার, খনি এবং পর্যটক কেন্দ্র রয়েছে। সাইক্লোনের আগাম সতর্কতা হিসেবে তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা অনেকটাই কম। যদিও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিশাল।সাইক্লোন ইলসার প্রভাবে এই অঞ্চলটিতে ভারী থেকে অতভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। ২০০ থেকে ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে এখনও পর্যন্ত। এছাড়া সেখানে বন্যার সতকর্তাও জারি করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী সামুদ্রিক ঝড় মনিকা।এর আগে, ২০০৬ সালে ২৯০ কিলোমিটার গতিবেগে এটি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে। তবে সেটিও জনবসতি এলাকার বাইরে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল ।

বাবাসাহেব স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সমর্থক ছিলেনঃখাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থক ছিলেন বলে বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।গত শুক্রবার প্রকাশিত একটি ভিডিওতে ডঃ আম্বেদকরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করে, খাড়গে বলেন, আমরা সকলেই বাবাসাহেবকে ভারতের সংবিধানের স্থপতি হিসাবে স্মরণ করি এবং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বাবাসাহেব এবং আধুনিক ভারতের অন্যান্য স্থপতিরা আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে বিপদে আছে। আমাদের গণতন্ত্র হুমকির মুখে। একে বাঁচাতে এবং বাবাসাহেবের নীতি রক্ষায় সকলের এগিয়ে আসা উচিত।বিজেপিকে আক্রমণ করে খাড়গে বলেন, এই সময়ে বিরোধী দল, সামাজিক গোষ্ঠী, এনজিও, বিচার বিভাগ, মিডিয়া সহ সাধারণ নাগরিকদের জোর করে চুপ করা হচ্ছে। এটা সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। বাবাসাহেবের দেখানো পথে চলতে হবে। এজন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মানুষের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিচ্ছে বিজেপি সরকারঃপ্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা

বস্তার, ১৫এপ্রিল ঃমানুষের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। গত বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের বস্তারের একটি জনসভায় প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, আপনাদের ''নির্ভর'' করা হয়েছে, ''আত্মনির্ভর'' নয়। আপনাদের এমন স্কিম মোটেও দেওয়া হয়নি, যা আপনাদের স্বনির্ভর করে তুলতে পারে। আপনাদের সরকারের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। বিজেপি সরকার আপনাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। আপনারা উপেক্ষিত ছিলেন, এই ৫ বছরে কংগ্রেস আপনাদের গর্ব ফিরিয়ে দিয়েছে।কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা

আরও বলেছেন, এর আগে ১৫ বছর ধরে আপনারা বিজেপির শাসন দেখেছেন। আপনারা তাঁদের বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আপনার আস্থা রক্ষা করেনি। এখানে ভয়, ক্ষুধা ও ব্যাপক দুর্নীতি ছিল। আপনাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আপনাদের হাতকড়া পরানো হয়েছে। কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি হয়েছে।

মিস কুইন অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিজয়িনী কৃষাঙ্গী গৌরীকে সংবর্ধনা ব্যতিক্রম মাসডোর

গুয়াহাটি, ১৫ এপ্রিল ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের কুইন অব দ্য ওয়ার্ল্ডের গ্র্যান্ড ফিনালেতে 'মিস কুইন অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর খেতাব বিজয়িনী প্রথম ভারতীয় কৃষাঙ্গী গৌরীকে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা জানিয়েছে ব্যতিক্রম মাসডো।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গেট হাসপাতালের সিএমডি ডা. বেদব্রত পাঠক, বিশিষ্ট গায়িকা মনীষা হাজরিকা, সরলা বিড়লা জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ড. দিগন্ত হালদার, সরলা বিড়লা জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যালযের সিনিয়র অ্যাকাডেমিক হেড জুলি বরুয়া, কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী, কৃষাঙ্গী গৌরীর বাবা-মা অভিজি ভুইয়াঁ ও অঞ্জলি মেধি ভুইয়াঁ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গায়িকা মনীষা হাজরিকার ৭৩-তম জন্মদিন পালন করেছে ব্যতিক্রম মাসডো। মনীষা হাজরিকা বক্তব্য পেশ করে বলেন, ' অসমিয়া মেয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া গর্বের

বিষয়। অসমবাসীকে বিশ্ব দরবারে গর্বিত করার জন্য আমি কৃষাঙ্গীকে অভিনন্দন জানাই। এছাড়া, আমার ৭৩-তম জন্মদিনকে আরও বিশেষ করে তোলার জন্য ব্যতিক্রম পরিবারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।'ব্যতিক্রম মাসডো-র কর্ণধার ড. সৌমেন ভারতীয়া বলেন, ' প্রতিযোগিতায় কৃষাঙ্গীর ঐতিহাসিক জয়ে অসমবাসী গর্বিত। এটি তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সংকল্প এবং উৎসর্গ প্রতিফলিত করে এবং বর্তমান যুব প্রজন্মদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন অসমের মেয়ে কৃষ্ণাঙ্গী। আমরা আজ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পেরে খুব খুশি। কারণ তিনি সত্যিই সমস্ত স্বীকৃতি এবং প্রশংসার যোগ্য।'কৃষ্ণাঙ্গী গৌরী বলেন, ' মিস কুইন অব দ্য ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায .একজন প্রতিযোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা এক মঞ্চে একত্রিত হয়েছিল। যখন আমাকে ' কুইন অব দ্য ওয়ার্ল্ড ২০২৩' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল তখন এটি একটি অভূতপূর্ব্ব অনুভব ছিল। আমি বিশ্বাস করি, চেষ্টা করলে যে কেউ এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় যে বিষয়টি হল, তা তাড়াতাড়ি শুরু করা এবং একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা যা কাজের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সবাইকে গাইড করতে সাহায্য করতে পারে।' তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ব্যতিক্রম পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গী গৌরী।উল্লেখ্য, কৃষাঙ্গী তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সরলা বিড়লা জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যালয়ে শেষ করার পর আইজেনবার্গ স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে বিজনেস অ্যান্ড অ্যানালিটিকসে এমএস সম্পন্ন করেছেন। স্নাতক শেষ করার পর তিনি নিউইয়র্কে একজন আর্থিক বিশ্লেষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে গ্লোবাল ফাউন্ড্রিজে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন তিনি।

পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, পশ্চিমবঙ্গবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শনিবার সকালে টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, শুভ নববর্ষ! নতুন বছরে সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় লেখেন, বাঙালি সংস্কৃতি ও পরম্পরা সারা বিশ্বে প্রশংসিত। নববর্ষের প্রারম্ভে আমি প্রত্যেকের সুখ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। তিনি জানান, বাংলা নববর্ষের এই শুভক্ষণে আমি পশ্চিমবঙ্গের সকল ভাই ও বোনদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। এই নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য।

১৪৩০ বঙ্গাব্দকে স্বাগত জানাল বাংলা, নববর্ষে দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটে ভক্তদের ভিড়

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ উৎসবের আমেজে নতুন বঙ্গাব্দকে স্বাগত জানাল আপামর বাঙালি। ১৪২৯-কে বিদায় জানিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডারে নতুন বছর এল ১৪৩০। নববর্ষের সকাল থেকে শুরু হয়ে যায় গঙ্গায় পুণ্যস্নান, বিভিন্ন দোকানে হালখাতা। নববর্ষের আবাহনে মেতেছে গোটা বাংলা। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর, লেক কালীবাড়ি থেকে তারাপীঠ, মন্দিরে মন্দিরে পুজো দেওয়ার ভি। লক্ষ্য করা গিয়েছে শনিবার।বাংলা নববর্ষের সকাল থেকেই তারাপীঠে ভক্ত সমাগম দেখা গিয়েছে। নতুন বছরের শুভকামনা নিয়ে মায়ের উদ্দেশে পুজো দিচ্ছেন ভক্তরা। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মায়ের মন্দির, কালীঘাট মন্দির-সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে ভক্তরা মঙ্গল কামনায় পুজো দেন। দোকানে দোকানে চলে হালখাতা অনুষ্ঠান। নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠান ও প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়।

১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা, চলবে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত

জম্মু, ১৫ এপ্রিল ঃআগামী ১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা। চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। দক্ষিণ কাশ্মীরের হিমালয়ে ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত অমরনাথে আগামী ১ জুলাই থেকে যেতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন, অমরনাথ যাত্রা চলবে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত।রাজভবনে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার পৌরহিত্যে শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন

বোর্ডের ৪৪ তম বৈঠকে তীর্থযাত্রার সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, ১ জুলাই থেকে শুরু হবে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা এবং চলবে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত।

ভাইপো নয়, মুখ্যমন্ত্রী হবে বিজেপি থেকেই, দাবি অমিত শাহ-র

সিউড়ি, ১৫ এপ্রিলঃরাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হবে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার বীরভূমে সিউড়ি-র বেণীমাধব হাইস্কুল ময়দানের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একযোগে নিশানা করে শাহ বলেন, বাংলায় আপনার ভাইপো নয়, পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি থেকে হবে। দিদি-ভাইপোর রাজনীতির জুটিকে হারানোর একটাই রাস্তা হল বিজেপি। আগামী লোকসভা ভোটে ৩৫-এর বেশি আসন বিজেপিকে দিন। বিজেপি ৩৫টি আসন পেলে ২৫-এর আগেই মমতার সরকার পড়ে যাবে।পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে শাহের মুখে একটি কথাও শোনা যায়নি। লোকসভা ভোটের প্রচারেই যে তিনি এসেছেন তা আজকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন শাহ। এদিন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথা উল্লেখে করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ কেন পাচ্ছেন না?কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মমতা তাঁর ছবি লাগাতেই ব্যস্ত। দিদি বাংলার উন্নয়ন চান না। শুধু ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বাংলায় যেভাবে দুর্নীতি চলছে, তার দাওয়াই শুধু বিজেপি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

জয় ভারত সত্যাগ্রহ যাত্রার সূচনা করছেন রাহুল

কোলার, ১৫ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী রবিবার, ১৬ এপ্রিল কর্ণাটকের কোলারে জয় ভারত সত্যাগ্রহ যাত্রা-র সূচনা করবেন। এখানেই ২০১৯ সালে মোদী পদবি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন রাহুল গান্ধী, আর সে জন্য সম্প্রতি সুরাটের আদালতে তিনি দোষীসাব্যস্ত হন এবং লোকসভার সদস্যপদ হারিয়েছেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, রাহুল গান্ধী রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ কোলারে পৌঁছে যাত্রায় বক্তব্য রাখবেন।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কর্ণাটকের দাযিত্বে থাকা সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা, কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে

বিশ্বকাপের আগে স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজে ইডেন পাচ্ছে সবচেয়ে বেশি টাকা

মুম্বই, ১৫ এপ্রিলঃ ১২ বছর পর আগামী অক্টোবরে ভারতের শুরু হচ্ছে একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ। আর কয়েক মাসের অপেক্ষা। এই উপলক্ষে চোখ ধাঁধানো সব কিছু ব্যবস্থা করতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এই উপলক্ষে দেশের একাধিক স্টেডিয়াম ঢেলে সাজানো হবে। এর জন্যে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করতে চলেছে বোর্ড।বিশ্বের ধনীতম ক্রিকেট বোর্ড ভারত। নিজেদের দেশে তো বটেই বিশ্বের বিভিন্ন স্টেডিয়ামের সংস্কারের পেছনেও টাকা ঢেলেছে বিসিসিআই।এবার দেশের বিশ্বকাপকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য স্টেডিয়াম গুলো সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছে। বিশ্বকাপের মতো আসরে স্টেডিয়াম গুলোতে কোন অব্যবস্থা থাকলে বোর্ডেরই মুখ পুড়বে। তাই কোনও ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। দিল্লি ছাড়াও হায়দরাবাদ, কলকাতা, মোহালি এবং মুম্বইয়ের স্টেডিয়াম উন্নয়নে প্রচুর টাকা খরচ করা হবে।বোর্ড সূত্রের খবর, দিল্লির জন্যে ১০০ কোটি, হায়দরাবাদের জন্য ১১৭.১৭ কোটি, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সের জন্য ১২৭.৪৭ কোটি, মোহালির জন্য ৭৯.৪৬ কোটি, ৭৮.৮২ কোটি মুম্বইয়ের জন্য বরাদ্দ হয়েছে।দেশের মোট ১২টি শহরে দেয় মাস ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা। মোট ৪৮টি ম্যাচ হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬এপ্রিলঃরবিবার, ২ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিষ্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৯শতকরা এবং ৩০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২২মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৪মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন।শুভ
বৃষভ রাশিঃ অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। আপনার উচিত মানসিক স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলা।
মিথুন রাশিঃব্যস্ত কাজের সূচী আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
কর্কট রাশিঃপারিবারিক চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। শুভদিন হতে পারে
সিংহ রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। সংসারে শান্তি আসবে
কন্যা রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। পরিশ্রমের বিকল্প
তুলা রাশিঃএকটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। সন্তান হতে পারে
বৃশ্চিক রাশিঃকাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। শুভ
ধনু রাশিঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে
মকর রাশিঃআপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন
কুম্ভ রাশিঃস্ত্রীর ব্যাপারে অযথা নাক গলাবেন না- তাতে স্ত্রী রুষ্ট হবে। এর থেকে বরং নিজের দিকে নজর দিন। সংসারে শুভ ।
মীন রাশিঃঅলীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনার উচিত পরিবারের প্রত্যাশামাফিক চলার জন্য কিছু করা। আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। পরিবারে কোন মহিলা সদস্যের স্বাস্থ্য দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে। আপনি আপনার

হাওড়ার কোনা হাই রোডের পর এবার কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, ফের উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ হাওড়ার কোনা হাই রোডের পর এবার কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। ফের উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা।

আটক এক ব্যক্তি। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার লিলুয়া থানার কোনা হাই রোডের পাশে একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ দুটি বিলাসবহুল গাড়ি ও তিনটি বাইক উদ্ধার করেছিল সিআইডি। এর রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার পয়লা বৈশাখের দিন সকালে হাওড়া সিটি পুলিশের নাকা চেকিংয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ গাঁজা। আটক গাড়ি চালক। শনিবার বাংলা নববর্ষের দিন সকালে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসের বেলেপোলের কাছ থেকে ওই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। দ্বিতীয় হুগলী সেতু ট্রাফিক গার্ডের অফিসাররা সন্দেহভাজন একটি গাড়িকে নাকা চেকিং চলার সময় বেলেপোলের কাছে আটকায়। ওই গাড়ি তল্লাশি করতেই সেখান থেকে প্রায় ৩৫ কেজির মতো গাঁজা উদ্ধার হয়। গাড়ি চালক বীরেন্দ্র রামকে ইতিমধ্যেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে বলে জানা গেছে। শনিবার সকালে ওই গাড়িটি হাওড়ার উলুবেড়িয়া থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। নাকা চেকিং চলার সময় ট্রাফিক গার্ডের অফিসাররা ওই গাড়িটিকে সন্দেহভাজন অবস্থায় বেলেপোল ক্রসিংয়ে দাঁড় করান। তখনই ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। এই গাঁজার প্যাকেট ওই ব্যক্তি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তার জন্য তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। বাংলা বছরের প্রথম দিনেই এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি নর্থ অনুপম সিং বলেন, আমাদের টার্গেট কোনওভাবেই গাঁজা, মদ, বেআইনি সাট্টা এলাকায় চলতে দেওয়া হবেনা। এরজন্য হাওড়া সিটি পুলিশের সব থানা এবং ট্রাফিকের পক্ষ থেকে নিয়মিত নাকা চেকিং করা হয়। এর পাশাপাশি হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও বেআইনি সাট্টা, গাঁজা, মদের ব্যাপারে নিয়মিত লক্ষ্য রাখেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাকা চেকিং করে এদিনও গাঁজা উদ্ধার হযেছে। এর আগে লিলুয়ার কোনা হাইরোডের গাঁজা উদ্ধারের কেসে সিআইডি তদন্ত করছে। তাদের সূত্রে খবর পেযেই অভিযান চালানো হয়। গাঁজা পাচারের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। সিআইডি পুরো বিষয়টি দেখছে এই ঘটনার সাথে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা। হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, প্রতিদিন হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং করা হয়। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে এদিন নাকা চেকিং করা হয়েছিল কোনা এক্সপ্রেসওয়ের বেলেপোলে। এরকম নাকা চেকিং চলবে।

সহকর্মী ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে রোদচশমা, ছাতা, জলের বোতল, ও.আর.এস তুলে দিলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, হাওনা, ১৫ এপ্রিল ঃ শহরে জুড়ে চলছে তীব্র দাবদাহ। সহকর্মী ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে রোদচশমা, ছাতা, জলের বোতল, ও.আর.এস তুলে দিলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার। শহর জুড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে চড়া রোদের মধ্যে ঘঃটার পর ঘঃটা কর্তব্যরত থাকেন ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। সহকর্মীদের সুস্থতার কথা মাথায় রেখে পয়লা বৈশাখ শনিবার সকলে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী ও.আর.এস, পানীয় জলের বোতল, রোদচশমা, ছাতা তুলে দেন কোনা ট্রাফিক পুলিশের কর্মরত কর্মীদের হাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি ট্রাফিক অর্ণব বিশ্বাস সহ হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তারা। কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী জানান, তীব্র গরমের কথা মাথায় রেখে এদিন এই কর্মসূচি পালন করা হল। কারণ এই প্রচন্ড গরমে পুলিশ কর্মীরা কর্তব্য পালন করছে। পাশাপাশি এদিন নগরপাল ঘোষনা করেন গত এক বছরে যে সব ট্রাফিক কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন ভাল কাজের নিরিখে সেই পুলিশ কর্মীদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিশ্ব শিল্পকলা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের দিনে বিশ্ব শিল্পকলা দিবস পালন করল দেশপ্রিয় পার্ক হেরিটেজ ক্লাব। শনিবার প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী ও সমীর আইচ হাতে রং তুলি নিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, তিনিও বিশ্ব শিল্পকলা দিবসের উপলক্ষে ক্যানভাসে ছবি এঁকে দিনটিকে বিশেষ ভাবে পালন করলেন। এদিন অতিথিদের হাতে সবুজায়ন এর বার্তা দিয়ে একটা করে গাছ তুলে দিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা বিধায়ক দেবাশিস কুমার। এদিন সমীর আইচ জানান যে একদিকে আজকে বাঙালিরা শুভ নববর্ষ পালন করছেন। অন্যদিকে শিল্পীরা আজকের দিনটিকে বিশ্ব শিল্পকলা দিবস হিসাবে পালন করছেন। এদিন দেশপ্রিয় পার্কে মিছিল করে আসেন শিল্পকলা প্রেমীরা। কৃষিমন্ত্রী বলেন, সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা শিল্পী সত্তা থাকে। ছোট বেলা আমরা স্কুলে আঁকতম। আজকেও এখানে ক্যানভাসে আঁকার চেষ্টা করেছি বলে জানান তিনি। এদিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিশ্ব শিল্পকলা দিবস পালিত হয় দেশপ্রিয় পার্কে। যেখানে বিভিন্ন কলাকুশলীদের ছবি দেখানো হয়। দেবাশিস কুমার জানান, দেশপ্রিয় পার্ক হেরিটেজ ক্লাবের উদ্যোগে আজকের দিনটিকে বিশ্ব শিল্পকলা হিসাবে পালন করা হয়েছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্ম দিবস উপলক্ষে আজকের দিনটি বিশ্ব শিল্পকলা দিবস হিসাবে সারা বিশ্ব জুড়ে পালিত হয়।

টুইটারে নববর্ষের শুভেচ্ছা সুকান্ত, শুভেন্দু, দিলীপ তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ১৫ এপ্রিল ঃ নয়া বঙ্গাব্দে মানুষকে শুভেচ্ছা নাতে টুইটারকেই বেছে নিলেন রাজ্যের কিছু শীর্ষ নেতা। বিভিন্ন উপাচারের মাঝে কুলো। এই ছবিসহ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইটারে লিখেছেন, এসো হে বৈশাখ এসো এসো' ১৪৩০ সাল ভালো কাটুক সবার। সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। অপর পোস্টে দলীয় কিছু নেতার সঙ্গে ছবি দিয়ে শুভেন্দুবাবু টুইটারে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এর শুভ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট রাজ্য নেতারা। নতুন বছর সবার জন্য সুখের বয়ে আনুক। স্বস্তিকা চিহ্ন দেওয়া কুলো, কলাপাতা, ঘট, পঞ্জিকা ও মিষ্টির ছবিসহ দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ টুইটারে লিখেছেন, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় টুইটারে লিখেছেন, শুভ নববর্ষ। ১৪৩০ বঙ্গাব্দ সকলের শুভ হোক, আনন্দে কাটুক।

সোনারপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার মানিকপুরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার ভোরে এই ঘটনা ঘটেছে । অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনারপুরের মানিকপুর এলাকার বাসিন্দা বছর আটান্নর অশোক দেবনাথ এবং তাঁর স্ত্রী মীনা দেবনাথ (৫৫)-এর বিয়ে হয়েছিল ৩৫ বছর আগে। প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাঁদের। তার পর বিয়ে করেন তাঁরা। তাঁদের এক পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। তাঁদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে কর্মসূত্রে থাকেন নিউটাউনে। প্রতিবেশীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার তাঁরা শেষ বার দেখতে পেয়েছিলেন মীনাকে। তার পর তাঁর সঙ্গে আর কারও দেখা হয়নি। প্রতিবেশীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন মীনা এবং অশোকের মধ্যে প্রবল অশান্তি হয়। এর পর শনিবার ভোরে বাড়ির পিছনে পাওয়া যায় মীনার দেহ। প্রতিবেশীদের ডেকে মীনার মৃত্যুর কথা জানান অশোকই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছয় পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, পিটিয়ে খুন করা হয়েছে মীনাকে।এনিয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি মোহিত মোল্লা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

গোলাবাড়ি থানার উদ্যোগে গত এক মাসে ৬৯টি মিসিং মোবাইল ফোন উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার উদ্যোগে গত এক মাসে ৬৯টি মিসিং মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তা তুলে দেওয়া হলো আসল মালিকদের হাতে। এক মাসে বিভিন্ন ঘটনায় মিসিং হয়ে গিয়েছিল এইসব মোবাইল ফোন। উদ্ধার করে সেগুলো যাচাইয়ের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। হাওড়া সিটি পুলিশের ফিরে পাওয়া প্রকল্পের অধীন এক কর্মসূচির মাধ্যমে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার উদ্যোগে এই সমস্ত ফোন এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়। শনিবার পয়লা বৈশাখ দুপুরে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি নর্থ অনুপম সিং, এসিপি নর্থ আবদুল গফফর, গোলাবাড়ি থানার আইসি সুদীপ সিংহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মূলত রাস্তায় বেরিয়ে ফোন হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা আকচারই ঘটে থাকে। এইসব ফোন উদ্ধার করে যাচাইয়ের পর সেই ফোনগুলো পুলিশের তরফ থেকে এদিন তাদের আসল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, হাওড়া সিটি পুলিশের অধীন বিভিন্ন থানাতেই বছরভর ফিরে পাওয়া প্রকল্পের অধীনে এরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। মিসিং ফোন উদ্ধার করে আসল মালিকদের হাতে সেগুলো তুলে দেওয়া হয়।

শনিবার পয়লা বৈশাখের সকালে রাস্তা উদ্বোধন করলেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ হাওড়ার জগাছায় রাস্তা উদ্বোধন ঘিরে শুক্রবার বিশৃঙ্খলার পর শনিবার পয়লা বৈশাখের দিন সকালে ওই রাস্তাই উদ্বোধন করলেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক। হাওড়ার জগাছা থানা এলাকার ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ায়। পরে শনিবার পয়লা বৈশাখের দিন সকালে ওই রাস্তার শুভ সূচনা করা হয়। জানা গেছে, ধাড়সা গভর্মেন্ট কলোনী এলাকায় একটি পুরানো রাস্তা নতুন করে সংস্কার করা হয় হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে। শুক্রবার বিকেলে রাস্তাটির উদ্বোধন করার কথা ছিল পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তীর। অভিযোগ, এলাকার কিছু মানুষ প্রথমে তাতে বাধা দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজনকে ধাক্কাধাক্কি করা হয় বলেও অভিযোগ। আরও অভিযোগ ছিঁড়ে দেওয়া হয় ব্যানার। বন্ধ করে দেওয়া হয় মাইক।ঘটনাস্থলে উত্তেজনা তৈরি হলে উদ্বোধন না করেই মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে যান পুরসভার চেয়ারম্যান। তবে, শুক্রবার ফিরে গেলেও শনিবার সকালে সেই রাস্তা উদ্বোধনে

আসেন চেয়ারম্যান ডা সুজয় চক্রবর্তী। ফের অশান্তি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে আসে জগাছা থানার পুলিশও। এরই মাঝে মাইক বেঁধে নতুন রাস্তার উদ্বোধনের ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান। তিনি জানান, কিছু দুস্কৃতি তাদের অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে ভেবেই উন্নয়নের স্বার্থে রাস্তা তৈরি করেছে পুরসভা। তবে কিছু মানুষের অভিযোগ তাদেরকে অন্ধকারে রেখে শুক্রবার রাস্তার উদ্বোধন করা হচ্ছিল। বিধায়ককেও জানানো হয়নি রাস্তা উদ্বোধনের কথা। তাই তারা প্রথমে ওই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বনজ সম্পদের উপর অধিকার কে স্বীকৃতি রাজ্যের

রাজ্য সরকার তপশিলি উপজাতি ও পরম্পরাগত ভাবে অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের বনজ সম্পদের উপর অধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই জন্যে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলায় এখনো পর্যন্ত ২৩৮ টি অরণ্য মৌজাকে রাজস্ব মৌজায় পরিবর্তন করা হয়েছে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই লক্ষ্যে ২২ হাজার ৮১৮টি অরণ্য পাট্টার স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বারুইপুরে খোঁজ মিলল ভুয়ো কল সেন্টারের, গ্রেফতার ৫

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের মল্লিকপুরে ভুয়ো কল সেন্টারের পর্দাফাঁস করল পুলিশ । ওই ভুয়ো কল সেঃটার রমরমিয়ে চলছিল বলে অভিযোগ। ভুয়ো কল সেন্টারের একটি বাড়ির দোতলার দু'টি ঘর থেকে মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার টোপ দেওয়া হতো। ফোন যেত সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত। ফর্ম পূরণের নাম করে জরুরি তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হত। গত কয়েক বছর ধরেই কল সেন্টারের নামে এই প্রতারণা চক্র চলছিল। শনিবার বারুইপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার পার্থ ঘোষ। তিনি জানান, বারুইপুর থানার অন্তর্গত মল্লিকপুরের পীরতলায় ওই ভুয়ো কল সেন্টারে অভিযান চালানো হয়। ধৃতদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক পাঁচটি কম্পিউটার, একাধিক সফ্টওয়্যার, মাউস এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর দোহাই দিয়ে ব্যবহৃত আমেরিকার একটি অ্যাপ এর সন্ধান মিলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি পোর্টালে বিভিন্ন নম্বর আপলোড করা হত। সেই নম্বরে কেউ যোগাযোগ করলে, স্থানীয় ভাষায় এবং সুরে কথা বলে প্রথমে আস্থা অর্জন করা হতো। তার পর ফর্ম পূরণের নামে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য আদায় করে নিতেন অভিযুক্তেরা। তার পর হাতিয়ে নেওয়া হতো টাকা। ধৃতরা প্রত্যেকেই মল্লিকপুরের বাসিন্দা। ওই ভুয়ো কল সেন্টারের ডিরেক্টর তথা মালিক পলাতক। পাশাপাশি এই চক্রের পিছনে আরও বেশ কয়েক জন রয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। এখনও দফায় দফায় তল্লাশি চলছে।

কলকাতায় জরুরি অবতরণ সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ মাঝআকাশে ওড়ার সময় আচমকাই বিমানের সামনের জানালায় চিড় দেখতে পেলেন পাইলট। যার জেরে তড়িঘড়ি কলকাতা বিমানবন্দরে নামানো হয় বিমানটিকে। ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার দুপুরে। সৌদি এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমানে মাঝআকাশে জানালায় চিড় দেখে সেটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে নামানোর সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। নিরাপদেই সেটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সৌদি এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো বিমানের জানালায় চিড় দেখে সেটিকে কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে নামানোর সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। দুপুর ১২.০২ মিনিট নাগাদ নিরাপদেই বিমানটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

পহেলা বৈশাখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও পরিবেশ বাঁচাতে শিবাজি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে পদযাত্রা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি।,১৫ এপ্রিল ঃ বর্ষ শেষ নতুন বছরের প্রথম দিনের সকাল ডাকিতে চাহিছে কুহু ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান পহেলা বৈশাখ সকালে উত্তরপাড়ার শিবাজী স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় হয় বিশাল পদযাত্রা। এই পদযাত্রায় শামিল হলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা থেকে শুরু করে তরুণ তরুণীরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছিলেন প্রবীণরা তারা পা মেলালেন তাই পয়লা বৈশাখ সকালে শিবাজী স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে এই পদযাত্রার সূচনা হয়। পদযাত্রাকে ঘিরে ছিল এলাকার মানুষের উৎসাহ এই পদযাত্রায় শামিল হয় পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে খোল হরতাল সহ সংগীতের মূর্ছনা ছিল ধামসা মাদল যেটা সাঁওতালদের প্রিয় সংগীত মানে বাদ্যযন্ত্র মিছিলে শামিল হয় সাঁওতাল রমণীরা মাথায় কলস নিয়ে সঙ্গে তালে তালে এই পদযাত্রায় পা মেলালেন কিছু রণপা সামনে ব্যানার হাতে পদযাত্রা শুরু হয় তাতে স্লোগান ছিল

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও পরিবেশ বাঁচাতে আপনারাও এই পদযাত্রায় শামিল হন। ভদ্রকালীর রাস্তায় রবীন্দ্র সংগীতের সাথে সাথে এই বিশাল পদযাত্রায় এগিয়ে শহর পরিক্রমা করে । পদযাত্রার আগে ক্লাব প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন হয় রংবেরঙের পোশাক পরিধান করে এইযাত্রায় যারা শামিল হয়েছিলেন খুব অসাধারণ লাগছিল রাস্তা দুই ধার দিয়ে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে দেখার মত শোনা যাচ্ছিল ব্যান্ড পার্টির মিষ্টি সুর।

প্রয়াত বীরেন্দ্র নাথ শ্রীবাস্তবকে শ্রদ্ধা নিবেদন

গোরখপুর, ১৫ এপ্রিলঃ শ্রী বীরেন্দ্র নাথ শ্রীবাস্তব, প্রাক্তন প্রধান বিজ্ঞাপন পরিদর্শক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুরের প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তার অফিস, ১৪ এপ্রিল, ২০২৩এ মারা গেছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। রাপ্তি নদীর তীরে গোরখপুরের রাজঘাটে ১৫ এপ্রিল, ২০২৩-এ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী শচীন শ্রীবাস্তব দ্বারা প্রজ্বলিত করা হ। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই বিবাহিত মেয়েসহ পুরো পরিবার রেখে গেছেন। ১৫ এপ্রিল, ২০২৩এ প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তার কার্যালয়ে আয়োজিত একটি শোক সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রয়াত বীরেন্দ্র নাথ শ্রীবাস্তবকে শ্রদ্ধা জানান।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় অস্ত্র সহ ধৃত এক রাজাপুর থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৫ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘন্ট প্রকাশ হল বলে। আর তার আগে জেলা জুড়ে পুলিশের অভিযান চলছে।সাফল্য ও আসছে।আর এবার পুলিশের তৎপরতায় অস্থ সহ ধৃত এক জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এ এস আই প্রবীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের রাজাপুর মালিপাড়ার বাড়ি থেকে অস্ত্রসহ এক দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতের নাম কাউরি চরন নস্কর (৩৭)।ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় গুলি ভর্তি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

হারানো পার্স উদ্ধার করে কমিউটারকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ ১৪.০৪.২০২৩ তারিখে মাস্টারদা সূর্য সেন স্টেশনে প্রায় ১২,০০ ঘটিকায়, একজন অন ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত চেক করার সময় প্ল্যাটফর্মে একটি পার্স খুঁজে পান। এই পার্সের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে, তিনি সাবধানে পরীক্ষা করার পরে এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে পার্সের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মানিব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১৪,০০ টায় একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে পার্সের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, উদ্ধারকৃত পার্সটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। হারানো পার্স উদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য যে মেট্রো চত্বরে যে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন যাত্রীদের সাহায্য করার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা সতর্ক থাকে। মেট্রোর কর্মীরা যাত্রীদের তাদের হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলি ফেরত পেতে বা জরুরী অবস্থায় তারতার পরিবারের সাথে বিচ্ছিন্ন সদস্যকে একত্রিত করতে সহায়তা করে।

হুগলিতে চাকরির নামে অভিনব প্রতারণার পর্দাফাঁস করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,১৫ এপ্রিল ঃ রাজ্য যখন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে তোলপাড় তখন হুগলিতে চাকরির নামে অভিনব প্রতারণার পর্দাফাঁস করল পুলিশ। ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করে চাকরিপ্রার্থীদের ব্যাঙ্কে চাকরির নামে প্রতারণা। শিক্ষিত প্রতারকদের কীর্তি জানতে পেরে পুলিশ আধিকারিকরাও অবাক হয়ে গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ত্রিবেনীর বাসিন্দা মনোজিৎ সাউ গত ১ই ফেব্রুয়ারী মগড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানিয়েছেন, একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি নামে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। মনোজিৎ ও তাঁর স্ত্রী প্রতারিত হয়েছেন বলে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নদিয়া জেলার রানাঘাট থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম চন্দন রায়,সৌগত বৈরাগী,অর্নব বিশ্বাস, সৈকত গঙ্গোপাধ্যায় ও সঞ্জয় দাস। ধৃতদের প্রত্যেকেই রানাঘাটের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে আটটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, নগদ ৪০ হাজার টাকা এবং বেশ কিছু নথি উদ্ধার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে শুক্রবার তাঁদের আদালতে পেশ করা হয়। শুনানির পর আদালত তাঁদের ছয়দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। হুগলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌমদ্বীপ ভট্টাচার্য শনিবার মগড়া থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, এই চাকরি প্রতারণা চক্র আগেও একবার কলকাতা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। ধৃতদের মধ্যে সুজয় দাস কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করেছে। প্রতারণার জন্য টপ মডেলের আইফোন ব্যবহার করা হত। বেসরকারি ব্যাঙ্কের ভুয়ো ওয়েব সাইট তৈরি করে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে জাল ছড়িয়ে সেখান থেকে শিকার ধরত অপরাধীরা। পুলিশ সুপার আরও বলেন, ফর্ম ফিলাপের জন্য প্রথমে অল্প এবং তারপর রেজিস্ট্রেশনের নামে কয়েক হাজার টাকা চাকরিপ্রার্থীদের থেকে নেওয়া হত। তারপর চাকরির নিয়োগ পত্র দেওয়ার নাম করে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত। মূলত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনলাইনে এই প্রতারনা চক্র ফেঁদে বসেছিল অভিযুক্তরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের থেকে আরও অনেকের নামের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গেও তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এই তদন্তে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সাইবার সেল সাহায্য করেছে। গত এক মাসে সাইবার প্রতারণার ৩০ লাখ টাকা উদ্ধার ও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ।

সীমান্তে আটক ২.৭ লাখ টাকার মাছের ডিম, গ্রেফতার পাচারকারী

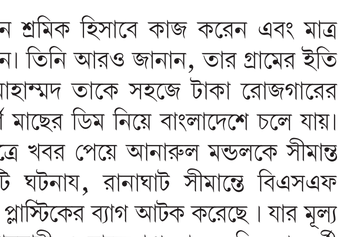

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের মধুপুর এবং রানাঘাট ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বর্ডারে ২.৭ লাখ টাকার মাছের ডিম সহ আটক পাচারাকীর। বাজেয়াপ্ত মাছের ডিমের বাজার মূল্য দেড় লাখ টাকা। ধৃত পাচারকারীর নাম আনারুল মন্ডল। ধৃত আনারুল বলেন, তিনি কেরালায় একজন শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন এবং মাত্র ১৫ দিন আগে গ্রামে এসেছিলেন। তিনি আরও জানান, তার গ্রামের ইতি মন্ডল, সমীম মন্ডল ও নূর মোহাম্মদ তাকে সহজে টাকা রোজগারের প্রলোভন দেয়। তাদের পরামর্শে মাছের ডিম নিয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। এরপরেই বিএসএফ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আনারুল মন্ডলকে সীমান্ত থেকে আটক করে। আরেকটি ঘটনায়, রানাঘাট সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা মাছের ডিমের আটটি প্লাস্টিকের ব্যাগ আটক করেছে । যার মূল্য ১.২০ লক্ষ টাকা। ধৃত চোরাকারবারী ও বাজেয়াপ্ত মাছের ডিম পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩৫ সংখ্যা, রবিবার, ২ বৈশাখ ১৪৩০

জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে পাকিস্তান!

সম্পাদকীয় ১

কাশ্মীর সীমান্তে বারবার পাকিস্তান সেনারা হামলা করে এসেছে। কাশ্মীরে জঙ্গী পাঠিয়ে সেখানকার পরিবেশকে বিষাক্ত করেছে। এমনকী একটি সময়ে কাশ্মীরের রাজনীতির মধ্যে পাকিস্তান অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের কাশ্মীরে পাকিস্তান দিবস পালন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিত পাকিস্তান। সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে অর্থ থেকে শুরু করে অস্ত্রদেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল পাকিস্তান। গোটা কাশ্মীরের প্রশাসন একটি সময়ে পাক মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। সেটা এখন একেবারে দমন করে দিয়েছে মোদি সরকার। মোদি সরকার এসেই কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ফলে পাকিস্তান আর কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলতে পারছে না। পাকিস্তানের বিদেশ নীতি ছিল শুধু মাত্র কাশ্মীর। কাশ্মীরকে সামনে রেখে দিয়ে পাকিস্তান একটি সময়ে আন্তর্জাতিক দরবার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো। এমনকী পাকিস্তান ভারত দ্বারা আক্রান্ত এই অজুহাত খাড়া করে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মহল থেকে বহু টাকা তুলেছে। সেই সব পরবর্তীকালে ভুয়োতে পরিণত হওয়ার ফলে এখন আর আন্তর্জাতিক মহল থেকে কোনও রকম সাহায্য পাচ্ছে না। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল আমেরিকা। সেই আমেরিকা এখন পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল। সেই সময়ে রাশিয়া ভারতের পাশে থাকার ফলে আমেরিকা কোনও রকমভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু বরাবরই পাকিস্তান চেষ্টা করেছে বৃহৎ শক্তিকে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে। সেটা সম্ভব হয়নি বলে আজকে পাকিস্তান বেশ ক্ষিপ্ত। চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার পিছনে পাকিস্তানের আইএসআই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। লাদাখ এবং অরুণাচল সীমান্তে যে সব সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে তার পিছনে মদত দিচ্ছে পাকিস্তানের আইএসআই। তারা চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনকে দিয়ে ভারতকে ঠাণ্ডা করার কৌশল অবলম্বন কবার চেষ্টা করছে। চিন কোনও রকমভাবে ভারত আক্রমন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। কিন্তু যেভাবে পাকিস্তানের আইএসআই চিনকে ভারত বিরোধিতা করতে উৎসাহিত করছে তাতে আগামি দিনে ভারত-চিন কূটনীতি কোনও অবস্থায় থাকে সেটা চিন্তার বিষয়। বর্তমান মোদি সরকার জানে পাকিস্তান নামক দেশটা যতদিন মানচিত্রে থাকবে ততদিন ভারতকে বিরক্ত করতে থাকবে। ভারতকে নিশ্চিতভাবে বসবাস করতে গেলে পাকিস্তানের শক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ভারত পাকিস্তানকে বন্ধু রাষ্ট্র বলে ভাবতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কাশ্মীর ইস্যু। ভারতে কাশ্মীর অন্তর্ভুক্তি সময়েই পাক সেনারা হঠাৎ করে কাশ্মীর আক্রমণ করে বেশ কিছুটা দখল করে নিয়েছিল। কাশ্মীর ভারতের অংশ হিসাবে পরিগণিত না হতে পারে তার জন্য তারা চিরকালই চক্রান্ত করে এসেছে। কাশ্মীরে জঙ্গিদের আর্থিক সহায়তা করা ছাড়া তাদেরকে অস্ত্র দেওয়া থেকে শুরু করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে দিয়েছিল। কাশ্মীরটাকে ভারতে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এই সব কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে পাকিস্তান প্রশাসন। ভারতের সঙ্গে বারবার সম্মুখ সময়ে উপস্থিত হলে পাকিস্তান জিততে পারেনি।

পাকবিরোধী বালুচরা ভারতের স্বীকৃতি চায়

সম্পাদকীয় ২

এদিকে বালুচিস্তানে পাক সেনা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন করিমা। ২০১৫ সালে বিবিসি তাঁকে প্রভাবশালী একশো জনের মধ্যে স্থান দিয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন, ‘আপনাকে নিজের দাদা বলে মনে করি। ছোট বোন হিসাবে চাইছি বালুচিস্তানে পাক সেনার গণহত্যা, লাগাতার যুদ্ধাপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরুন।’ গত বছরই তিনি ইমরান খানের নৃশংসতার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। বরাবর স্বাধীন বালুচিস্তানের দাবিতে সরব সেই খ্যাতনামা সমাজকর্মী করিমা বালোচের রহস্যজনক মৃত্যু হল কানাডায়। অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের দিকেই। তাদের নেত্রী এমন রহস্যজনক মৃত্যুতে চল্লিশ দিন শোকপালনের কথা ঘোষণা করেছে স্বাধীন বালুচিস্তানের আন্দোলনরত ‘বালোচ ন্যাশনাল মুভমেন্ট’। বালোচ নেতা নেত্রীদের দাবি আইএসআইকে দিয়ে রীতিমতো ছক কষে তাকে মেরে ফেলেছে পাকিস্তান সরকার। কানাডার মাটিতে আইএসআই কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করতে আর্জি জানিয়েছে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জ্যাস্টিন ট্রুডোকে। করিমা বালুচিস্তান স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (আজাদ) এর হাত ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনকে পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। সংগঠনের প্রথম চেয়ারপার্সন ছিলেন করিমা। দেশ ছাড়লেও করিমা লড়াই ছেড়ে দেননি। কানাডার শরনার্থী হয়ে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন, ‘অত্যাচার চালাচ্ছে সরকার। এখানে কত ভাইবোন আলাদা হয়ে গিয়েছেন, তার কোনও হিসাব নেই। বহু বোন এখন তাদের ভাইদের ফেরার অপেক্ষা করেন। দয়া করে আপনি বালুচিস্তানকে দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করুন।।’ তারপরেই করিমার রহস্যজনক মৃতু। এর পিছনে পাকিস্তানের হাত রয়েছে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এ ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি এখন দেখছেন পাকিস্তান ক্রমশ ভিখারি দেশে পরিণত হচ্ছে।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠ হচ্ছে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। সেখানে সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধক ছিলেন। তারাপীঠ এক সময়ে গভীর জঙ্গলে পরিণত ছিল। ভয়ে সেকানে কোনও লোকেরা যেত না। সাধক বামাক্ষ্যাপা সেখানে থাকতেন তন্ত্র সাধনা করতে। শব সাধনা করতেন। তিনি পরে তন্ত্র সাধনার পথকে ত্যাগ করে কালী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন। মা কালীর পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। মানব শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিতকরে আপন অধিকার সঞ্চয় করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে মানব সেবার কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে।

শতবর্ষের আলোকে প্রেমিক বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

রবীন্দ্র কুমার শীল

বিপ্লবীরা কি প্রেমিক হতে পারে তা নিয়ে বহু মানুষ অবাক হয়ে যান। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিপ্লবীদের খাতায় নাম লিখিয়েছে বলেই কি তারা প্রেম করতে পারে না কোনও মহিলার সঙ্গে? নিশ্চয় পারে। সেই কারণে বলা হচ্ছে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তকে প্রেমিক উল্লাসকর দত্ত বলার কারণ যথেষ্ট রয়েছে। তিনি যেমন একদিকে দেশপ্রেমিক ছিলেন আবার তিনি মানব প্রেমিকও ছিলেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি যখন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করলেন তখন দেশনেতা বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁর বোন লীলা পালকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। সেই ভালোবাসা গোপন থাকেনি। প্রকাশ পেতেই বিপিনচন্দ্র পাল এই ভালোবাসার প্রধান কাঁটা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মনে প্রাণে চাইতেন না উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে তাঁর বোনের বিবাহ হোক। মুখে কিছু না বললেও বোনকে উল্লাসকর দত্তের কাছ থেকে বোনকে দূরে সরিয়ে রাখার তিনি সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করতে থাকেন। উল্লাসকর দত্তের মতো একজন বেচাল ছেলেকে বোন বিবাহ করবে সেটা কল্পনা করতে পারেননি বিপিনচন্দ্র পাল। তখন স্বদেশি আদোলনের অন্যতম সেরা নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র। তিনি ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা সম্পাদক। পরে অরবিন্দ এই পত্রিকার সম্পাদক হন। বোন লীলা পালের সঙ্গে উল্লাসকর দত্তের বিবাহ দিতে তিনি অসম্মত ছিলেন। আবার উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে লীলা পালের প্রেম গভীরে গিয়ে উপস্থিত। কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারছে না। দাদা বিপিন চন্দ্র পালের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন বোন লীলা। তিনি দাদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে বিপিনচন্দ্র পাল মুখ বুঁজে থাকতেন আর সুযোগ খোঁজার অপেক্ষা করতেন। কীভাবে উল্লাসের সঙ্গে লালী প্রেমে ভাঙন ধরাতে পারে তার পথ খুঁজতে থাকেন তিনি। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা সমানে ছিল না দাদা বিপিন পালের। প্রতিদিন নয়, সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন করে উল্লাসকর তাঁর প্রেমিকা লীলার সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতেন। সেই খবরও রাখতেন বিপিন পাল। সুযোগ এসে উপস্থিত হল। ১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি মজফফরপরে উপস্থিত হয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। পুলিশের হাতে সেখানে ক্ষুদিরাম ধরা পরলেন এবং প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করলেন। ১৯০৮ সালের ২ মে কলকাতা জুড়ে ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে শুরু করলো। তখন উল্লাসকর দত্ত ছিলেন মানিকতলার মুমারি পুকুর বাগানে। সেখানে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সঙ্গে উল্লাসকর দত্তকেও গ্রেফতার করে পুলিশ আলিপুর আদালতে তুললে বিচারপতি অভিযুক্ত বিপ্লবীদের আলিপুর কারাগারে রাখার ব্যবস্থা করেন। এক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। ১৯০৯ সালে ৬ মে বিচারপতি চার্লস পোর্টেন বিচক্রফট্ চূড়ান্ত রায় দিয়ে অভিযুক্তদের শাস্তি প্রদান করেছিলেন। সেই রায় দেওয়ার সময়ে বিচারপতি বিচক্রফট্ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে ফাঁসির আসামি উল্লাসকর দত্ত এজলাসে দাঁড়িয়ে বিচারপতি বিচক্রফটের কাছে অনুরোধ করেন তাঁকে একটি রবি ঠাকুরের গান গাইতে অনুমতি দেওয়া হোক। বিচারপতি বিচক্রফট এক মিনিট সময় নিয়েছিলেন আদালত কক্ষে গান গাইতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া সম্ভব কিনা। উল্লাসকর দত্ত ফাঁসির আসামি। তাঁর কথাকে তো রাখতে হবেই। বিচারপতি উল্লাসকরকে গান গাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তার আগে বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কার গান গাইবেন। অভিযুক্ত বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত বলেছিলেন রবি ঠাকুরের গান। রবীঃদ্রনাথতখনও নোবেল পাননি বা বিশ্ব কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। রবি ঠাকুরের গান ‘‘স্বার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে’’। উদাত্ত কণ্ঠে গান পরিবেশন করেছিলেন উল্লাসকর দত্ত এজলাসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পরের দিন ‘দ্য বেঙ্গলী পত্রিকা’কে প্রথম পাতা জুড়ে খবর হলো। গানটি যখন গাইতে যখন শুরু করেছিলেন ফাঁসির আসামি বিপ্লবী উল্লাশকর দত্ত তখন সারা আদালতসহ বাইরে অজস্র লোক চুপ করে এটেনশন মুড়ে দাঁড়িয়েছিল। কেউই একটি কথাও বলেনি। নিস্তব্ধ চারিদিক। একমাত্র গানের শব্দটি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। আদালতে ভিতরে এবং বাইরে যাঁরাই উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই গানটি ভালোভাবে শুনেছিলেন। পরে অবশ্য উচ্চ আদালতে ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করলে সেখানে দুই বারীন ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের দ্বীপান্তর হয়েছিল। সেই সময়ে কারাগারে দেখার করেছিলেন লীলা পাল। বিপিন চন্দ্র পাল এ ব্যাপারেও আপত্তি করেছিলেন। তিনি চাইছিলেন না আসামি উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে বোনের আবার দেখা হোক। কারাগারে উভয়ের দেখা হলে সেখানে উল্লাসকরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লীলা যে তাঁর জন্য তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন। ১২ ডিসেম্বর ১৯০৮ সালে উল্লাসকর দত্ত, বারীন ঘোষ সহ আভিযুক্ত বিপ্লবীদের খিদিরপুর জাহাজঘাট থেকে ‘এসএস মহারাজ’-এ করে আন্দামান নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উল্লাসকর আন্দামানে জেলার এবং কারাগার প্রহরীদের অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। উন্মাদরোগগ্রস্ত উল্লাসকর আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলেন। আন্দামান থেকে মাদ্রাজ উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। ১৯২০ সালের ৩ জুন তাঁকে কারাদণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি প্রেমিকা লীলা পালকে খুঁজতে শুরু করেন। কোথায় গেল তাঁর লীলা? খোঁজা শুরু করলেন। হঠাৎ করে খবর পেলেন লীলা বিধবা হয়ে গিয়েছে। আন্দামানে উল্লাসকর দত্তের থাকার সময়েই বিপিন চন্দ্র পাল বোন লীলাকে ভুল বুঝিয়ে বলেছিলেন উল্লাসকর উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। লীলাকে ভুল বুঝিয়ে বিবাহ দিয়েছিলেন অন্য জনের সঙ্গে তাঁর ভাই বিপিন চন্দ্র। লীলার সেই স্বামী প্রয়াত হন। সেই বিধবা লীলা পালকে বিবাহ করে কথা রেখেছিলেন উল্লাসকর দত্ত। লীলাকে বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি। তারপরে তাঁদের থাকার জায়গার খুবই অভাব। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে সিড়িঁর তলায় তাঁদের থাকার জায়গা হয়েছিল। স্ত্রী লীলা খুব গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে আর পিজি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে প্রতিদিন স্ত্রীকে দেখতে যেতেন উল্লাসকর। ব্রাহ্ম সমাজ থেকে যাতায়াতের ভাড়া পেতেন স্ত্রীকে দেখতে যাওয়ার জন্য। সেই পয়সা দিয়ে অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ফল কিনে প্রতিদিন পায়ে হেঁটে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট (এখন বিধান সরণি) থেকে পিজি হাসতাপালে দেখতে যেতেন স্ত্রীকে। ওষুধ পথ্য কেনার পয়সা ছিল না। কারোর কারোর দানের ওপরে নির্ভর করে তাঁদের দিন অতিবাহিত হতো। খানিকটা সুস্থ হলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শিলচরে চলে যান। সেখানে এই মহান বিপ্লবী ১৭ মে ১৯৬৫ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ১৬ এপ্রিল ১৮৮৫ সালে কালিকাছা গ্রামে। তিনি কারাজীবন নামে একটি বই লিখে গিয়েছিলেন। সেই বইটিতে তাঁরা কারাজীবন সম্পর্কে বহু অজানা কথা লেখা রয়েছে।

আফগান নারী স্বাধীনতা না দিলে স্বীকৃতি নয়

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেছেন, আফগানে মানবাধিকার বিরোধী কাকর্ম চলতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, তালিবান মুখে কি বলছে তা শুধু শুনছি এমন নয়। তারা কী কী কাজ করছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনাও করা হচ্ছে। আফগান সাংবাদিক, বিচারক, আইনজীবী, সমাজকর্মী এবং মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত আমেরিকা সহ পশ্চিমের দেশগুলো। তবে আফগানের জঙ্গিদের কার্যকলাপ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না আমেরিকা। পেন্টাগণ প্রেস সচিব জন কিরবি জানিয়েছেন, সন্ত্রাস দমনে এয়ার স্ট্রাইক নিয়ে তালিবাদের সঙ্গে কথা চালানোর কোনও প্রয়োজন দেখতে না আমেরিকা। আকাশ পথে হামলা আর থাকবে না বলে আমেরিকা জানিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ নিয়ে তালিবান কারাপ্রধান তুরাবির বলেছেন, আমার ওদের দেশের আইন নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওরা কেন আমাদের আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। যদিও মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এদিন জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের নতুন সরকারকে মান্যতা দেওয়ার কথা ভাবছে না। নিউ ইয়র্কে সাধারণ অধিবশনে সভায় তিনি বলেছেন, তালিবান সরকারকে আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে স্বীকৃতি

দেওয়ার ভাবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এখনও। তালিবান বিদেশ মন্ত্রী আমির খান মুস্তাকি ঘোষণা দিয়েছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে তালিবান মুখপাত্র হিসাবে সুহেল শাহিনকে দূত হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি এটাও জানান, গুলাম ইশাকজাইকে বহিস্কার করা হয়েছে। যদিও শাহিনকে স্বীকৃতি দেবে কি না রাষ্ট্রপুঞ্জ সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার একেবারে মত নেই সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী। ফলে তালিবান সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনই মিলছে না। আফগান সরকারকে স্বীকৃতি দেবে কিনা রাষ্ট্রপুঞ্জ তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ক্রিডেনশিয়ালস কমিটি। এই কমিটির নয়জন সদস্যের মধ্যে রাশিয়া একজন। অন্য সদস্যের মধ্যে রয়েছে চিন এবং আমেরিকা। চিন তালিবানদের হয়ে কথা বললওে আমেরিকা মানবাধিকার ভঙ্গ করা নিয়ে চিন্তিত। এই নিয়ে শীঘ্রই সামগ্রিক ভাবে বৈঠক করার কথা রয়েছে কমিটির। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তেনিয়ো গুতেরেস অবশ্য বলেছেন, তালিবানদের উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যথাযথ সরকার গঠন করা। মানবাধিকার এবং মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তালিবান সরকারকে। চলতি মাসের গোড়ায় কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের প্রবেশাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মহিলাদের শিক্ষার অধিকার এবং স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে যে সব মহিলা কাজ করছিলেন তাদেরকে ঘরে বসে থাকতে বলেছে তালিবান সরকার। তালিবান শাসনের বিরুদ্ধে মহিলা জমায়েত হতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের সকলের হাতে ছিল তালিবান বিরোধী পতাকা। ভারত সরকারের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা তালিবান সরকার থেকে বলা হয়েছিল। ভারত সরকার যদি মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছে আফগানেষসেখানকার বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে বারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করের কথাও হয়েছে। তবুও বারত বলেছেন তালিবানদের স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এখনও এসে উপস্থিত হয়নি। তালিবান সরকার যতদিন না আন্তর্জাতিক আইন মেনে কাজ না করছে ততদিন কিন্তু ভারত সরকার তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেবে না।

হেরিটেজ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (ভারত সভা)

জাতীয় সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একাগ্র বিশ্বাস নিয়ে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), মনমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬), কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬), বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-১৯৩২), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮) রজনী কান্ত সেন (১৮৪৯-১৯০০) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬) প্রমুখ ছিলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। মাত্র সত্তর জন্য সভ্যদের নিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রথমে দেখা দিয়েছিল জনমত প্রচারের মুখপত্র হিসাবে। রাজনৈতিক চেতনা এবং সংস্কৃতি শিক্ষা বিতরণের উৎসকেন্দ্র হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হতে থাকে। তারপর থেকে বহুমুখী কর্মযজ্ঞে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলো এই প্রতিষ্ঠান। সিভিল পরীক্ষার্থীদের বয়স কমিয়ে একুশ থেকে উনিশে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন লর্ড সেলিসবেরি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে প্রথম প্রতিবাদ সভা বসেছিল টাউন হলে। ১৮৭৯-৮০ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে খ্যাতনামা বাগ্মী লালমোহন ঘোষ (১৮৪৯-১৯০৯) স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। সেখানে প্রেস অ্যাক্ট, ইলবার্ট বিল, ভারতীয় জুরি নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে এবং সে দেশের জনগণের সমানে ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে ছিলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স এর প্রথম নিয়ামক ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় প্রথম জাতীয় অধিবেশন বসে অ্যালবার্ট হলে। মুম্বই, চেন্নাই এবং সমগ্র উত্তর ভারত থেকে প্রতিনিধিরা এতে অংশ গ্রহণ

করেছিলেন। ভারতপ্রেমী উইলফ্রেড গ্র্যান্ট, সিমুডকি প্রমুখ ইংরেজ এই সভায় যোগদান করেছিলেন। কলেজ স্ট্রিটের ভাঙা বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে। আজকে যেখানে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সেটা আগে ছিল এক ফিরিঙ্গি মহিলার বাড়ি। সেই বাড়ি ক্রয় করলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০১ সালে। ক্রয় করার সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে আরও পনেরো হাজার টাকার প্রয়োজন রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ ভিজিয়ানার মহারাজাকে দুই হাজার টাকা পাঠানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু মহারাজা পুরো পনেরো হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। ১৯০৭ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় বরিশালে ‘বাংলা প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অধিবেশন থেকে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানার সংকল্প গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, আব্দুল রসুল প্রমুখ। সেদিন এই শোভাযাত্রার ওপরে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশনের ছোট বাড়ি ভেঙে ১৯১৫ সালে বড় প্রসাদ আকারে বাড়ি নির্মিত করা হয়েছিল। অম্বিকাচরণ মজুমদারকে (১৮৫১-১৯২২) পাশে দাঁড় করিয়ে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন-‘‘এই প্রতিষ্ঠান যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই জীবিত আছি এখনও। এমনদিন খুব সুদূর নয়, যেদিন আমিও তাঁদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে মিলিত হব যেখানের থেকে কোনওদিন কেই আর ফিরে আসে না..। আমার কাছে এ এক অভূতপূর্ব আনন্দের ব্যাপার যে আমরা এমন একটা অপরূপ বাড়ি নিজেদের জন্য পেয়েছি।’’ আজকে সেই হেরিজেট বাড়িটি বিপন্ন হতে শুরু করে দিয়েছে। একে রক্ষা করা প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য।

পূর্বস্থলীর নাদনঘাটে সম্প্রীতির পদযাত্রায় উপস্থিত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৫ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলীর নাদনঘাট দাসপাড়া কালী মন্দির থেকে নাদনঘাট মাদ্রাসা ইসলামিয়া হাসানিয়া পর্যন্ত সম্প্রীতির

পদযাত্রা করলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ধর্মের নামে সুড়সুড়ি দিয়ে ভাই ভাই হিন্দু - মুসলমানকে কখনো ভাগ করা যাবে না, ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস এই ভারতে বহু ভাষা ভাষীর মানুষের বসবাস এখানে তাই সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকবে এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, ধর্মের নামে যারা সুড়সুড়ি দিয়ে দাঙ্গা বাড়াতে যায় মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়াতে চাই তাদেরকে পরিত্যাগ করুন এমনই বলেন রাজ্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পূর্বস্থলী মানুষের নয়নের মনি তাদের এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ নববর্ষের দিনই হিন্দু- মুসলমান সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বার্ধক্য বয়সে তার উপর প্রচন্ড দাবদাহ গরমে পায়ে হেঁটে সম্প্রীতির পদযাত্রায় করলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

পারিবারিক সম্পত্তির জেরে মৃত্যু দাদার আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ভাই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইকে কুপিয়ে গলায় দড়ি দিল দাদা। ঘটনার জেরে নববর্ষের সকালে শিলিগুড়ির ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাচক্র কলোনী এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে বেশ কয়েক বছর যাবৎ বিবাদ চলছিল। এক বাড়িতে থাকলেও বিবাদের জেরে দুই ভাইয়ের মধ্যে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বিবাদের জেরে যে দাদা তাঁর ভাইয়ের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে চড়াও হবেন এবং পরে অনুতাপে আত্মহননের পথ বেছে নেবেন তা হয়তো কেউ কল্পনা করেনি। ঘটনায় সাহেব ঘোষ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ভক্তিনগর থানার পুলিশ যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। অপরদিকে, ওই যুবকের ভাই ছোটন ঘোষ গুরুতর জখম অবস্থায় সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ভোররাতে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ সেই সময় ভোজালি নিয়ে সাহেব তাঁর ভাই ছোটনের ওপর চড়াও হয়। অভিযোগ সাহেব একাধিকবার ভোজালি দিয়ে ভাইয়ের পেটে আঘাত করে। যার জেরে ছোটনের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ভোররাতেই ছোটনকে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থেকে পরে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। যখন ছোটনকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা ব্যস্ত হয়ে পরেন, সেই সময় সাহবে তিন তলার ঘরে গিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে ঢুকে যায়। সেই সময় সাহেবের স্ত্রী দরজা খোলার কথা বললেও কোনও সাড়াশব্দ মিলছিল না। এরপরই দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করলে সাহেবের ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে।

মেদিনীপুরে সিবিআই, গোপাল দলপতির পৈতৃক বাড়িতে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের পর এবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে সিবিআই হানা। শনিবার সকালে নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ানো গোপাল দলপতির পৈতৃক বাড়িতে যান আধিকারিকরা। গোপালের বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তাঁরা। ঘণ্টাদুয়েক পর ভূপতিনগর থেকে বেরিয়ে যান সিবিআই আধিকারিকরা। বেহালায় গোপাল ও হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটেও যান তাঁরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর দুই ব্লকের গড়বাড়ি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের খিরিশবাড়ি গ্রামে রয়েছে গোপাল দলপতির আদি বাড়ি। গোপালের গ্রামের বাড়িতে মা লক্ষ্মী ছাড়া কেউ থাকেন না। শিবরাত্রির সময় শেষবার ভূপতিনগরের পৈতৃক বাড়িতে যান গোপাল। তারপর গোপালের মায়ের কাছে একজন আসেন। একটি চিঠি দিয়ে যান। ওই চিঠি পরে এসে নিয়ে যান গোপাল। তাতে কী লেখা ছিল, তা জানতে গোপালের মাকে জেরা করেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, হুগলির ধৃত যুবনেতা কুন্তল ঘোষের মুখে তাপস মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছিল গোপাল দলপতির নামও। কুন্তলের দাবি ছিল, তিনি গোপালকে বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়েছেন। যদিও গোপাল ইডির কাছে তা অস্বীকার করেন। গোপাল নাম ভাঁড়িয়ে পরিচয় গোপন করে। আদালতে গিয়ে এফিডেফিট করে 'আরমান গঙ্গোপাধ্যায়' নাম নেন। সেই নামে কাপড়ের ব্যবসা খোলেন। গোপাল দলপতি ও মানিক ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল আসলে পূর্ব মেদিনীপুরের একই এলাকার বাসিন্দা। তদন্তকারীদের দাবি, প্রথমে 'আরমান' নামে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলেও তা ভাল চলছিল না। তাই তাপস মণ্ডলের শরণাপন্ন হন গোপাল। গোপাল তাঁকে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলতে বলেন।

১ লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি প্রেমীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ির সমস্ত স্তরের সংস্কৃতিপ্রেমি মানুষেরা মিলে সৌহার্দ্য যাত্রার আয়োজন করেন শহরে। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ির দিশারি মোড় থেকে বেরিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রা। অসংখ্য মহিলা, পুরুষ ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে শোভাযাত্রায়। নতুন বছরে এই শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সমস্ত স্তরের মানুষকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। বাংলার বিভাজনের বিরুদ্ধে সকলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান জলপাইগুড়ির সংস্কৃতিপ্রেমি মানুষেরা। মানুষের মধ্যে সম্প্রতি গড়ে তোলাই এই উৎসব ও শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মহলের শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমি ব্যক্তিদের নিয়ে এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে থানা মোড়ে এসে শেষ হয়।

মালদাতে ও বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড দাবদাহে নাজেহাল সকলেই, মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতে ও বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচন্ড দাবদাহে নাজেহাল আট থেকে আশি সকলেই। এই প্রচন্ড দাবদাহে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত মিল্কির আট গামা নরহরপুর গ্রামে। মৃতদেহ আনা হলো সিভিক ভলেন্টিয়ারের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম পান্ডব মন্ডল বয়স (৩৭)বছর। পরিবারের রয়েছে স্ত্রী নিরুপমা মন্ডল। পান্ডব মন্ডল মালদা পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন তিনি। আজ নববর্ষ উপলক্ষ্যে কাজের ছুটি নিয়েছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। পরিবার সূত্রে আরও জানা যায় ছুটির দিন হিসেবে চাকরির পাশাপাশি চাষাবাদের কাজ করতেন পান্ডব মন্ডল নামে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। আজ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই নিজের জমিতে গিয়েছিল দেখাশোনা করতে। তার পরেই প্রচন্ড গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মিল্কি স্থানীয় হাসপাতালে। সেইখান থেকে কর্মরত চিকিৎসকেরা অবস্থার অবনতি হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে পাণ্ডব মন্ডলকে। মেডিকেল কলেজে আনার পরেই জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকেরা ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। এই খবর পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েন সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। সিভিক ভলেন্টিয়ারের এক ভাই জানান আমার দাদা সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে তার ডিউটি ছিল মালদা পুলিশ লাইনে। আজ নববর্ষ উপলক্ষে আমার দাদার ছুটি ছিল। আর এই ছুটির দিনেই দাদা আমাদের জমিতে দেখাশোনা করতে গিয়েছিল। সেখানেই প্রচন্ড গরমের কারণে দাদা অসুস্থবোধ করে তড়িঘড়ি দাদাকে উদ্ধার করে প্রথমে মিল্কি হাসপাতালে আমরা নিয়ে যাই। সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা দাদাকে মৃত বলে ঘোষণা করে আমার দাদাকে। আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার দাদার মৃত্যুর হওয়াই পরিবারকে একটি সরকারি চাকরির দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ আমার দাদা পরিবারের একমাত্র উপার্জনের দিক ছিল। কারণ সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ করে আমাদের সংসার চলত না বলে আমার দাদা চাষাবাদ করতো।

নিয়োগ দুর্নীতিতে 'কালেকশন এজেন্ট' হিসেবে কাজ করতেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই মণ্ডল

দুরন্ত বার্তা, নবগ্রাম, ১৫ এপ্রিল ঃ সিবিআইয়ের নজরে বড়ঞা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তাঁর বাড়িতে তল্লাশির সময় তিনি তাঁর মোবাইল ফেলে দিয়েছেন বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে। সেই পুকুর থেকে মোবাইল উদ্ধারের চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। এর পাশাপাশি ইডি সূত্রে আরও একটি খবর উঠে আসছে। সেটি হল, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'কালেকশন এজেন্ট' হিসেবে কাজ করতেন তৃণমূলের অন্য এক বিধায়ক। সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই খবরের কোনও সত্যতা নেই বলে দাবি করছেন নবগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক কানাই মণ্ডল। তাঁর দাবি, এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে আমরা অনেক খবরই দেখছি। সিবিআই- ইডি তদন্ত করছে। তারা তদন্ত করুক আমি চাই। সংবাদমাধ্যমে জেনেছি আমার নামও এতে জড়িয়েছে। এসব সম্পূর্ণ অসত্য অভিযোগ। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনওরকম দুর্নীতি বা কারও সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের নেই। কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। চিকিৎসা- সহ অন্যান্য বহু কাজের জন্য আমার কাছে আসেন। তবে তার সঙ্গে দুর্নীতির কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁর নামে টাকা তোলার অভিযোগ উঠছে কী করে? কানাইবাবুর তাবি, তাঁর নাম করে অনেকে টাকা

তুলেছে। মিথ্যে বলে টাকা তোলা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে জানা গিয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে তৃণমূল নেতাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। এখানেই থেমে থাকেননি কানাই মণ্ডল। মারাত্মক অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। কানাইবাবুর দাবি, তিনি তৃণমূলে আসার পর চাকরি দেওয়ার জন্য শুভেন্দু ৫ জনের নাম চেয়েছিলেন। যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল তাদের চাকরি হয়নি। মেয়ের জন্য শুভেন্দু অধিকারীকে বলেছিলাম। তার চাকরি হয়নি। সে আজও বেকার। ইডি তদন্ত করতে এলে সহযোগিতা করব। আমার সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো হচ্ছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের ম্যারাথন হানা শাসকদলের বিধায়কের বাড়িতে। মুর্শিদাবাদের কান্দিতে বিধায়কের বাড়িতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে চলেছে রাতভর তল্লাশি অভিযান। বিধায়কের বাড়ির ভিতর এবং বাইরে দফায় দফায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। জীবনকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়েই চলেছে অভিযান। তল্লাশিতে বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে বলে খবর সিবিআই সূত্রে। স্থানীয় সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, জীবনের বিরুদ্ধে চাকরি করে দেবেন বলে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পুরনো। ২০১৭-১৮ সাল থেকেই এই চক্রে তিনি যুক্ত বলে মনে করছে সিবিআইয়ের। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। তল্লাশি করতে বাড়ির পিছনের জঙ্গলে যাওয়া হয়। সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। এমনকী চাকরিপ্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা আন্দি গ্রামে জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে তল্লাশি শুরু করেছিল সিবিআই। রাত পেরিয়ে সকালেই বাড়ি ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সকালে আনা হয়েছে নতুন পাম্প। লক্ষ্য দুটি মোবাইল খুঁজে বের করা।

সাতসকালে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যে ছড়ালো এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ সাতসকালে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যে ছড়ালো এলাকায়। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে সাতসকালে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যে ছড়ালো এলাকায়। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের ভুটকি হাট এলাকায়। প্রথমে মায়ের নজরে পড়ে ছেলের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম রাজু দাস, বয়স ২৩ বছর। এক তরতাজা যুবকের এরকম মৃত্যুতে পরিবার সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শংকর দাসের ছেলে রাজু মোবাইল দোকান করতেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আসেন রাজু। খাওয়া- দাওয়া করে দাদার সঙ্গে এক ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে তার মা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পরে বাড়ির একটি ফাঁকা ঘরে তার ছেলের দেহ ঝুলছে। মায়ের চিৎকার শুনে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ওই ঘটনা দেখে অবাক হয়ে যান। পরিবারে কোনও অশান্তি নেই। কিন্তু তার ছোট ছেলের এমন ঘটনা হলো কেন তা বুঝতে পারছেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জেলার রাজগঞ্জের ভুটকি হাট এলাকায়। প্রথমে মায়ের নজরে পড়ে ছেলের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম রাজু দাস, বয়স ২৩ বছর। এক তরতাজা যুবকের এরকম মৃত্যুতে পরিবার সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শংকর দাসের ছেলে রাজু মোবাইল দোকান করতেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আসেন রাজু। খাওয়া- দাওয়া করে দাদার সঙ্গে এক ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে তার মা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পরে বাড়ির একটি ফাঁকা ঘরে তার ছেলের দেহ ঝুলছে। মায়ের চিৎকার শুনে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ওই ঘটনা দেখে অবাক হয়ে যান। পরিবারে কোনও অশান্তি নেই। কিন্তু তার ছোট ছেলের এমন ঘটনা হলো কেন তা বুঝতে পারছেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

দলীয় কর্মীকে দেখতে কালনা হাসপাতালে হাজির মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৫ এপ্রিল ঃ কালনার মন্তেশ্বর বিধানসভার বোহার শেখপাড়া এলাকায় মেয়ের বিয়ের প্যান্ডেলে জন্য বাঁশের খুঁটিপুতে দলীয় কর্মীদের হাতেই আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি। বোহার ২ নম্বর পঞ্চায়েতের বোহার শেখপাড়া এলাকার, আক্রান্ত ব্যক্তি আহমদ হোসেন মল্লিককে গতকাল রাতে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন শনিবার দুপুরে তাকে দেখতেই কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে হাজির হন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। হাসপাতালে হাজির হয়েও দলীয় কর্মীদের উপরে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। জানা গিয়েছে, গত পরশুদিন বৃহস্পতিবার আহম্মেদ হোসেন মল্লিক আগামী ৩০ এপ্রিল তার মেয়ের বিয়ের জন্য স্থানীয় এলাকার, গোরস্থানের পাশ পর্যন্ত বাঁশের খুঁটি পুতে ছিলেন প্যান্ডেলের জন্য। এমন সময় প্রাক্তন বোহার ২ নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি মোহাম্মদ ইউসুফের সাথে ঝামেলা বিবাদে জড়ান তিনি। এরপর সেই বাঁশের খুঁটি তুলে নিয়ে তাকে এবং তার স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ মোহাম্মদ ইউসুফ শেখ এবং তার দলবলের বিরুদ্ধে। সেই দিনই তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হলে তৃণমূল কর্মীদের চাপে সেখানে তাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। এই বিষয়ের পেছনে স্থানীয় এলাকার প্রভাবশালীরা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুপার কে ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করেছেন বলেও জানান তিনি। পরবর্তী সময় মন্ত্রীর অনুরোধে একদিন পরে গতকাল শুক্রবার তাকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন শনিবার তাকে দেখতে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাবাবু। সিদ্দিকুল্লা বাবু তিনি বলেন তারা দলীয় কর্মী নয় এলাকার ত্রাস, মেমারি থানায় তাদের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ আছে দেখলেই বোঝা যায়। ওই ব্যক্তিকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন দলীয় কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে। একই সাথে তিনি যোগ করেন এই ঘটনা ঘটার পরও জেলা নেতৃত্বের কোন হেলদোল নেই। জেলা নেতৃত্বের দিকেও তীর ছুঁড়ে দেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। সব মিলিয়ে জেলা নেতৃত্বের নাম না সামনে আনলেও, দলের একাংশের কর্মীদের কার্যকলাপে যে তিনি ক্ষুব্ধ সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তায় দিলেন সাংবাদিকদের সামনে।

বন দপ্তরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল ঃ কাঠ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে বন দপ্তরের। ফের একবার বন দপ্তরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চোরাই কাঠ ও আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযান চালায় ফালাকাটা ব্লকের বাগানবাড়ি এলাকায়। ওই এলাকার একটি বাড়িতে ওই কাঠ গুলি লুকিয়ে রাখা ছিল। সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় বন দপ্তরের কর্মীরা। কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া কাঠ গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য দুই লক্ষ টাকা।

বর্ষশেষ ও বর্ষবরণ শান্তিনিকেতনে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ চৈত্র সঙ্ক্রান্তিতে বর্ষ বিদায় জানাতে জহরবেদীতে সাদা আলপনা এবং তা শেষ হতেই বর্ষবরণে অভ্যর্থনায় সেই আলপনাকে রঙিন করে তোলার মধ্য দিয়ে শুরু বর্ষবরণ উৎসব। শনিবার সকাল ৫ টায় গৌরপ্রাঙ্গনে বৈতালিকের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বর্ষবরণ। সকাল সাতটায় উপাসনাগৃহে হয় উপাসনা। সকাল ন'টায় ঘণ্টাতলায় অনুষ্ঠিত হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। গৌরপ্রাঙ্গনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় নৃত্য নাট্য অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, আগে বর্ষবরণ ও গুরুদেবের জন্ম দিন এক সঙ্গে পালিত হত। কারণ প্রচণ্ড দাব দাহ ও জল কষ্টের জন্য বিশ্বভারতীতে ছুটি পড়ে যেত। অর্থাৎ ২৫ বৈশাখ ছুটি থাকত। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। তাই ২৫ শে বৈশাখ আলাদাভাবে গুরুদেবের জন্ম দিন পালিত হয়। বিশ্বভারতীতে প্রথম নববর্ষ পালিত হয় ১৯৩৬ সালের ১৫ এপ্রিল। বাংলা ১৩৪৩ সালে। ১৯৪১ সালের ১৪ এপ্রিল তথা বাংলা ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ বর্ষ বরণের দিন কবির জীবদ্দশায় শেষ জন্মদিন পালন হয়।

বেশি লোক সমাগম, সভার স্থান পরিবর্তন

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ বেশি লোক সমাগমের কারণে সভার স্থান পরিবর্তন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। সিউড়ি বেণীমাধব স্কুল ময়দানে ফিরহাদ হাকিমের সভা হওয়ার কথা থাকলেও, অমিত শাহর সভা থেকে বেশি লোক হওয়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ইরিগেশন কলোনি মাঠে সভা হবে। কারণ এই মাঠ বেণীমাধব স্কুল ময়দান থেকে অনেক বড়ো। এই সভায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমাগম হওয়ার কথা বলে জানান সিউড়ি বিধায়ক তথা কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, রোজার উপবাস এবং দাবদাহের কথা মাথায় রেখে রবিবার সকাল ন'টায় সভা আরম্ভ হবে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। তিনি জানান, এই সভায় জলপথ ও সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ছাড়াও টলি অভিনেতা সোহম হাজির থাকবেন। বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, আমরা কোনো বাস তুলছি না। নিজ নিজ এলাকা থেকে কর্মী সমর্থকরাই ভাড়া করে সভায় আসছেন। বাস মালিক সমিতির যুগ্ম সেক্রেটারি সুনীল কুমার ঘোষ জানান, প্রায় সমস্ত বাস বুক হয়ে গেছে। রবিবাসরীয় সভায় অমিত শাহের পাল্টা জবাব দেবেন জনাব ফিরহাদ হাকিম। সেই দিকে মুখিয়ে বীরভূম তথা বাংলা।

বর্ষবরণে মাতলো শহর শিলিগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ আজ বাংলা নববর্ষ। ১৪২৯-কে বিদায় জানিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডারে নতুন বছর ১৪৩০-কে স্বাগত জানানোর পালা। নতুন জামা, দোকানে হালখাতা, শুভেচ্ছা, মিষ্টিমুখ, নতুন বছরের আবাহনে মেতে উঠেছে বাংলা। বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রতিবারের মতো এবছরও শিলিগুড়ির নৃত্যগোষ্ঠী অর্চকের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন ময়দানের সামনের রাস্তা সুসজ্জিত আলপনা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আজ ১ লা বৈশাখে রয়েছে একাধিক কর্মসূচি। এদিন সকাল থেকেই বাঘাযতীন ময়দানে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হাজার শিল্পীর কন্ঠে গান। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে শহরে বেরিয়েছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এদিন এই শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে বেরিয়ে শহরের প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্যরা।

যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে। নিহতের নাম টিটন দাস (২১)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুমানিহাট এলাকার ফালাকাটা থেকে পুন্ডিবাড়ির দিকে আসা একটি বাইক বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনার পর ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাক চালককে আটক করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নলহাটির প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতির বীরভূম ও কলকাতার বাড়িতে সিবিআই হানা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বীরভূমে ফের হানা দিল সিবিআই। এবার নলহাটির প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি বিভাস অধিকারীর বাড়িতে হানা দিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। সঙ্গে

রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। তৃণমূল নেতার বাড়ি ছাড়াও নলহাটিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রমেও হানা দিয়েছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই বিভাস অধিকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে সিবিআই। বীরভূমের পাশাপাশি কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে বিভাস অধিকারীর ফ্ল্যাটেও পৌঁছেছে সিবিআই। শিক্ষা দপ্তরে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে আগেই বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিভাস অধিকারীর নাম পেয়েছিল সিবিআই। মূলতঃ ২০১১ থেকে ২০১৬-এর মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতিতে এই তৃণমূল নেতার নাম তদন্তে উঠে এসেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। বিভাস অধিকারীর বাড়ি এবং আশ্রমেও শুরু হয়েছে তল্লাশি। সিবিআই সূত্রে খবর, তিনি যখন কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব সামলেছিলেন, তখনই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির সিংহভাগ হয়েছে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বীরভূমের নলহাটির বিভাস অধিকারীর নাম সামনে আসে। তাপস মণ্ডল দায়িত্ব পান বিভাস সরে যাওয়ার পর। বিভাস অধিকারী মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তাঁর সঙ্গে সরাসরি পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও যোগাযোগ ছিল বলে খবর। কলেজের এনওসি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া। কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মাথা পিছু কমিশন ও প্রাথমিকে শিক্ষক পদে চাকরি বিক্রি সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে বিভাসের বিরুদ্ধে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে যোগ থাকার অভিযোগে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। সেই তল্লাশি প্রায় চলতে চলতেই অপর জায়গায় হানা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের।

বর্ষবরন রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার, উপস্থিত বিধায়ক সহ অনেকে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ পুরনোকে পিছনে ফেলে নতুন করে শুরুর দিন তথা ১ লা বৈশাখের দিনে সকলের মঙ্গল কামনায় বিশেষ পূজা, হোমযজ্ঞের আয়োজন করলো রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার উদ্যোগে। ১ লা বৈশাখ শনিবার সকালে বিশেষ পূজা, হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হয় প্রাচীন মায়াপর রামকৃষ্ণ মিশনে। এছাড়াও এদিন বিকালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে দিয়েই বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেওয়া হল নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে । এদিন সকাল থেকেই প্রচুর ভক্ত মন্দিরে ভিড় করতে শুরু করেন। এদিনের বিকেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মিশনের অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র, গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্প ও বিবেকানন্দ অভ্যুদয় প্রকল্পের ছাত্রছাত্রীরা, তারা আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবশন করে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ, সভাপতি অধ্যাপক ডঃ শিহরণ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি শ্রী সব্যসাচী মন্ডল, ছিলেন সহ-সম্পাদক শ্রী সন্দীপ পাল, পৃথ্বীশ বল, মুখপাত্র, রামকৃষ্ণ মিশন, নবদ্বীপ ।

উত্তর থেকে দক্ষিণ বর্ষবরণে মেতে উঠল বঙ্গবাসী, মন্দিরে ঢল ভক্তদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা ও জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ উত্তর থেকে দক্ষিণ বর্ষবরণে মেতে উঠল বাংলা। বাংলা নববর্ষের দিন মালদা শহরের মনস্কামনা মন্দিরে উপচে পড়লো ভক্তদের ঢল । শনিবার বাংলা বছরের নতুন বর্ষ, সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্দিরে সাধারণ ভক্তেরা পুজো দিতে যান। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে মালদা শহরের বহু প্রাচীন মনস্কামনা মন্দির। এদিন সকাল থেকে অসংখ্য ভক্তেরা দেবী মাতার কাছে পুজো দিয়ে নতুন বছরের আনন্দ উপভোগ করেন। একদিকে তীব্র গরম , তার মধ্যেও নববর্ষে ভক্তদের পুজো দেওয়ার ঢল নেমে পড়েছে প্রাচীন এই মন্দিরে। ভক্তদের বক্তব্য, বাংলা নতুন বছর থেকে প্রতিটা সময় যাতে ভালোভাবে কাটে তার জন্য এদিন মনস্কামনা মন্দিরে দেবী মাতাকে পুজো দিতে এসেছি। সকলের যাতে বাংলা নতুন বছর ভালো কাটে সেই কামনা করে এদিন পুজো দেওয়ার ঢল নামে মালদা শহরের বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে। অন্যদিকে, বাংলার নতুন বছরে জলপাইগুড়ি শহরের যোগোমায়া কালি মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় দেখা গেলো। এই দিন সকালে বিভিন্ন মন্দিরের সাথে সাথে যোগোমায়া কালি মন্দিরেও ভক্তরা সকাল সকাল পুজো দেয়। কেউ বাড়ীর মঙ্গল কামনায় আবার কেউ তাদের প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনায় পুজো দিতে আসে।

মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা সীমান্ত পরিদর্শন করলেন বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল

দুরন্ত বার্তা, মেখলিগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল ঃ মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ির তিনবিঘা সীমান্ত পরিদর্শন করলেন বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল। শনিবার বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল ডা. এস এল থাউসনের সঙ্গে ছিলেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি অজয় সিং, জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি বিগ্রেডিয়ার বিজয় মেহতা সহ অনেকে। এদিন সকালে আইজি হেলিকপ্টারে তিনবিঘা সংলগ্ন হেলিপ্যাডে আসেন। সেখান থেকে বিএসএফের গাড়িতে তিনবিঘা করিডরে যান। সেখানে বাংলাদেশের বিজিবি কর্তাদের নববর্ষ উপলক্ষ্যে মিষ্টি দেন। এরপর স্থানীয় বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেই সমস্যার কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে বৈঠক হয়। পাশাপাশি তিনবিঘা সংলগ্ন সীমান্ত পরিদর্শন করেন বিএসএফ কর্তারা।

২টি জঙ্গল ক্যাট শাবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১৫ এপ্রিল ঃ নাগরাকাটার দুটি চা বাগান থেকে একদিনে উদ্ধার হল দুটি জঙ্গল ক্যাট শাবকের দেহ। শনিবার কুর্তি চা বাগানের ২২ নম্বর সেকশন থেকে একটি এবং লুকসান চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশন থেকে আরও একটি প্রায় সদ্যোজাত জঙ্গল ক্যাটের দেহ উদ্ধার হয় । শাখার খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা এসে দুই বাগান থেকে মৃত শাবক দুটির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান। শনিবার সকালের প্রথম শাবকটির দেহ উদ্ধার হয় কুর্তি চা বাগানের ২২ নম্বর সেকশন থেকে। সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা শাবকটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বাগান কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। অন্যদিকে লুকসান চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশন থেকে একটি প্রায় সদ্যোজাত জঙ্গল ক্যাটের দেহ উদ্ধার হয়। সেখান থেকেও খবর যায় বন দফতরের কাছে। বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা এসে দুই বাগান থেকে মৃত শাবক দুটির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান। কুর্তি ও লুকসান দুটি বাগানের শ্রমিকরাই প্রথমে জঙ্গল ক্যাটের দেহ দুটিকে চিতাবাঘের দেহ বলে ভেবে বসেন। পরে বনকর্মীরা এসে সেটি শনাক্ত করেন। কি কারনে শাবক দুটির মৃত্যু হল তা পরিষ্কার নয়। খুনিয়ার রেঞ্জার সজল দে জানান, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে।

রসনা

নববর্ষে বানিয়ে ফেলুন মানকচু মুরগির ঝোল

বাঙালির উৎসব মানেই সেই উৎসবের সঙ্গে অবশ্যই যোগ থাকবে খাওয়া-দাওয়ার। আর বাংলা নববর্ষ মানেই বাঙালিয়ানাকে ফের নতুন করে আলিঙ্গন করা। তা পোশাকে হোক কিংবা খাবারের পাতে। এ ব্যাপারে ঠাকুমাদিদিমাদের হাতের রান্না যদি একবার মুখে ওঠে, তাহলে পয়লা বৈশাখ একেবারে জমজমাট। রইল এমনই কিছু হারিয়ে যাওয়া বাঙালি পদের রেসিপি। নারকেল দুধ আর মানকচুর মুরগির ঝোল- যা যা লাগবে বেশি করে মানকচু, দুটো মুরগি (কেটে পিস করা), আদা, রসুন ও পিঁয়াজ বাটা, হলুদ, কাঁচা লঙ্কা, ধনে, জিরে গুঁড়ো, নারকেলের দুধ এক কাপ, তেল ও নুন প্রয়োজন মতো, পিঁয়াজ। তৈরি করুন এভাবে- প্রথমে সব মশলা দিয়ে মাংস ভাল করে কষিয়ে নিন। মানকচু চৌকো চৌকো করে কেটে নুন আর হলুদ দিয়ে ভাল করে সেদ্ধ করে নিন। কচু থেকে অবশ্যই জল ঝরিয়ে নেবেন। এবার ভাজা আর কাঁচা লঙ্কা উপরে দিয়ে দিতে হবে। গরম ভাত দিয়ে এই

সেদ্ধ করা মানকচু মাংসে দিয়ে ভাল করে আবার কষে নিতে হবে। ওভেনের আঁচ রাখুন মাঝারি। লক্ষ্য রাখুন মাংস যেন ভাল করে সেদ্ধ হয়। মাংস নামানোর আগে নারকেলের দুধ, মুচমুচে পেঁয়াজ মাংস কিন্তু দারুণ লাগবে। তবে ইচ্ছে করলে পরোটা বা রুটি দিয়েও খেতে পারেন। এক্ষেত্রে সঙ্গে রাখুন একটু লঙ্কার আচার। তবে ভাত দিয়েই ট্রাই করুন এই স্পেশ্যাল মুরগির ঝোল।

কবজি ডুবিয়ে খান নিরামিষ, চিকেন ল্যাম্ব, সি ফুড থালি, পয়লা বৈশাখে গন্তব্য কোথায়

বৈশাখে ডায়েট করা একেবারেই বন্ধ। পয়লা বৈশাখের খাওয়া-দাওয়া হবে না এটা কি হতে পারে। পেটপুজো সেরেই ফেলতে চান তো চলে আসুন কলকাতার রেস্তরাঁয়। আম পোড়া সরবত, গন্ধরাজ ভেটকি, চিংড়ির কাটলেটের সঙ্গে কবজি ডুবিয়ে খান কষা মাংস। আর এ সবের পাশাপাশি 'সি ফুড থালি'ও পেয়ে যাবেন। এবার পয়লা বৈশাখে তিনটি স্পেশ্যাল থালি সাজিয়ে রাখছে বেশ কিছু রেস্তরাঁর শেফরা। একটি নিরামিষ থালি, একটি ল্যাম্ব ও চিকেন থালি আর একটি সি ফুড থালি। নিরামিশ থালিতে থাকছে আম পোড়া সরবত, আলু কমলালেবু টিক্কি, ফুলকপির শিঙাড়া, ছানার

ডালনা, পটলের দোরমা, ভাজা মশলা দিয়ে আলুর দম, সবজি দিয়ে মুগের ডাল, বাসন্তী পোলাও, লুচি, স্যালাড, পাঁপড়, চাটনি, রাজভোগ আর পাটিসাপটা। দাম ৫৪৯ টাকা। ল্যাম্ব চিকেন থালিতে আম পোড়া সরবতের পাশাপাশি থাকছে চিকেন চাপ, মাংসের কাটলেট, গোলবাড়ির মাংস, চিকেন ডাকবাংলো, ভাজা মশলার আলুর দম, সবজি দিয়ে মুগের ডাল, বাসন্তী পোলাও, লুচি, স্যালাড, পাঁপড়, চাটনি, রাজভোগ আর পাটিসাপটা। দাম ৬৯৯ টাকা। সি ফুড থালিতে সাজানো থাকবে গন্ধরাজ ভেটকি, চিংড়ির কাটলেন, ভাপা মাছ, চিংড়ি মালাইকারি, ভাজা মশলার আলুর দম, সবজি দিয়ে মুগের ডাল, বাসন্তী পোলাও, লুচি, স্যালাড, পাঁপড়, চাটনি, রাজভোগ আর পাটিসাপটা। দাম ৭৪৯ টাকা।

চায়ের সঙ্গে মুচমুচে স্ন্যাক্সে পটেটো-কর্ন কাটলেট

চপ, পকোড়া, কাটলেটের নাম শুনলেই জিভে জল বাঙালীর। সে নিরামিষ হোক বা আমিষ। সন্ধ্যার আড্ডায় এক কাপ চায়ের সঙ্গে মুচমুচে মুখরোচক খাবার পেট ও মন দুই ভরায়। আজ আপনাদের জন্য রইল পটেটো কর্ন কাটলেট। বাড়িতে অতিথি অথবা বন্ধুবান্ধব এলেও চটজলদি পটেটো কর্ন কাটলেট বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন এই মুখরোচক কাটলেট। পটেটো কর্ন কাটলেটের উপকরণ – ২ কাপ ভুট্টা, ১-২টো আলু সেদ্ধ, পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচানো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, বেসন পরিমাণমতো, ব্রেড ক্রাম্বস, গোলমরিচ গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস, ভাজার জন্য তেল এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ। পটেটো কর্ন কাটলেট বানানোর পদ্ধতি – কর্ন চাইলে সেদ্ধ করে নিতে পারেন। বেসন এবং ভুট্টা মিক্সিতে ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিন। তবে এতে জল দেবেন না। একটি পাত্রে ভুট্টা বেসনের মিশ্রণের সঙ্গে আলু সেদ্ধ মাখিয়ে নিন। পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা বাটা, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। এই মিশ্রণের মধ্যে আধ কাপেরও কম ব্রেড ক্রাম্বস ঢেলে দিন। কিছুটা বেসন, সামান্য কর্নফ্লাওয়ার এবং সেদ্ধ করে রাখা ভুট্টা অল্প ঢেলে মিশিয়ে নিন ভালো করে। এ বার মিশ্রণ থেকে পরিমাণমতো নিয়ে কাটলেটের মতো গোল বা চৌকো আকারের গড়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে সোনালী বাদামী করে ভেজে নিন কাটলেটগুলো। সস, কাসুন্দি এবং স্যালাড সহযোগে গরম গরম পরিবেশন করুন পটেটো কর্ন কাটলেট।

বাংলাদেশে আজ পহেলা বৈশাখ,বাংলা নববর্ষ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা

(দ্বিতীয় পর্ব)বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য এবং মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস ও ইউনেস্কো কর্তৃক এটিকে বিশ্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি তুলে ধরে এদিন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমি দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। বাংলা নববর্ষে সকল কারাগার, হাসপাতাল ও শিশু পরিবারে (এতিমখানা) উন্নতমানের ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার ও ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে।বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণীতে দেশবাসীসহ বাঙালিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। নববর্ষ উপলক্ষে আজ সরকারি ছুটি।পহেলা বৈশাখ এলেই পরস্পরকে মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন, ব্যবসায়ীর অর্থ পরিশোধ করা, হালখাতা খোলার সেই চিরায়ত দৃশ্যগুলো ঘুরপাক খায়। বৈশাখ মানে গ্রামে ও শহরে মেলায় মানুষের ভিড়। বৈশাখী মেলার অন্যতম অনুষঙ্গ পুতুল নাচ, হাতি ঘোড়ার সার্কাস, বায়স্কোপ। কোথাও আবার দেখা মেলে লাঠিখেলা, পালাগান, কীর্তনের আসর, নৌকাবাইচ বা মাঠে কুস্তিখেলার দৃশ্য।এক সময় নববর্ষ পালিত হতো আর্তব উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির, কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতুনির্ভর। পরে কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলা সন গণনার শুরু হয়। হিজরি চান্দ্রসন ও বাংলা সৌর সনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয় নতুন এই বাংলা সন। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরিই একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। গ্রামে গঞ্জে নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাদের পুরানো হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষে তারা নতুন পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করতেন এবং নতুনভাবে তাদের সাথে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করতেন। চিরাচরিত এ অনুষ্ঠানটি আজও পালিত হয়।মূলত ১৫৫৬ সালে কার্যকর হওয়া বাংলা সন প্রথমদিকে পরিচিত ছিল ফসলি সন নামে, পরে তা পরিচিত হয় বঙ্গাব্দ নামে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সাথে বাংলাবর্ষের ইতিহাস জড়িয়ে থাকলেও এর সাথে রাজনৈতিক ইতিহাসেরও সংযোগ ঘটেছে। পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের। আর ষাটের দশকের শেষে তা বিশেষ মাত্রা পায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনের মাধ্যমে। এ সময় ঢাকায় নাগরিক পর্যায়ে ছায়ানটের উদ্যোগে সীমিত আকারে বর্ষবরণ শুরু হয়। আমাদের মহান স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই উৎসব নাগরিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কালক্রমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন শুধু আনন্দ উল্লাসের উৎসব নয়, এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ধারক বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, উৎসবের পাশাপাশি স্বৈরাচার অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এসেছে পহেলা বৈশাখের আয়োজনে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বের হয় প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রা। যা ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর ইউনেস্কো এ শোভাযাত্রাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা দেয়।

পাইলটজি আপনি যাই করুন না কেন, আপনার নম্বর আসবে না ঃ অমিত শাহ

ভরতপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজস্থান কংগ্রেসে অশোক গেহলট বনাম শচীন পাইলট দ্বন্দ্বে খোঁচা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার রাজস্থানের ভরতপুরের একটি জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, পাইলটজি আপনি যাই করুন না কেন, আপনার নম্বর আসবে না, হযতো গেহলটজির থেকে আপনার অবদান বেশি, কিন্তু কংগ্রেসের ভান্ডারে গেহলটজির অবদান বেশি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধী 'যাত্রা' করা সত্ত্বেও, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস উত্তর পূর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াও। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, মোদীজি যেভাবে বিজেপির মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করেছেন... ভারতকে নিরাপদ করেছেন, দরিদ্র কল্যাণের সূত্রকে বাস্তবায়িত করেছেন। তার ফল হল যে যেখানেই নির্বাচন হোক... জয় শুধু ভারতীয় জনতা পার্টিরই হবে। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, ভারতকে করোনার থেকে সুরক্ষিত করতে কাজ করেছেন মোদীজি, প্রতিটি বাড়িতে টয়লেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ৮০ কোটি মানুষকে ৫ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। মোদীজি ৭ কোটিরও বেশি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃট খোলার কাজ করেছেন। রাজস্থান সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, গেহলট সরকার বংশ পরম্পরার বিকাশ ঘটিযেছেন, জাতপাতের বিকাশ ঘটিযেছেন। রাজস্থানের মানুষ এখন হাহাকার করছে।

সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত সুদান, ভারতীয়দের বাড়ির বাইরে না বেরনোর পরামর্শ

খার্তুম, ১৫ এপ্রিল ঃ ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে। সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে সুদানের রাজধানী খার্তুমে। এই পরিস্থিতিতে সুদানে প্রবাসী ভারতীয়দের ঘর থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুরে খার্তুমে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে টুইট করে প্রবাসীদের ঘর থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খার্তুমে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে টুইটে জানানো হয়েছে, গোলাগুলি ও সংঘর্ষের দিকে নজর রেখে সমস্ত ভারতীয়কে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঘরে থাকুন এবং এখন থেকেই বাইরে বেরনোর ঝুঁকি নেওয়া বন্ধ করুন। দয়া করে শান্ত থাকুন এবং পরবর্তী আপডেটের জন্য অপেক্ষা করুন। জানা গিয়েছে, সুদানের সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে রাজধানী খার্তুমে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বেশ কয়েক রাউন্ড গোলাগুলির শব্দও শোনা গিয়েছে। সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ) দাবি জানিয়েছে যে, তারা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ, সুদানের সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফতেহ আল বুরহানের বাসভবন এবং খার্তুমের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিযন্ত্রণে নিয়েছে। এছাড়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে আরও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান তারা দখলে নিয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স। সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘর্ষের জেরে খার্তুম বিমানবন্দরের সমস্ত বিমান চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। শুধু এটা নয়, মিরোয়ে বিমানবন্দরও তারা দখলে নিয়েছে বলে দাবি আরএসএফ-এর। সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘর্ষের কথা স্বীকার করে সেনা মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাবিল আবদাল্লাহ বলেন, সংঘর্ষ চলছে এবং সেনাবাহিনী দেশ রক্ষার দাযিত্ব পালন করছে। প্রসঙ্গত, সুদানে সেনাপ্রধান আবদুল ফতেহ আল বুরহানের সঙ্গে আধাসেনা প্রধান মোহাম্মদ হামদান দাগলোর সঙ্গে ক্ষমতার দখল নিয়ে লড়াই চলছে। দেশের আরএসএফ সেনার মর্যাদা দেওয়ার দাবি নিয়েই গত এক সপ্তাহ ধরে দু পক্ষের মধ্যে লড়াই চলছে। এদিন সকালে সেই লড়াই চরমে পৌঁছয়।

বিহারের মোতিহারিতে বিষমদ খেয়ে মৃত ৬ অসুস্থ ১০ জন, গ্রেফতার ৭ অভিযুক্ত

মোতিহারি, ১৫ এপ্রিল ঃ বিহারে ফের বিষমদ আতঙ্ক! এবার বিহারের মোতিহারিতে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও ১০ জন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ৭ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। মোতিহারি জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।চম্পারণ রেঞ্জের ডিআইজি জয়ন্ত কান্ত শনিবার বলেছেন, মোতিহারি জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ এই

ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ৭ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বেসরকারি সূত্রের খবর, বিষমদ কাণ্ডে মৃতের সংখ্যা ৮ ও ২৫ জন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অবৈধ অনুপ্রবেশ, পানিট্যাঙ্কিতে ১ বাংলাদেশি সহ ধৃত ২

খড়িবাড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ অবৈধভাবে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার পথে ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিক সহ দুইজন ভারতীয়কে গ্রেফতার করল খড়িবাড়ি পুলিশ। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি পুলিশ। শুক্রবার প্রথমে তাঁদের আটক করে সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানরা। ধৃত বাংলাদেশির নাম মশেদুর রহমান (৪৫)। বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়িতে। ধৃত ভারতীয় নাগরিক হলেন একরামুল হক (৩৪)। তাঁর বাড়ি কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ এলাকায়। ওই বাংলাদেশি নাগরিক পানিট্যাঙ্কি সীমান্তের মেচি সেতু দিয়ে অবৈধভাবে ভারত থেকে নেপালে যাচ্ছিলেন। এসএসবি জওয়ানদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে পাসপোর্ট ও ভারতীয় ভিসা পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁদের কাছ থেকে জাল আধার কার্ড ও কোভিড সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে। তবে ওই বাংলাদেশির কাছে নেপালের কোনও ভিসা ছিল না। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয়কেও আটক করে এসএসবি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার রাতে এসএসবি তাঁদের খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইস্টার্ন রেলের হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন করেছেন শ্রী রূপ এন সুঙ্কর

শ্রী রূপ এন সুঙ্কর, সদস্য পরিকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা পরিদর্শন করেছেন, যেখানে তিনি শ্রী বিজয় কুমার শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিকনির্মাণ, শ্রী এ. কে. দুবে পূর্ব রেল ও মেট্রো রেলওয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের মূল্যায়ন করেছেন। প্রধান প্রকৌশলী ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং শ্রী এইচ.এন. জয়সওয়াল, প্রধান প্রকৌশলী, মেট্রো রেলওয়ের অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধানদের উপস্থিতিতে। শ্রী সুঙ্কর, সদস্য অবকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ড পূর্ব রেলওয়ে এবং মেট্রো রেলওয়ের পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, সদস্য পরিকাঠামো, রেলওয়ে বোর্ডের সাথে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার নিউমার্কেটের আগুন নিয়ন্ত্রণে ধোঁয়ায় অসুস্থ ১০ জন

ঢাকা, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলাদেশের ঢাকার বাজারে ফের অগ্নিকাণ্ড! শনিবার ভোরে আগুন লাগে ঢাকার নিউ সুপার মার্কেটে। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধি দফতরের ডিজি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন জানান, ৯.১০ মিনিট নাগাদ আগুন আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর আগে শনিবার ভোরে নিউ সুপার মার্কেটে আগুন লাগে। নিউমার্কেটের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের পাশাপাশি কাজ করেছে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসিমিডিয়া) শাহজাহান সিকদার জানান, ভোর ৫.৪০ মিনিটে নিউ সুপার মার্কেটে আগুন লাগে এবং ৫.৪৩ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি। আগুন নেভাতে গিয়ে ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়েছেন ফাযার সার্ভিসের সদস্যসহ ১০ জন, তাঁরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। অসুস্থরা হলেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্য রাসেল, শান্ত, তৌফিক ও ভলেন্টিয়ার রিফাতসহ ১০ জন। নিউমার্কেট সংলগ্ন নিউ সুপার মার্কেটে আগুন লাগার পরে সিটি কলেজ থেকে নিউ মার্কেট পর্যন্ত মিরপুর রোড বন্ধ রাখা হয়। ফলে সৃষ্টি হয় যানজটের। গুলিস্তান ও বঙ্গবাজার থেকে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া পরিবহনগুলি রুট পরিবর্তন করে শাহবাগ থেকে সায়েন্সল্যাব হয়ে চলাচল করে।

কর্ণাটকের টুমকুরে বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু

টুমকুর, ১৫ এপ্রিল ঃ কর্ণাটকের টুমকুরে বেসরকারি বাস ও এসইউভি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এসইউভি গাড়িতে থাকা ৪ জন যাত্রী। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে টুমকুরের হিরেহাল্লির কাছে ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির ভিতরে থাকা ৪ জন যাত্রীর। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য টুমকুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কাযথ্রাসান্দ্র পুলিশ জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বেঙ্গালুরু থেকে টুমকুরে আসছিল এসইউভি গাড়িটি, বেসরকারি বাসটি সিরা থেকে টুমকুর হয়ে বেঙ্গালুরুর দিকে যাচ্ছিল। হিরেহাল্লির কাছে ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর এসইউভি গাড়ি ও বাসের জোরালো সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির ভিতরে থাকা ৪ জন যাত্রীর। সংঘর্ষের জেরে গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

অসুস্থ ছাত্রীকে অর্থ সাহায্য বিধায়ক কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ এপ্রিল ঃ অসুস্থ ছাত্রীকে চোখের অপারেশন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। নববর্ষের প্রথম দিন অসুস্থ ছাত্রী উত্তর করিমগঞ্জের লাফাশাইল গ্রামের নেহা নমশূদ্রের বাড়িতে গিয়ে তার বাবার হাতে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়েছেনেন বিধায়ক কমলাক্ষ। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, উত্তর করিমগঞ্জের লাফাশাইল গ্রামের দশ বছরের নাবালিকা নেহা নমশূদ্রের চোখে জটিল রোগ শনাক্ত করেছেন ডাক্তাররা। ফলে সে দেখতে পায় না। তার চোখে অস্ত্রোপচার করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রোপচারের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি মারফত বিষয়টি জানতে পেরে প্রথমে তিনি একবার তাকে তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সাহায্য করেছিলেন।

জাতিভিত্তিক আদমশুমারি দেশের সমস্ত রাজ্যে করা হলে তা অত্যন্ত উপকারী ঃ নীতীশ কুমার

পাটনা, ১৫ এপ্রিল ঃ বিহারে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছে জাতি ভিত্তিক আদমশুমারি। এই জাতি ভিত্তিক আদমশুমারির পক্ষে সওয়াল করলেন

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডি (ইউ) নেতা নীতীশ কুমার শনিবার পাটনা জেলার বখতিয়ারপুরে নিজের বাসভবনে পৌঁছন, কারণ এদিনই রাজ্যে জাতি আদমশুমারির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে। নীতীশ কুমার এদিন বলেছেন, জাতি ভিত্তিক আদমশুমারি দেশের সমস্ত রাজ্যে করা হলে তা অত্যন্ত উপকারী। মানুষ খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে জানতে পারবে এবং আমরা তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াব। আমরা আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি নির্ভুল আদমশুমারি করতে। পাটনার এসডিএম কুন্দন কুমার এদিন বলেছেন, বিহারে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছে জাতি ভিত্তিক আদমশুমারি। আমাদের সুপারভাইজাররা ঘরে ঘরে গিয়ে জাতি ভিত্তিক আদমশুমারির সার্ভে শুরু করবেন। আদমশুমারিতে অংশ নিতে নিজের বাড়িতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

আয়োজিত হল মঙ্গল শোভাযাত্রা ২০২৩

১৫ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখ ১৪৩০ বাঙালির শুভ নববর্ষের সকালে গাঙ্গুলিবাগান থেকে যাদবপুর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করল মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর 'অধরা বিশ্ব ঐতিহ্য' স্বীকৃতি পাওয়ার পরের বছর থেকেই প্রতি বছর এই আয়োজন করেছেন তাঁরা। এক মাস ধরে চলেছে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার প্রস্তুতি। কর্মশালা চলেছে শিল্পীদের। বানানো হয়েছে নানা ম্যাসকট – পশ্চিম বঙ্গের প্রতীকি পশু মেছো বেড়াল, বাউল, বুলবুলি পাখি, নৌকা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বিখ্যাত কুশ্মাণ্ডির মুখোশ। বিভিন্ন শিল্পীরা তাদের শ্রম দান করেছেন বাংলার কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভালোবেসে। সাজো সাজো রবে মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন জারি গানের দল, বীরভূম থেকে এসেছেন হাপু ও বোলান গানের দল। সকলে অংশ গ্রহণ করলেন এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র সরকার। শোভাযাত্রার মূল ভাবনা, যা নিখাদ বঙ্গ সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা, তার সাথে সঙ্গতি রেখেই, উদ্বোধন করেছেন গ্রামীণ মাটির বেহালা বাদক রহমত। সমাজের সব স্তরের হাজার হাজার মানুষ – নারী, শিশু ও পুরুষ নববর্ষের সাজে সুসজ্জিত হয়ে, গ্রীষ্মের প্রথম দিনের প্রবল দাবদাহকে উপেক্ষা করে পা মেলালেন এই বাংলা ও বাঙালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের উৎসবে – সমস্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিভাজনের উর্ধ্বে, এ এক আশ্চর্য রঙিন মঙ্গলময় শোভাযাত্রা।

সরকার নয়, আসলে গ্যাং চালাচ্ছে বিজেপি বললেন সঞ্জয় রাউত

নাগপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ সরকার নয়, আসলে গ্যাং চালাচ্ছে বিজেপি। আবগারি দুর্নীতিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সিবিআই তলব নিয়ে এভাবেই কেন্দ্রের শাসক দলকে আক্রমণ করলেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। শনিবার সঞ্জয় রাউত বললেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল সিবিআই নোটিশ পেলেন। সব জায়গাতেই বিরোধীদের সঙ্গে এমন হচ্ছে। ওরা এবার চেষ্টা করছে ইডি, সিবিআইকে ব্যবহার করে মহারাষ্ট্রে এনসিপি কে ভাঙার। এটা সরকার? ওরা (বিজেপি) আসলে গ্যাং চালাচ্ছে। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, ওরা বিজয় মালিয়াকে দেশে ফেরাতে পাচ্ছে না, তাহলে কী করে কালো টাকা ফেরাবে? এটা সরকারের ব্যর্থতা। ওরা শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। উল্লেখ্য, দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই। সম্ভবত রবিবার সিবিআই দফতরে যাবেন কেজরিওয়াল।

শিয়ালদহ কৃষ্ণনগর-লালগোলা বিভাগ পরিদর্শন করেছেন ডিআরএম

১৫ এপ্রিলঃ শ্রী দীপক নিগম, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে শুক্রবার (১৪.৪.২০২৩) কৃষ্ণনগর-লালগোলা সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনে পরিকাঠামোগত সুবিধা এবং সুযোগসুবিধাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেছেন। ধুবুলিয়ায়, শ্রী নিগম পণ্যের ক্ষেত্র এবং প্যানেল রুম পরিদর্শন করেছেন। বেথুয়াদহরিতে তিনি স্টেশনে যাত্রীদের সুযোগসুবিধা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। মুর্শিদাবাদে, ডিআরএম পণ্যের শেড, স্টেশন কনকোর্স, অপারেটিং প্যানেল রুম এবং সুরক্ষা গিয়ারগুলিতে উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেছেন। লালগোলায় তিনি প্যানেল রুম এবং সেখানে উপলব্ধ যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পরিদর্শন করেন। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী নিগম কসিমবাজারে পরিদর্শন করার সময়, তিনি এই বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে সুবিধার মানোন্নয়ন এবং যাত্রী সুবিধার আধুনিকীকরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী, মাননীয় সাংসদ এর সাথে একটি বৈঠকে যোগ দেন। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ, মাননীয় বিধায়ক এর সাথেও বৈঠক করেছিলেন এই বিভাগে আরও উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

Name Change

I, KANCHAN CHATARJEE alias KANCHAN CHATTARJEE (old name) S/o LATE SWAPAN KUMAR CHATTERJEE resident of Ram Prasad Nagar, M.G. Road, PO & PS – Nimtala, Barrackpore-700049 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KANCHAN CHATTERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/04/2023. KANCHAN CHATARJEE, KANCHAN CHATTARJEEand KANCHAN CHATTERJEE all are same and one identical person.

Name Change

I, SAFAFAT HOSSAIN SIRAZ(old name) S/o INSAF HOSSAIN SIRAJ resident Y-116/2, KANTHAL BERIA LANE, PO=BARTALA, PS-NADIAL, PIN-700018 WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as) SARAFAT HOSSAIN SIRAJ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/04/2023. SAFAFAT HOSSAIN SIRAZ and SARAFAT HOSSAIN SIRAJ all are same and one identical person.

Name Change

I, INSAF HOSSAIN alias INSAF HOSSAIN SIRAZ (old name) S/o SOYEB ALI MOLLA resident Y-116/2, KANTHAL BERIA LANE, PO=BARTALA, PS-NADIAL, PIN-700018 WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as) INSAF HOSSAIN SIRAJ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/04/2023. INSAF HOSSAIN, INSAF HOSSAIN SIRAZ and INSAF HOSSAIN SIRAJ all are same and one identical person.

Name Change

I, SOUMITRA KUMAR GHOSH (old name) S/o LATE ROHITASWA GHOSH GHOSH resident of 2/1/1 PITAMBAR GHATAK LANE ,ALIPORE ,700027 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SOUMITRA GHOSH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/04/2023. SOUMITRA KUMAR GHOSH and SOUMITRA GHOSH all are same and one identical person.

Name Change

I PUSHP KUMAR DANGRA, S/O LATE RAMDAYAL DANGRA, R/O NEELKANT REGALIA A WING FLAT NO 306, NEXT TO AXIS BANK PANT NAGAR, GHATKOPAR , EAST MUMBAI, PIN- 400075, MAHARASHTRA. SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS PUSHPA KUMAR DANGRA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/04/2023.

কাঁকসা'র দেউল জঙ্গলে হরিণ ও ময়ুরদের সুস্থ রাখতে ওআরএস ও গ্লুকোজ খাওয়ানো হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ মাস পয়লা প্রখর রোদ। গরমে হাঁসফাস জনজীবন। তীব্র দাবদাহে কাহিল হয়ে পড়ছে বন্যপ্রান। এবার বন্যপ্রানীদের দাবদাহের থেকে স্বস্তি দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দফতর। বন্যপ্রানীদের পানীয় জলের সঙ্গে ওআরএস ও গ্লুকোজ জল খাওয়ানো শুরু করল বনকর্মীরা। সম্প্রতি এমনই নজির বিহীন ছবি ধরা পড়ল কাঁকসার জঙ্গলমহল দেউল অরণ্যে। কাঁকসা, লাউদোহা, আউশগ্রামের জঙ্গলমহল। শাল, পিয়াল, মহুয়া ছাড়াও নানাধরনের গাছ গাছার সমাহার। গত ২০২০-২১ সালে করোনা আবহের লকডাউনে পরিবেশে দূষণ অনেকটাই কমেছিল। তার ফলে বহু বিলুপ্তিপ্রায় জীবজন্তুর প্রকাশ্যে দেখা মিলছে। প্রান ফিরে পেয়েছে জঙ্গলের জীব বৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র। জঙ্গলের আশেপাশে নেকড়ে, অজগর, ময়ূর, হুড়োল, সজারুসহ নানান পশুপক্ষী অবাধে বিচরন করতে শুরু করছে। চলতি বছর কাঁকসায় নিল গাই'য়ের অবাধ বিচরণ করতে দেখা গেছে। কাঁকসার দেউল জঙ্গলে হরিণ, ময়ুর, ময়না, টিয়া সহ বিভিন্ন পশুপক্ষির আবাসস্থল। সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ওই বনাঞ্চলকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। নতুন করে কাঁকসার শিবপুর থেকে দেউল ট্রেকিং চালু হয়েছে। তবে বর্ষায় ট্রেকিং বন্ধ থাকে ওই জঙ্গলে। জঙ্গলের নির্জনতা ছেড়ে লোকালয়ে ময়ুর আসায় খুশী পরিবেশ প্রেমীরা। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে নিষ্ঠুরতা কমেছে। পশুপাখিকে এখন আর কেউ আঘাত করে না। গ্রামে বাড়ির উঠানে ঘুরলে আনন্দ উপভোগ করে। বিলুপ্তিপ্রায় নেকড়ে, হায়নার অবাধ বিচরন দেখা যাচ্ছে লাউদোহা ও খনি এলাকা পান্ডবেশ্বরে। গত কয়েক মাস ধরে হায়না ও ধূসর নেকড়ে বাঘ নজরে পড়ছে এলাকাবাসীর। সেই মতো জঙ্গলে নজরদারি শুরু হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরে পরিত্যাক্ত খনি এলাকায় বন সৃজনের ফলে জঙ্গলের ঘনত্ব অস্বাভাবিক বেড়েছে। ওইসব জঙ্গলে হায়না ঘুরতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি লাউদোহার মাধাইগঞ্জ এলাকায় নজরে পড়ে ধূসর নেকড়ে বাঘ। দুর্গাপুর লাগোয়া বনাঞ্চলে হায়না ও বিলুপ্তপ্রায় ধূসর নেকড়ে বাঘের দেখা মেলায় খুশি বনদফতর। আবার কাঁকসা ও আউশগ্রামের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ুর। দুর্গাপুর ডিভিশনে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমি বনাঞ্চল রয়েছে। সেখানে উপযুক্ত ও অনুকুল পরিবেশের কারনে হেড়োল, শেয়াল, বনবিড়াল, গন্ধগোকুল, খরগোশ, সজারু, ময়ুর ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, পাখি সহ বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রাণী রয়েছে। পুর্ব বর্ধমান বনবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯২ সালে গৌরাঙ্গপুর গ্রামের দেউলের জঙ্গলে হরিণ ও ময়ূরের জন্য সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। শিবপুর বিট অফিসের আওতাধীনে দেউল। সেখানকার বিট অফিসার অনুপ কুমার মন্ডল সহ প্রায় ১৮ জন বন কর্মীরা হরিণ ও ময়ূরের দেখভাল করেন। বর্তমানে সেখানে মোট ৯৬ টি চিতল হরিণ রয়েছে।

যার মধ্যে সদ্যজাত প্রায় ৭ টি হরিণের শাবকও রয়েছে। এছাড়াও ময়ূরের সংখ্যা শতাধিক ছাড়িয়েছে। যদিও ময়ূরের বংশবিস্তার শুধুমাত্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে আর থেমে নেই। কাঁকসার জঙ্গল মহলের লোকালয়েও ময়ূর ছড়িয়ে গিয়েছে। প্রায় ৮ মাস ধরে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ওই সংরক্ষিত এলাকার শাল-পিয়ালের জঙ্গলের সবুজায়ন শুকিয়ে পড়ছে। বসন্ত মাসে শুরুতেই সমস্ত গাছের পাতা ঝড়ে পড়ায় সেভাবে ছায়া গাছের নেই। বৃষ্টিপাতের অভাবে নতুন করে পাতা এখনও তেমনভাবে গজিয়ে ওঠেনি। পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকায় ঘাস সহ ঝোপজঙ্গল নতুন করে গজিয়ে না ওঠায় হরিণের খাবারের অনেকটাই ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বছরের শুরুতেই গরমের দাপট। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের সঙ্গে বয়ছে তাপপ্রবাহ। গত দুদিন ধরে আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়ে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। আর তাতেই হাঁসফাস জনজীবন। প্রচন্ডের রৌদ্রে ওষ্ঠাগতপ্রান কাঁকসার জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের। রৌদ্রের তাপে জলাশয়ের জলও গরম হয়ে পা।ছে। আর ওই জল পান করে কিম্বা স্নান করেও স্বস্তি পাওয়ার উপায় নেই। আর তাতেই নাজেহাল অবস্থা পশুপাখিদেরও। চড়া রোদের তাপ ও লু থেকে হরিণ সহ ময়ূরের অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ওইসব বন্যপ্রানীদের সুস্থতা ও স্বাস্থ্যের ওপর নজর দিয়েছে বনকর্মীরা। ইতিমধ্যেই পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মতো তাদের খাবারের জলে মেশানো হচ্ছে ওআরএস ও গ্লুকোজ। এছাড়াও নিয়ম করে ভেজানো ছোলা ও আখের গুড় খাওয়ানো হচ্ছে। গাজর সহ টাটকা শাকসবজি ও গাছের কচি পাতা সংগ্রহ করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের ওপর সারাক্ষণ বনকর্মীদের দিয়েও চলছে বিশেষ নজরদারি। পূর্ব বর্ধমান আঞ্চলিক বনাধিকারিক (ডিএফও) নিশা গোস্বামী বলেন, গ্রীষ্মে দাবদাহ থাকে। দাবদাহের হাত থেকে সংরক্ষিত হরিণ ও ময়ূর গুলিকে সুস্থ রাখতে আমরা ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। প্রতিদিন প্রায় ২০ প্যাকেট ওআরএস দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি গ্লুকোজ থেকে আখের গুড়, ছোলা, টাটকা শাকসবজিও দেওয়া হচ্ছে। আগামী মে ও জুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া হবে। দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় জঙ্গলে গাছের পাতা ও ঘাস তেমন ভাবে এখনও গজিয়ে উঠতে পারেনি। আমরা গাছের কচি পাতা সংগ্রহ করে হরিণ গুলিকে দিচ্ছি। পাশাপাশি ময়ূরকে গম দেওয়া হয় সারাবছর। জঙ্গলের জলাশয় পরিপূর্ন রাখতে পাম্প দিয়ে জল ভর্তি করা হচ্ছে। সংরক্ষিত এলাকা ছাড়াও বনভুমিতে পুরোনো পুকুর, জলাশয় পলি সংস্কার করা ও নতুন জলাশয় তৈরীর প্রস্তাব শীর্ষ দফতরে পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও হরিণ অসুস্থ হয়নি। সংরক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রানী তীব্র তাপপ্রবাহে যেন অসুস্থ না হয়ে যায়, তার জন্য সর্বক্ষণ বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

মদের দোকানে আগুনে ব্যাপক ক্ষতি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের প্রারম্ভে অভিজাত এক হোটেলের মদের দোকানে হঠাৎ আগুন। আগুন ছড়িয়ে পড়তেই সারা এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাঁকুড়া শহরের লালবাজারে এক অভিজাত হোটেলেই রয়েছে মদের দোকান ও বার। অন্যান্য দিনের মতোই শুক্রবারও দোকান -বার খোলা ছিল। রাতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অধিক রাতে আগুনের টের পান হোটেলের কর্মীরা। তারপরই আগুন বিরাট আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছায়, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় তাদের, তারপর আরও দুটি ইঞ্জিন আসে। তিনটি ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হোটেল কর্তৃপক্ষের মতে সর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে। আগুনে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার কারন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে আত্মঘাতী সমাজকর্মী দম্পতি, এবার প্রাণনাশের হুমকি তাদের মেয়েকে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে নিহত দুই সমাজকর্মীর মেয়েকে। এই নিয়ে তিনি দ্বারস্থ হলেন জেলা পুলিস সুপারের। মৃত সমাজকর্মী দম্পত্তির মেয়ে এখন চাইছেন তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক। তা না হলে তাদের মেরে ফেলা হতে পারে। গত ২ এপ্রিল জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অপর্ণা ভট্টাচার্য্য ও তাঁর স্বামী সমাজকর্মী সুবোধ ভট্টাচার্য্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাদের নিজের বাড়িতেই। তার পর থেকে তাদের মেয়েকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে তিনি পুলিস সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর দাবি, বাবা-মার মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। যাদের প্ররোচনায় বাবা-মা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন তাদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন তিনি। মর্মান্তিক এই মৃত্যুর ঘটনায় গোটা শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই মৃত ব্যক্তিদের লেখা একটি সুইসাইড নোট পেয়ে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছেন মৃত সুবোধ ভট্টাচার্য্যের দিদি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি। সেই নোটের সূত্র ধরে তিনি জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় কয়েকজনের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্তের অগ্রগতি জানতে কয়েকবার কোতোয়ালি থানায় আসেন বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি। শনিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় মৃত দুই সমাজকর্মীর কন্যার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। অপরদিকে জেলা পুলিস সুপার এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, তানিয়া ভট্টাচার্য্যের লিখিত আবেদনের কথা জেনেছি, খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। এদিকে এনিয়ে বিজেপি টাউন অবজার্ভার সৌজিত সিংহ বলেন, কারা এই মেয়েটিকে ভয় দেখাচ্ছে তা পুলিসের খোঁজ নিয়ে বের করা উচিত। দরকারে এনিয়ে মামলা করা উচিত। কারা সাক্ষীদের ভয় দেখাচ্ছে তা দেখা উচিত। থানা চুপ করে বসে আছে। নিরপেক্ষ সাক্ষীদের বক্তব্য উঠে আসছে না এই মামলায়।

পুলিশের উদ্যোগে পানীয় জল ও পাউচ বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ তীব্র দাবদাহে পথ চলতি মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে মালদা প্রশাসন। চাঁচলের নেতাজি মোড়ে জল ছত্র করা হয়েছে। সেই শিবির থেকে পানীয় জলের বোতল ও পাউচ বিতরণ করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। উদ্যোগী হয়েছে চাঁচল-১ নং ব্লক প্রশাসন ও চাঁচল ট্রাফিক বিভাগ। শনিবার ১লা বৈশাখ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। চলবে আগামি কয়েকদিন ধরে। অনির্দিষ্ট কালের এই জল ছত্র হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছে পথ চলতি মানুষেরা। এদিন চাঁচল মহকুমা ট্রাফিক ওসি চন্দন দে পথ চলতি মানুষের হাতে জলের বোতল তুলে দেন। পাশাপাশি টোটো, লরি ও অন্যান্য যানবাহন থামিয়ে জল দেওয়া হয়। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের পক্ষ থেকেও বিতরণ করা হয় পানীয় জল। দাবদহে কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবেন মালদা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয় প্রত্যেককে।

রাতে ঘুম নেই দক্ষিন পানিয়ালগুড়ির বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ এপ্রিল ঃ বর্ষা আসতে কিছুটা দেরি, তবু যেন রাতে ঘুম নেই দক্ষিন পানিয়ালগুড়ির বাসিন্দাদের। বর্ষা আসলেই

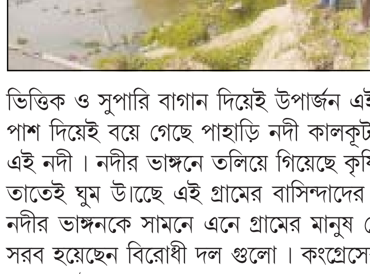

তো শুরু হবে নদীর ভাঙ্গন। আলিপুরদুয়ার জেলা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরেই মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত। দুই নম্বর ব্লকের মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিন পানিয়ালগুড়ি গ্রামে ১৫ টি পরিবারের বসবাস। মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক ও সুপারি বাগান দিয়েই উপার্জন এই গ্রামের বাসিন্দাদের। গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে পাহাড়ি নদী কালকূট। বর্ষায় ভয়াবহ আকার নেয় এই নদী। নদীর ভাঙ্গনে তলিয়ে গিয়েছে কৃষি জমি , সুপারি বাগান। আর তাতেই ঘুম উ।ছে এই গ্রামের বাসিন্দাদের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নদীর ভাঙ্গনকে সামনে এনে গ্রামের মানুষ যেমন সরব হয়েছেন। তেমনি সরব হয়েছেন বিরোধী দল গুলো। কংগ্রেসের জেলা নেতা শান্তনু দেবনাথ বলেন এটা লজ্জার , জেলা সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামের মানুষকে রাত জাগতে হচ্ছে নদীর ভাঙ্গনের জন্য। শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বিজেপি। বিজেপির জেলা নেতা মিঠুন রায় বলেন দেখা যাবে নদীর বাঁধ সরকারি কাগজে হয়ে গেছে, কিন্তু বাঁধ হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক বলেন স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত কে দিয়ে এই কাজ সম্ভব নয় , সেচ দপ্তরকে বলা হয়েছে। পানেয়ালগুড়ি এলাকায় নদীর বাঁধ করা হবে। এখন দেখার এই অঞ্চলের মানুষ কবে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমান।

জটেশ্বর দুই নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি টি ইউ সি সংগঠনের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে পালিত হলো ১ লা বৈশাখ। শনিবার সকালে ওই সংগঠনের সদস্যরা জটেশ্বর বাস স্ট্যান্ড পথ চলতি মানুষদের নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা ও মিষ্টি মুখ করিয়ে এই উৎসব পালন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জটেশ্বর দুই নং অঞ্চল আই এন টি টি ইউ সি-র সভাপতি নির্ঝর দত্ত সহ অনেকেই।

দিন দিন মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার, স্ত্রীর পাল্টা মারে মৃত্যু স্বামীর

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ মদ্যপ স্বামীর দীর্ঘদিনের অত্যাচার সহ্য না করে স্বামীকে পিটিয়ে নৃশংস খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত স্বামীর নাম সিন্টু আদক (৫০)। বাঁকুড়া সদর থানা এলাকার শ্যামদাসপুরে এই খুনের ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা যায় বাইরে থেকে মদ খেয়ে এসে রোজদিনই স্ত্রীকে মারধর করতেন স্বামী। দিনের পর দিন এই অত্যাচার সহ্য করতেন স্ত্রী। এবার সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল স্ত্রীর। আর তার জেরে চরম পদক্ষেপ করলেন স্ত্রী। একেবারে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিলেন স্বামীকে। এভাবেই রোজকার অশান্তি থেকে শান্তি পেতে চাইলেন স্ত্রী। তাই মেরে স্বামীকে খুনই করলেন স্ত্রী। এমন খুনের ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া সদর থানার শ্যামদাসপুর এলাকায়। অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মদ্যপ স্বামীর রোজকার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ৬ বছর আগে স্বামীর ঘর ছেড়েছিলেন রীতা আদক। তবে তারপরও থামেনি স্বামীর অত্যাচার। সে মদ খেয়ে সোজা শ্বশুরবাড়ি গিয়েও হাজির হতেন। আর সেখানেও স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধর করা হয়। শুক্রবারও একই ঘটনা ঘটেছিল। তখন স্ত্রী সোজা স্বামীকে গাছে বেঁধে মারধর করতে থাকেন। আর সেই মারের চোটেই মারা যায় স্বামী। তারপরই বাঁকুড়া সদর থানার শ্যামদাসপুরে গিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত স্বামীর নাম সিন্টু আদক (৫০)। অভিযুক্ত স্ত্রীয়ের নাম রীতা আদক। তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পেশায় মোটর গ্যারাজ মেকানিক ছিলেন সিন্টু আদক। তাঁর সঙ্গে ২৫ বছর আগে বিয়ে হয় রীতার। তাঁদের তিন মেয়ে। মদ খেয়ে টাকা উড়িয়ে দিতেন স্বামী। আর স্ত্রীকে মারধর করতেন। সুতরাং সংসারে অভাব দেখা দিয়েছিল। এই মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সংসার ভেঙে বেরিয়ে যান রীতা আদক। সেখানে গিয়েও একই অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হতো। তাই রাগের মাথায় স্বামীকেই খুন করে ফেলেন স্ত্রী রীতা। এই অবস্থায় রীতা আদক তিন মেয়েকে নিয়ে বছর সাতেক ধরে ওই এলাকারই একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এমনকী নিজে বিড়ি বেঁধে দৈনন্দিন সংসার খরচ চালিয়ে তিন মেয়ের বিয়ে দেন রীতা। এখন তিনি একটু নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও রোজ রাতে এসে স্বামী সিন্টু মদ খেয়ে গালিগালাজ করতেন বলে স্ত্রীর অভিযোগ। একইসঙ্গে প্রচণ্ড মারধর পর্যন্ত করা হতো। এদিন মদ্যপ অবস্থায় সিন্টু চলে যায় রীতার বাপের বাড়ি। তারপর ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি কানে আসতেই সেখানে আসেন রীতা। তখন স্ত্রীকে দেখেই রড তুলে খুনের চেষ্টা করেন সিন্টু। তখন পাল্টা রীতা স্বামীকে বেঁধে রেখে মারধর শুরু করেন। আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে সিন্টুর। খবর পেয়ে রাতে গ্রামে আসে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। রীতা আদককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশের তরফে। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি জানান জিজ্ঞাসাবাদের মুখে রীতা নামের ওই মহিলা তাদের জানিয়েছে, এদিন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বামীকে বেঁধে রেখে সামান্য মারধর করে সে। এরপর গোটা ঘটনার কথা জানতে থানায় গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখতে পায় যে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তবে কি কারনে স্ত্রী খুন করলেন গোটা ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরেই তা জানা যাবে।

কমিউনিটি টয়লেটের শুভ উদ্বোধন হল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থ প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কালিয়াচক ২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুরে একটি কমিউনিটি টয়লেটের শুভ উদ্বোধন করা হলো। সঙ্গে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় তৈরি হতে চলেছে আরো একটি কমিউনিটি হল। শনিবার দুপুরে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। উল্লেখ্য, পঞ্চানন্দপুর এলাকার গঙ্গার ঘাট দিয়ে রাজ্যের দুই প্রান্তের লোকের যাতায়াত করেন। গঙ্গা নদীর ওপারে ঝাড়খন্ড রাজ্য। এতদিন নৌ-পথে চলাচলের ক্ষেত্রে শৌচাগার না থাকায় সাধারণ মানুষকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। সেই কথা মাথায় রেখে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের কাছে আবেদন রাখেন পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গা তীরবর্তী এলাকার মানুষেরা। অবশেষে মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল এবং উনিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি টয়লেটের শুভ উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। পাশাপাশি ওই এলাকাতে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কমিউনিটি হলের শুভশিল্যানাস করা হয়। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই এলাকা দিয়ে নদী পথ ধরে যাতায়াত করেন। তাদের কথা মাথায় রেখে এই কমিউনিটি হল এবং শৌচাগার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে মানুষের বিশেষ কাজে লাগবে। তার পাশাপাশি রাজ্যের ওইপার ঝাড়খণ্ড থেকে আসা মানুষ বিভিন্ন দিন চিকিৎসা করাতে আসেন রাজ্যের এই পাশে নিকটবর্তী বাঙ্গিটোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাদেরও সুবিধা হবে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাস্তার কাজে আনুষ্ঠানিক শিল্যান্যাস করলো মালদা জেলা পরিষদ

দুরন্ত বার্তা, রতুয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ রতুয়া ২ নম্বর ব্লক, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাস্তার কাজে আনুষ্ঠানিক শিল্যান্যাস করলো মালদা জেলা পরিষদ। বরাদ্দ অর্থে রাস্তার কাজের আনুষ্ঠান কি শিলান্যাস করা হলো। মালদার রতুয়া দুই ব্লকের অন্তর্গত সাতমারা এলাকায় এ রাস্তার কাজের শিল্যান্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, পুখুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী, মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুল হক ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। সাতমারা গ্রাম থেকে ঝুমুরিয়া পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক শিল্যান্যাস করা হয়। জেলা পরিষদের অর্থ তহবিলের বরাদ্দ অর্থ ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজ করা হবে। আর এই রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক শিল্যান্যাস হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল রাজ্য সরকারের হাত ধরে বলে জানান বিধায়ক আব্দুর রহিম বকশির।

দুর্গাপুরে পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ নববর্ষের ভোরে আগুনে পুড়ে গেল দুর্গাপুর থানার এ জোন পুলিশ ফাঁড়ি। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত পুলিশ ফাঁড়ির যাবতীয় নথি, টাকাপয়সা, আসবাবপত্র। নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, শুরু তদন্ত। শনিবার ভোরে দুর্গাপুর থানার এ জোন পুলিশ ফাঁড়ি হঠাৎই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা আগুন জ্বলতে দেখে খবর দেয় দুর্গাপুরের দমকল বিভাগে। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রথমে বালতি করে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে তাতেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। দমকলে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পুলিশ ফাঁড়ির যাবতীয় নথি ও আসবাবপত্র। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড। তবে পরিকল্পনামাফিক কেউ পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন লাগিয়েছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি দুর্গাপুর তথাগত পাণ্ডে। পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় শোরগোল।

মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে সেচক্যানেলে তলিয়ে গেল বাবা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হল বাবার। শুক্রবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন সেচ ক্যানেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (৪৬)। তার বাড়ি দুর্গাপুর ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকুমারনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রদীপবাবু পেশায় সাইকেল মেরামতির মিস্ত্রি। তাঁর একমাত্র কন্যা প্রাপ্তি (১৩) অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। প্রদীপবাবুর বাড়ির পাশেই দুর্গাপুর ব্যারেজ। ওই ব্যারেজ থেকে একটি বর্ধমান সেচ ক্যানেল গিয়েছে। প্রদীপবাবু সহ ওই এলাকার বাসিন্দারা সেচক্যানেলে স্নান করেন প্রায় দিনই। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া থাকায় শুক্রবার দুপুরে প্রদীপবাবু তাঁর মেয়েকে নিয়ে সেচখালের জলে স্নান করতে গিয়েছিলেন। জলে স্নান করতে নেমে প্রাপ্তি আচমকা জলে তলিয়ে যেতে থাকে। বিষয়টি নজরে পড়তেই প্রদীপবাবু তড়িঘড়ি তাকে বাঁচাতে গভীর জলে চলে যায়। মেয়েকে কোনও রকমে বিপদের সীমারেখা থেকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও নিজে জলে তলিয়ে যায়। এলাকার দুই যুবক ঘটনাস্থলের অন্যপ্রান্তে স্নান করার সময় তাঁদের নজরে পড়ে। তড়িঘড়ি প্রাপ্তিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে ওই দুই যুবক। প্রাপ্তিকে উদ্ধার করতে পারলেও প্রদীপবাবু'র কোনও খোঁজ করতে পারেনি। এদিকে খবর পেয়ে এলাকাবাসী তড়িঘড়ি আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রাপ্তিকে হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় সেচখালের জলে প্রদীপবাবুর তল্লাশি শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলাকারি প্রতিনিধি দল। জলে স্পিড বোড নিয়ে চলতে থাকে তল্লাশি। অন্ধকার নেমে আসায় ওই দিন উদ্ধার কাজ স্থগিত হয়ে যায়। শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে সেচখালের জলে প্রদীপবাবুর মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য সাঁতার জানতেন না। মেয়ে জলে তলিয়ে যাচ্ছিল। তাকে উদ্ধার করতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। খুব মর্মান্তিক ঘটনা। তাঁর মেয়ে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

একাউন্ট থেকে টাকা কেটে নিলেও মেলেনি টাকা, পুলিশের দ্বারস্থ মহিলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ ছেলে ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। ঈদের প্রাক্কালে টাকা পাঠিয়েছিল মাকে। ছেলের পাঠানো টাকা তোলার জন্য স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে যায় মা। টাকা তোলার জন্য নেওয়া হয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট। কিন্তু তারপর সিএসপি কর্তৃপক্ষ জানায় লিংক না থাকার জন্য টাকা তোলা যাবে না। পরের দিন অন্য একটি সিএসপিতে গিয়ে দেখেন একাউন্টে এক টাকাও নেই। এদিকে ঘটনার ১৫ দিন হয়ে গেলেও সিএসপি মালিকের কথা অনুযায়ী এখনো একাউন্টে ঢোকেনি টাকা। নিজের টাকা ফেরত পেতে এবার পুলিশের দারস্থ হলেন ওই মহিলা। যদিও ওই সিএসপি মালিকের দাবি লিংক না থাকার জন্য উনি টাকা তুলতে পেরেন নি। টাকা কেটে নিয়েছিল একাউন্ট থেকে। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী সেই টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেডিট হয়ে যাবে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘটনা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গাংনদীয়া বাঁধপাড়া এলাকার বাসিন্দা খাইরুন বিবি। তার ছেলে ভিন রাজ্যের রাজমিস্ত্রির কাজ করে। মায়ের একাউন্টে ৭০০০ টাকা পাঠিয়ে ছিল। সেই টাকা তোলার জন্য খাইরুন বিবি মার্চ মাসের ১৫ তারিখ মিশ্রপাড়া ফুলচান মোড়ে বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্কের একটি সিএসপিতে যান। ওই সিএসপির মালিক উজ্জ্বল মাহাড়া টাকা তোলার জন্য তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়। কিন্তু তারপরে জানায় লিঙ্ক নেই তাই টাকা উঠবে না। খাইরুন বিবি সেই সময় বাড়ি চলে যান। তারপরের দিন বাড়ির কাছে একটি সিএসপিতে আবার যান। গিয়ে ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে দেখেন তার একাউন্টে এক টাকাও নেই। হতবাক হয়ে যান খাইরুন বিবি। তিনি উজ্জ্বল মাহারার কাছে গেলে উজ্জ্বল মাহাড়া বলেন লিংক সমস্যার জন্য টাকা কেটে নিয়েছে। সেই টাকা পুনরায় একাউন্টে ঢুকে যাবে। এদিকে তারপর ১৫ দিন হয়ে গেল এখনো ঢোকেনি টাকা। তিনি পুনরায় ওই সিএসপিতে গেলে তার কাছে আধার কার্ড এবং পাসবুক চাওয়া হয়। তিনি দিতে না চাইলে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। তারপরেই নিজের টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় গিয়ে উজ্জ্বল মাহাড়ার নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন খাইরুন বিবি। যদিও উজ্জ্বল মাহাড়ার দাবি এখানে তার কিছু করার নেই। নিয়ম অনুযায়ী টাকা ফেরত চলে যাবে। অভিযোগকারী খাইরুন বিবি বলেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে নিয়েছিল কিন্তু তারপর বলেছিল লিংক নেই। তারপরে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব। আমি আমার টাকা ফেরত চাইছি। আমার ছেলে কষ্ট করে সেই টাকা পাঠিয়েছে। খাইরুন বিবির স্বামী আফসার আলী বলেন, আমার ছেলে আমার স্ত্রীর একাউন্টে টাকা পাঠিয়েছিল। সেই টাকা তুলতে গিয়ে এই বিপত্তি। আমরা আমাদের টাকা ফেরত চাই তাই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। সিএসপির মালিক উজ্জ্বল মাহাড়া বলেন, এই সমস্যাটা অনেকেই বুঝতে পারেন না আমাদের দোষারোপ করেন। লিংক না থাকলে টাকা ডেবিট হয়ে যায়। কিছু দিনের মধ্যে আবার সেটা ক্রেডিট হয়ে যায়। এই দুই সপ্তাহে অনেকদিন ব্যাংক বন্ধ ছিল। তাই হয়তো দেরি হচ্ছে। প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে খুলছে বিভিন্ন ব্যাংকের সিএসপি। কিন্তু সেখানে গিয়ে অনেক সময় হয়রানির স্বীকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে টাকা তোলার সময় বিপত্তি ঘটছে। এলাকাবাসীর মতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারটি দেখা উচিত। মানুষকে সঠিক নিয়ম জানানো উচিত।

নববর্ষে বর্গভীমা মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা বছরের শুরুতেই শনিবার তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। চলে পুষ্পাঞ্জলি, পুজো দেওয়ার পালা। পাশাপাশি চলে ব্যবসায়ীদের খাতা পুজো। পুরান মতে সীতার বাঁ পায়ের অংশ পড়েছিল তমলুকে দেবী বর্গভীমার মন্দিরে। ৫১ পীঠের এক পিঠ এই দেবী বর্গভীমা মন্দির। বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তদের ভিড় জমে মন্দিরে। বাংলা বছরের প্রথম দিন ১ লা বৈশাখে সুখ শান্তি কামনায় মায়ের কাছে হাজির হন ভক্তরা। মায়ের পুজো দিয়ে নতুন বছর পালন করতে চান সবাই যাতে সারা বছর সুখ-শান্তিতে কাটে সেই কারণেই বছরের প্রথম দিনে লম্বা লাইন মন্দিরে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকাল থেকেই ভক্তরা আসেন মন্দিরে ভোর চারটা থেকে শুরু হয় পুজো ও পুষ্পাঞ্জলি। শুভ কামনায় ব্যবসায়ীরাও এদিন মায়ের কাছে খাতা পুজো করতে আসেন। মন্দির চত্বরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য মোতায়েন ছিল পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার। পাশাপাশি রাস্তায় যাতে যানজট কম হয় সেই কারণে রাস্তার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তমলুক শহরের রাস্তায় টোটো এবং বড় যানবাহন ঢোকা বন্ধ করা হয় পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঢল আরও বাড়তে শুরু করে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও পুণ্যার্থীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

পর্যটকদের গাড়ি ভাড়া নিয়ে হয়রানি কমাতেই উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ পর্যটকদের গাড়ি ভাড়া নিয়ে হয়রানি কমাতেই এবার উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। শনিবার শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে চার্টার্ড বাস পরিষেবা চালু করলো এই সরকারি পরিবহন সংস্থা। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন এই বাসে ৮০০০ টাকা দিলেই ভাড়া পাওয়া যাবে এবং শিলিগুড়ি থেকে ছেড়ে একেবারে দার্জিলিং এ গিয়ে পৌঁছবে এবং বাসে পর্যটকদের আরামদায়ক সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে তবে এই বাসটি ১২ জন যাত্রী নিয়ে যাবে না যদি কোনো যাত্রী কুড়ি টি সিটের জন্য ৮০০০ টাকা দিয়ে বুক করে তাহলে সে নিতে পারবে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, তিনি বলেন পর্যটকদের হয়রানি কমাতেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতেই উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের পর্যটনের ক্ষেত্রে নতুন একটি দিক উন্মোচিত হলো এতে পর্যটকরা অনেকটা স্বস্তিতে। তাদের ঘোরার জায়গা যেতে পারবেন সেই সঙ্গে পর্যটনের ও প্রসার ঘটবে এদিকে পরিবহন সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে প্রাথমিকভাবে পাঁচটি বাস নিয়ে পরিষেবা শুরু হলেও আগামীতে আরও বাস এখানে বাড়ানো হবে এবং সাতটি পর্যটন কেন্দ্রকে ধরে নিয়ে তারা এই পরিকল্পনা নিয়েছে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata - 700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporay high speed internet service during the programme to be attend by the VVIP's at the "SOLA ANA GATE", PS- Ekbalpore, Kolkata on 19-04-2023" [Job No. KIT/RW/008 of 23-24] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No- 008/ KIT/ Q of 23-24) Bid Submission Closing : 18.04.2023 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

'চুনীদা হলেন ভারতীয় ফুটবলের ডন ব্র্যাডম্যান'

মোহনবাগানে এসে বললেন মুগ্ধ গাভাসকর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ এপ্রিলঃ আজ পয়লা বৈশাখ। নববর্ষের শুভ দিনে সকাল সকাল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে হাজির হয়েছিলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। বাংলা নববর্ষের সূচনায় ময়দানের প্রতিটি ক্লাবেই বারপুজো হয়। পাশাপাশি শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী গোস্বামীর বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছিলেন গাভাসকর। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ৯৬ রানের মাথায় আউট হয়েছিলেন চুনী গোস্বামী। তাঁর নামাঙ্কিত গেট উন্মোচন করতে এসে স্মৃতির পাতা উল্টে সুনীল গাভাসকর বলেন, ''চুনীদার বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে আমার খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল। লাগছে।'' সানি আরও বলেন, ''আমার ছেলে (রোহন গাভাসকর) বিরাট ফুটবল ভক্ত। ও যখন জানতে পারে আমাকে মোহনবাগানে চুনীদার নামে নতুন গেট উদ্বোধন করতে ডাকা হয়েছে, শুনে ও ভীষণ খুশি।'' একটি চ্যারিটি ম্যাচ চলাকালীন অ্যাডিলেড বিমানবন্দরে ডন ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে

মোহনবাগান ক্লাবের নতুন প্রবেশদ্বারের উন্মোচন হল। এই নবনির্মিত গেটটি ভারতীয় কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত। সবুজ-মেরুনের এই নতুন গেট উদ্বোধন করতে গিয়ে সুনীল গাভাসকর জানান, এই সম্মান পেয়ে তিনি গর্বিত। একইসঙ্গে চুনী গোস্বামীকে তিনি ভারতীয় ফুটবলের ডন ব্র্যাডম্যানও বলেন। মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত গেট উদ্বোধন করতে এসে সানি বলেন, ''সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আমি জানি আজ পয়লা বৈশাখ। সকলকে জানাই শুভ নববর্ষ। আশা করি নতুন বছরটা আপনাদের সকলের খুব ভালো কাটবে। এখানে এসে ভারতের কিংবদন্তি ফুটবলার চুনীদার (চুনী গোস্বামী) নামাঙ্কিত গেটের উদ্বোধন করতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।'' চুনী গোস্বামীর শুধু ফুটবলেই কিংবদন্তি ছিলেন তা নয়। ক্রিকেটার চুনী গোস্বামীও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। চুনী সেই ম্যাচে ৯৬ রানের মাথায় আউট হয়েছিলেন চুনীদা। আমি সেই সময় স্লিপে ছিলাম। হাফ ভলি ক্যাচ ছিল। আর সাধারণত হাফ ভলি ক্যাচ হলে সেটাকে ক্যাচ বলে ধরা হয় না। কিন্তু ওই সময় আমার দলের এক সিনিয়র ক্রিকেটার গালি থেকে আমার কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বলেন- আমি যেন চুনীদা আউট নয়, তা নিয়ে কিছু না বলি। কারণ, ওই সময় চুনীদা ভালো ব্যাটিং করছিলেন। এরপর চুনীদাকে সেঞ্চুরি মিস করেই মাঠ ছাড়তে হয়। তা না হলে সেদিন মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে চুনীদার সেঞ্চুরি হয়ে যেত।'' বেশ কয়েক বছর পর গাভাসকর এই বিষয়টি চুনী গোস্বামীকেও জানিয়েছিলেন। তখন চুনী বলেছিলেন, ''তোমার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করার সৌভাগ্য আমার ছিল না।'' এরপরই গাভাসকর বলেন, ''আমি কলকাতায় এলেই ওনার সঙ্গে দেখা করতাম। আমরা একসঙ্গে সময় কাটাতাম। মিসেস গোস্বামীকে এখানে দেখে ভালো দেখা হওয়ার একটি স্মৃতিও শেয়ার করেছেন সুনীল গাভাসকর। সেখানে তিনি বাকি বিশ্ব একাদশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড টিমকে এয়ারপোর্টে নিতে এসেছিলেন ডন ব্র্যাডম্যান। সেই সময় তিনি সুনীল গাভাসকরের খোঁজ করেছিলেন। সে বার ডন ব্র্যাডম্যান পাকিস্তানের জাহির আব্বাস ও সুনীল গাভাসকরের সঙ্গে ছবিও তোলেন। তখন ব্র্যাডম্যান বলেন, ''জাহির আব্বাস করাচির ব্র্যাডম্যান। সুনীল গাভাসকর ভারতের ব্র্যাডম্যান। আর মাঝে আসল ব্র্যাডম্যান।'' এরপরই সুনীল গাভাসকর বলেন, ''চুনীদা ভারতীয় ফুটবলের ডন ব্র্যাডম্যান।'' এরপর 'জয় মোহনবাগান' বলে বক্তব্য শেষ করেন সুনীল গাভাসকর। প্রসঙ্গত, মোহনবাগানের অনুষ্ঠান চলাকালীন সঞ্চালক জয়ন্ত চক্রবর্তী আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাঁচ ম্যাচে পাঁচ হার দিল্লির!

বিরাটদের মাঠে ফের পা কাটল ওয়ার্নারদের

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিলঃ আইপিএলে তাদের পাঁচ-পাঁচটা ম্যাচ হয়ে গেল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের জয় থেকে গেল অধরাই। শনিবার আরসিবির কাছে ২৩ রানে হেরে গেল দিল্লি। ঘরের মাঠে হোক বা বাইরের মাঠ, কোনও জায়গাতেই জয়ের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না তারা। এ দিন আরও এক বার ব্যাটারদের ব্যর্থতা ডোবাল দলকে। আইপিএলের পয়েন্ট তালিকার সবার তলায় থাকল তারা। বেঙ্গালুরুর ১৭৪ রানের জবাবে দিল্লি থেমে গেল ১৫১ রানেই। ঋষভ পন্থ না থাকায় গোটা দিল্লি দলটার মানসিকতাই যেন নড়ে গিয়েছে। দলে এমন কোনও ক্রিকেটার নেই যিনি বাকিদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন। ডাগআউটে সৌরভ ছাড়াও রিকি পন্টিংয়ের মতো তারকা প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বসে রয়েছেন। তাঁরাও উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন না দলকে। প্রতিটি ম্যাচে একই ছবি। ব্যাটিংয়ে ধস এবং হার। চিত্রনাট্যের বদল হচ্ছেই না। শনিবার দিল্লির সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র ১৭৫। চিন্নাস্বামীর মাঠে যা অনায়াসে তুলে নেওয়ার কথা। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেটাও হল না। একা মণীশ পাণ্ডে অর্ধশতরান করলেন। বাকিরা কেউ কিছু করতে পারেননি। কেন যে প্রতিটি ম্যাচে পৃথ্বী শ-কে খেলিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা সৌরভরাই বলতে পারবেন। রানের ধারেকাছে নেই তিনি। রান তাড়া করতে নেমে এক সময় ২ রানে ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছিল দিল্লির। টিকেছিলেন শুধু ডেভিড ওয়ার্নার। তিনিও এ দিন ১৯-এর বেশি করতে পারেননি। দিল্লির ইনিংসের মাঝামাঝিই বোঝা গিয়েছিল ম্যাচটা হারছে তারা। এ দিকে, টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বেঙ্গালুরুর শুরুটা যেমন হয়েছিল, শেষটা তেমন হয়নি। বেঙ্গালুরুর

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের উইকেট সাধারণত ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটাও তেমনই করেছিলেন বেঙ্গালুরুর দুই ওপেনার ফাফ ডুপ্লেসি এবং বিরাট কোহলি। কিন্তু মাঝের দিকে উইকেট পড়ে যাওয়া এবং রান তোলার গতি কমে যাওয়ার মূল্য চোকাতে হল তাদের। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ১৭৪-৬ রান তোলে তারা। বেঙ্গালুরুর দুই ওপেনার দাপটের সঙ্গেই শুরু করেছিলেন। ফাফ ডুপ্লেসি এবং বিরাট কোহলি প্রায় প্রতি ম্যাচেই শুরুটা এমন করেন, যা বাকিদের উপর থেকে চাপ অনেকটা হাল্কা করে দেয়। এ দিনও সেটাই দেখা গেল। অনরিখ নোখিয়াকে দিয়ে শুরু করেছিল দিল্লি। প্রথম ওভারেই তিনি ১১ রান হজম করেন। পরের ওভারে অক্ষর পটেল পাঁচ রান দিলেও তৃতীয় ওভারে মুস্তাফিজুর রহমান এসেই দশ রান দেন। পঞ্চম ওভারেও মিচেল মার্শকে দু'টি চার মেরে স্বাগত জানিয়েছিলেন ডুপ্লেসি। চালিয়ে খেলতে গিয়েই আউট হন। মিড উইকেটে আমন খানের হাতে ক্যাচ দেন তিনি। বেঙ্গালুরু সমস্যায় পড়েনি। তিনে নেমে মহিপাল লোমরোর একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। উল্টো দিক থেকে চালিয়ে খেলছিলেন কোহলি। ৩৩ বলে তাঁর অর্ধশতরান হয়ে যায়। তার পরেই অদ্ভুত ভাবে আউট হলেন প্রাক্তন অধিনায়ক। ১১তম ওভারে বল করতে এসে লোপ্পা দিয়েছিলেন ললিত যাদব। কোহলি অনায়াসে সেটি লেগ সাইডে চালাতে পারতেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি বলের গতি। ক্যাচ তুলে দেন মিড উইকেটে। যশ ধুল তা তালুবন্দি করেন। এক বল আগেই ব্যাট বদলেছিলেন কোহলি। তা কাজে দিল না। বেঙ্গালুরুর আর এক মারকুটে ব্যাটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও চালিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন। তিনটি ছক্কা মেরে চিন্নাস্বামীর জনতাকে চাঙ্গা করে দেন। কিন্তু কুলদীপের বলে ফিরতে হয় তাঁকে। পরের বলে কুলদীপ তুলে নেন দীনেশ কার্তিককেও। ওখানেই বেঙ্গালুরুর বড় রানের আশা শেষ হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসেই মহিপালের বদলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে অনুজ রাওয়তকে নামায় বেঙ্গালুরু। ২২ বল খেলে অনুজের অবদান ১৫!

'ভক্তের ভগবান' মাহি!

৮৮ বছরের ফ্যানের স্বপ্নপূরণ করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি

চেন্নাই, ১৫ এপ্রিলঃ দেশ-বিদেশের প্রচুর ক্রিকেটাররা খেলেন ভারতের কোটিপতি লিগে। আইপিএলের মরসুমটা একজন ক্রিকেটারের অনুরাগীদের কাছে ভীষণ স্পেশাল। কারণ, বছরভর এই ক্রিকেটারকে ২২ গজে না দেখা গেলেও এই এপ্রিল-মে এর সময়টা তাঁকে দেখা যায় চার-ছক্কার ফুলঝুরি ফোটাতে। বর্তমানে ১৬তম আইপিএলে ব্যস্ত মহেন্দ্র সিং ধোনি। আইপিএলের অন্যতম সফল দল চেন্নাই সুপার কিংসের ক্যাপ্টেন্সির ব্যাটন এখনও রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে। মাহির ভক্তের তালিকায় রয়েছে আট থেকে আশি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ধোনিকে নিয়ে তাঁর ভক্তদের বিন্দুমাত্র উন্মাদনা কমেনি। এখনও মহেন্দ্র সিং ধোনিকে এক ঝলক দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন তাঁর অনুরাগীরা। সিএসকের প্রিয় 'থালা' সম্প্রতি চেন্নাইতে তাঁর এক বয়স্ক ভক্তের সঙ্গে দেখা করেছেন। ৮৮ বছরের এক ফ্যানের স্বপ্নপূরণ করতে মাহি পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর বাড়িতে। কে তিনি? ধোনির ৮৮ বছরের এই ফ্যান হলেন দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী তথা বিজেপির নেত্রী খুশবু সুন্দরের শাশুড়ি মা। দীর্ঘদিন ধরে খুশবু সুন্দরের শাশুড়ির ইচ্ছে ছিল মাহির সঙ্গে দেখা করার। ধোনির সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির দেখা করার ছবি টুইটারে শেয়ার করেছেন খুশবু। ধোনিও তাঁর সঙ্গে দেখা করে আপ্লুত। চেন্নাইতে ধোনির বিরাট ফ্যান ফলোয়ার্স রয়েছে। শুধু তাই নয়, সারা দেশ জুড়ে মাহির

ফ্যানেরা ছড়িয়ে রয়েছেন। খুশবু তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে ধোনির সাক্ষাতের ছবি টুইটারে শেয়ার করে লিখেছেন, 'নায়করা তৈরি হয় না, তাঁরা জন্মায়। সেটাই প্রমাণ করেছেন ধোনি। আমার কাছে আমাদের সিএসকের থালার জন্য বলার মতো শব্দ নেই। তিনি আমার শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করেছেন। যিনি ৮৮ বছর বয়সেও ধোনির পুজো করেন এবং তাঁকে ছাড়া তাঁর দুনিয়া অসম্পূর্ণ। মাহি আপনি ওনার জীবনে আরও অনেক বছর সুস্থ থাকার এবং সুখী থাকার আনন্দ যোগ করেছেন। এর জন্য আপনাকে আমি প্রণাম জানাই। এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য সিএসকে শিবিরের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'' উল্লেখ্য, ১৬তম আইপিএলে এখনও অবধি ৪টি ম্যাচে খেলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। তার মধ্যে ২ ম্যাচে জিতেছে ইয়েলোব্রিগেড। আর মাহিরা হেরেছেন ২টি ম্যাচে। এ বারের আইপিএলে হাঁটুর চোট নিয়েই খেলছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। যা শুনে ধোনি ভক্তরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সিএসকে সিইও কাশী বিশ্বনাথন জানিয়েছেন, ধোনির চোট রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁকে পুরো আইপিএলেই পাওয়া যাবে। সিএসকের পরবর্তী ম্যাচ ১৭ এপ্রিল, প্রতিপক্ষ আরসিবি।

কবে মাঠে ফিরছেন বুমরা-শ্রেয়স?

বিসিসিআই দিল বড় আপডেট

মুম্বই, ১৫ এপ্রিলঃ ভারতীয় দল যে দু'জনকে নিয়ে ফাঁপরে পড়েছে, তাদের নিয়েই বড় আপডেট দিল বিসিসিআই। এতদিন জসপ্রীত বুমরা ও শ্রেয়স আইয়ারের চোট, অস্ত্রোপচার নিয়ে নানারকম খবর সামনে এসেছে। কিন্তু বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আপডেট আসেনি। পিঠের সফল অস্ত্রোপচারের পর বুমরাকে দেখা গিয়েছিল মেয়েদের আইপিএলের ফাইনাল ম্যাচে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মহিলা টিমকে মাঠে বসে চিয়ার করেছেন তিনি। তাঁকে দেখে অনুরাগীদের একটাই প্রশ্ন, কবে মাঠে ফিরবেন? একই প্রশ্ন শ্রেয়স আইয়ারকে ঘিরেও। পিঠের চোট ও অস্ত্রোপচারের জন্য আইপিএল ও ডব্লিউটিসি ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছেন শ্রেয়স। কবে নাগাদ সার্জারি হবে তাঁর? মাঠে ফিরতে পারবেন কবে? বিসিসিআই জানিয়েছে, বুমরা শীঘ্রই বেঙ্গালুরুর জাতীয় অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব শুরু করবেন। অস্ত্রোপচারের ছয় সপ্তাহ পর রিহ্যাব শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। অস্ত্রেপচারের পর যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। তাই আগামী শুক্রবার থেকে এনসিএ-তে রিহ্যাব শুরু হবে তাঁর। ভারতীয় দলের এই তারকা পেসার যাতে ওডিআই বিশ্বকাপের আগে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, তারই তোড়জোড় শুরু করেছে বোর্ড। গতবছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দলের বাইরে বুমরা। টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ মিস করেছেন এবং আগামী দিনেও করবেন। খেলতে পারবেন না ডব্লিউটিসি ফাইনাল। তবে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপের আগে বুমরার সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহ থেকে। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলেও প্রথমে অস্ত্রোপচার করাতে চাননি শ্রেয়স আইয়ার। শ্রেয়সকে আইপিএলে পরের দিকে পাওয়ার আশা করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু বোর্ডের সিদ্ধান্তের কাছে তাঁকে হার মানতেই হয়েছে। পিঠের চোটে কাবু শ্রেয়সের সার্জারি হবে আগামী সপ্তাহে। এরপর সপ্তাহ দুয়েকের জন্য চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। তারপর এনসিএতে রিহ্যাব শুরু হবে শ্রেয়সের। বোর্ডের আশা, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ঘরের মাঠে দু'জনই বিশ্বকাপ খেলবেন।

সেভিয়া থেকে ছাঁটাইয়ের পর দ্রুতই নতুন দায়িত্বে সাম্পাওলি

রিও দি জেনেইরো, ১৫ এপ্রিলঃ ফ্লামেঙ্গো শুক্রবার বিবৃতিতে জানায় সাম্পাওলিকে নিয়োগ দেওয়ার খবর। কোপা লিবের্তাদোরেসের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তি আগামী বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত। লা লিগায় টানা বাজে পারফরম্যান্সের পর গত ২১ মার্চ সাম্পাওলিকে বরখাস্ত করে সেভিয়া। স্পেনের ক্লাবটিতে তিনি দায়িত্বে ছিলেন স্রেফ মাস পাঁচেক। খেলোয়াড়ি জীবনে তিনি ছিলেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার, তবে কখনও শীর্ষ পর্যায়ে খেলতে পারেননি। কোচিংয়ে অবশ্য প্রায় ৩২ বছরের কেরিয়ার তার। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। তার কোচিংয়েই ২০১৮ বিশ্বকাপে খেলেন লিওনেল মেসিরা। ফ্লামেঙ্গোর আগে ব্রাজিলের অন্য দুই বিখ্যাত ক্লাব সান্তোস ও আতলেতিকো মিনেইরোর দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ফ্লামেঙ্গোতে তিনি ভিতর পেরেইরার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। কদিন আগেই পর্তুগিজ এই কোচকে ছাঁটাই করে ক্লাবটি।

মরসুম শেষ মার্তিনেসের

ম্যানচেস্টার, ১৫ এপ্রিলঃ ইউনাইটেডের দুঃসংবাদের শেষ নয় এখানেই। বেশ কিছুদিনের জন্য তারা পাবে না রক্ষণের আরেক নির্ভরতা রাফায়েল ভারানেকেও। অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেছেন এই ফ্রেঞ্চ ডিফেন্ডার। গত বৃহস্পতিবার ইউরোপা লিগে সেভিয়ার বিপক্ষে ২-২ ড্র ম্যাচে চোট পান এই দুজন। ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে প্রতিপক্ষের দুজনের মধ্য দিয়ে বল কাটিয়ে নেওয়ার সময় হুট করেই পা চেপে ধরে পড়ে যান মার্তিনেস। দ্রুতই তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যান সেভিয়ার দুই আর্জেন্টিনার ফুটবলার মার্কোস আকুনা ও গনসালো মন্তিয়েল। ম্যাচের পরই ইউনাইটেড কোচ

এরিক টেন হাগ বলেছিলেন, 'চোটের ধরন তাদের কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। পরীক্ষার পর সেটিই নিশ্চিত হওয়া গেল। নতুন মরসুমের আগে তিনি ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা করছে ক্লাব।' এই মরসুমেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ার পর দ্রুত রক্ষণে নিজের আলাদা জায়গা করে নেন মার্তিনেস। ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনার হয়ে জেতেন বিশ্বকাপও। তবে ২৫ বছর বয়সী ডিফেন্ডারের মরসুম শেষ হলো হতাশায়। পরে ইউনাইটেডের হয়ে জেতেন লিগ কাপের শিরোপা। সব মিলিয়ে নতুন ক্লাবের হয়ে প্রথম মরসুমে ৪৫ ম্যাচ খেলেন তিনি। সেভিয়ার বিপক্ষে ওই ম্যাচেই চোটের কারণে প্রথমার্ধের পর ভারানের বদলি নামানো হয়। তার চোটের বিস্তারিত জানানো হয়নি ইউনাইটেডের বিবৃতিতে। স্রেফ তার কয়েক সপ্তাহ বাইরে থাকার কথাই বলা হয়েছে। বিবৃতিতে দুজনেরই দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

রিঙ্কু সিংকে 'অভিশাপ' শেহওয়াগের!

'জীবনে আর কোনওদিন ছটা ছক্কা মারতে পারবে না'

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিলঃ আমদাবাদে পাঁচ ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন রিঙ্কু সিংহ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারের দাপটে হেরে যায় গুজরাত টাইটান্স। কিন্তু আগামী দিনে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারার ক্ষমতা নেই রিঙ্কুর। এমনটাই মত বীরেন্দ্র শেহওয়াগের। ভারতের প্রাক্তন ওপেনার হঠাৎ এমন দাবি করলেন। ক্রিকেট জীবনে শেহওয়াগকে বিধ্বংসী মেজাজে দেখা যেত। তিনি ক্রিজে থাকলে দ্রুত রান উঠত ভারতের স্কোরবোর্ডে। টেস্টে ক্রিকেটে শেহওয়াগের ব্যাট চললে এক দিনেই উঠে যেত ৩০০ রান। তেমনই ব্যাটারের মতে রিঙ্কু ছয় ছক্কা মারতে পারবেন না। শুক্রবার রিঙ্কু ক্রিজে থাকায় আশা রেখেছিলেন কলকাতার সমর্থকরা। শেহওয়াগ বলেন, ''একটা বিশ্বাস রয়েছে যে, রিঙ্কু ক্রিজে থাকলে কলকাতার আশা রয়েছে। যে সময় ধোনি ম্যাচ শেষ করত, সেই সময় একটা বিশ্বাস ছিল যে, ধোনি ক্রিজে থাকা মানে আশা রয়েছে ম্যাচ জেতার। ৯০-এর দশকে যেমন সচিন তেন্ডুলকরকে নিয়ে এই বিশ্বাস ছিল। একই জিনিস এখন কেকেআরে রিঙ্কুকে নিয়ে হয়েছে। এর আগে এমনটা হত আন্দ্রে রাসেলকে নিয়ে।'' রিঙ্কু যে পাঁচ ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন, সেটা এক বারই সম্ভব বলে মনে করছেন শেহওয়াগ। ভারতের প্রাক্তন ওপেনার বলেন, ''ক্রিকেট ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। রিঙ্কুও আগামী দিনে এটা আর করতে পারবে না। এই রেকর্ড হয়তো এক দিন ভেঙে যাবে। কিন্তু রিঙ্কু কোনও দিন এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরে নিজের রেকর্ড ভাঙতে পারবে না। এমন ইনিংস খেলার জন্য ভাগ্য লাগে। ওই ওভারটা যদি আলজারি জোসেফ করত তা হলে রিঙ্কুও হয়তো জানে যে, ও জেতাতে পারত না। নেটে যশ দয়ালকে অনেক বার খেলেছে রিঙ্কু। তাই ও পরিকল্পনা করে নিতে পেরেছিল।''

হলান্ডকে ফিট রাখতে '২৪ ঘণ্টা' কাজ করছে ম্যান সিটি

গোলের পর গোল করে চলা আর্লিং হলান্ডের চোটে পড়ার প্রবণতা নতুন নয়। গত মরসুমেও মিস করেছেন অনেকগুলো ম্যাচ। তাকে ফিট রাখতে তাই চেষ্টার কোনো কমতি রাখছে না ম্যানচেস্টার সিটি। দলটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা বললেন, এই স্ট্রাইকারের সুস্থতা নিশ্চিত করতে ২৪ ঘণ্টা কাজ করছেন তারা।

লন্ডন, ১৫ এপ্রিলঃ গত গ্রীষ্মের দলবদলে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে সিটিতে যোগ দেন হলান্ড। ওই সময়ে তার ঘন ঘন চোটে পড়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছিল। কারণ গত মরসুমে চোটের কারণে জার্মান ক্লাবটির হয়ে ১৬টি ম্যাচ মিস করেছিলেন এই তারকা ফুটবলার। তবে সিটির হয়ে এই মরসুমে এখন পর্যন্ত মাত্র চারটি ম্যাচ মিস করেছেন হলান্ড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গোল করেছেন ৪৫টি। চলতি মরসুমে প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলস্কোরারও তিনি। লিগে শনিবার লেস্টার সিটির বিপক্ষে খেলবে হলান্ডের দল। এই ম্যাচের আগে নরওয়ের এই ফুটবলারের ফিটনেস প্রসঙ্গে গুয়ার্দিওলা বলেন, ''হলান্ডকে চোটমুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ক্লাব।

আমি জানি না ডর্টমুন্ডে সে কী করেছে, তবে আমরা ২৪ ঘণ্টা তার যত্ন নিচ্ছি। আমাদের দারুণ সব ডাক্তার ও ফিজিওথেরাপিস্ট আছে, তারা দিনের প্রতিটি সেকেন্ডে তার দেখভাল করে। (একজন খেলোয়াড়ের পেছনে) প্রচুর অর্থ ব্যয় করার পর তাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ ঠিক বোধগম্য নয়-আমার জানা নেই অন্য ক্লাবগুলো কী করে।'' ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার হওয়ায় হলান্ডের চোটে পড়ার ঝুঁকি কিছুটা বেশি থাকে। তবে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, তাদের পাশাপাশি হলান্ড নিজেও ফিট থাকতে মরিয়া। ''ফিট থাকতে হলে পুষ্টিকর খাবার, বিশ্রাম, ঘুমসহ অনেক কিছুর দরকার...আমরা জানি যে তার খেয়াল রাখতে হবে, কারণ সে বিশাল আকৃতির। ফিজিওরা তার যত্ন নেয়।'' সে অনুশীলন কেন্দ্রে অনেক সময় ধরে কাজ করে মাঠের চেয়েও অনেক বেশি। আধুনিক ফুটবলে খেলোয়াড়রা মাঠের চেয়ে পর্দার আড়ালেই বেশি অনুশীলন করে।

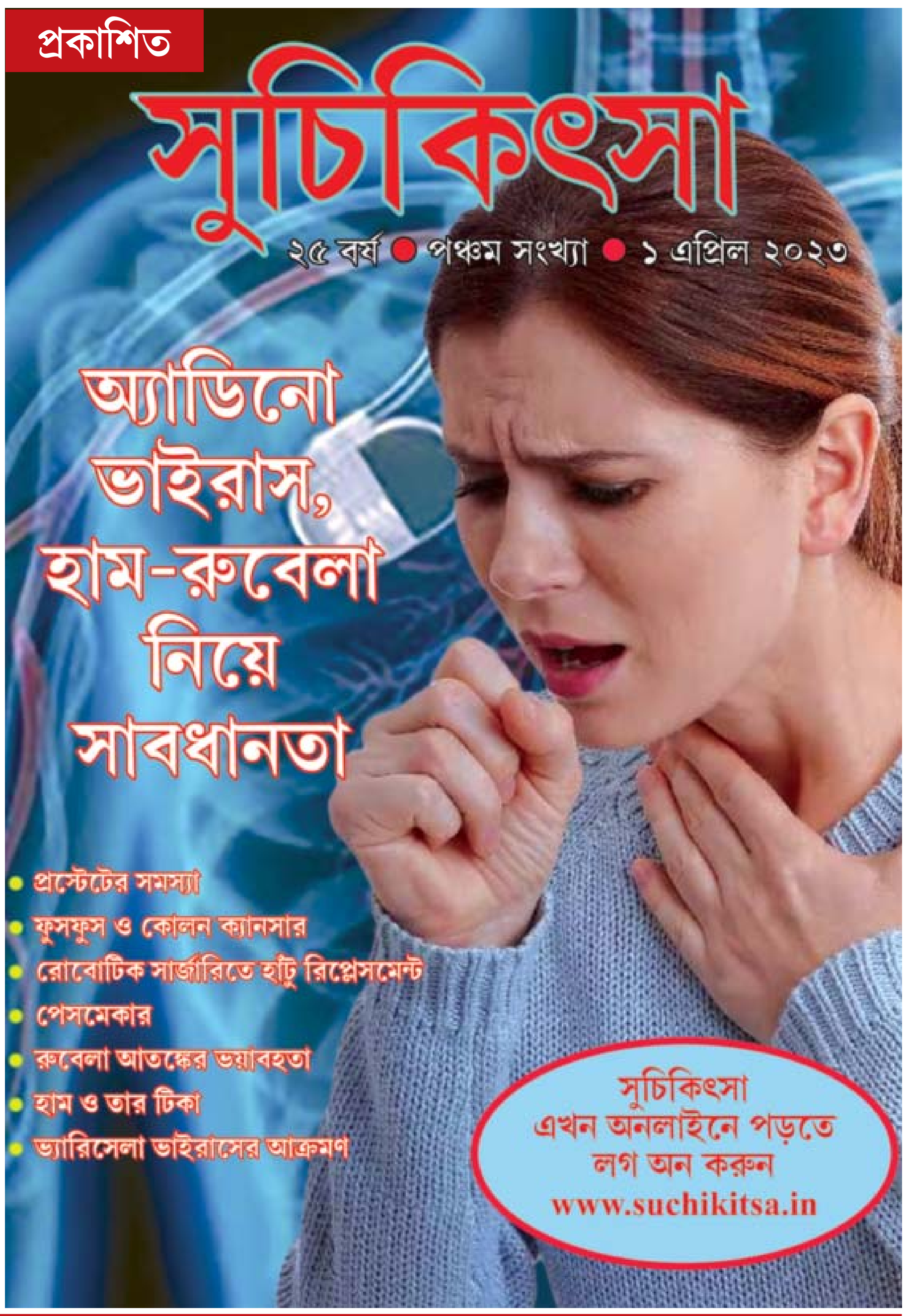

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501